উপনিষদঃ

প্রথমঃ খণ্ডঃ

ঈশা-কেন-কঠ-প্রশ্ন-মুণ্ডক-মাণ্ডুক্যেতি ষট্

ব্রহ্মজিজ্ঞাসাদিগ্রন্থপ্রণেতুঃ
শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণস্য

'শঙ্কররূপা'-নাম-টীকয়া 'প্রবোধক' নাম-বঙ্গানুবাদেন চ সমেতাঃ

শ্রীমদ্-বেদাচার্য্যেণ স্বর্গগতেন
সত্যব্রতসামশ্রমিণা সংশোধিতাঃ

পঞ্চম-সংস্করণম্

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ

ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভূমিকা

বেদ—স্মরণাতীত কাল হইতে বংশ ও গুরুপরম্পরায় আগত দেবস্তুতি, যজ্ঞতপস্যাদির বিধান, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনাত্মিকা রচনাবলীর নাম বেদ। গুরূপদেশ-শ্রবণরূপ উপায়ে বেদ রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, এই জন্য ইহার অপর নাম শ্রুতি।

বেদের বিভাগ—বেদ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, 'মন্ত্র' ও 'ব্রাহ্মণ'। মন্ত্রভাগ মৌলিক, ব্রাহ্মণভাগ মন্ত্র অবলম্বনে রচিত। মন্ত্রভাগে প্রধানতঃ দেবস্তুতি ও যজ্ঞাত্মক বচন আছে। ব্রাহ্মণভাগে প্রধানতঃ মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগবিধি, এবং তদ্ব্যতীত অনেক অবান্তর বিষয় আছে। পদ্য, গান ও গদ্য, এই তিন প্রকার রচনা-প্রণালী অনুসারে মন্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত। পদ্যাত্মক মন্ত্রের নাম ঋক, গীতাত্মক মন্ত্র সাম ও গদ্যাত্মক মন্ত্র যজুঃ। হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্যু, যজ্ঞের এই তিন শ্রেণীর ঋত্বিক বা পুরোহিতের কার্যসৌষ্ঠবের জন্য সম্ভবতঃ বেদমন্ত্র এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়। এই বিভাগানুসারে বেদমন্ত্রের অপর নাম 'ত্রয়ী'। ঋক, সাম, যজুঃ ভিন্ন ভিন্ন সংহিতায় নিবিষ্ট হইয়াছে। যজুর্বেদ 'শুক্ল' ও 'কৃষ্ণ' ভেদে দুই স্বতন্ত্র সংহিতায় বিভক্ত। বেদত্রয় বিভাগের বহু কাল পরে অনেক মন্ত্র আবিষ্কৃত হয়, আবিষ্কারক বা সংগ্রাহক ঋষি অথর্ব্বার নামানুসারে এই সকল মন্ত্র 'অথর্ব্ববেদ' রূপে পরিচিত হয়। সংহিতাভেদে ব্রাহ্মণগ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন, এমন কি দেশ ও কালভেদে মন্ত্রাধ্যায়িগণের যে সকল শাখাভেদ হইল সেই সকল শাখাভেদেও ব্রাহ্মণের ভিন্নতা আছে। ব্রাহ্মণসমূহের অভ্যন্তরে, অথবা স্থলবিশেষে ব্রাহ্মণ হইতে ভিন্ন, কতিপয়

বেদাংশ আছে যাহাদের নাম 'আরণ্যক'। বানপ্রস্থ বা অরণ্যবাসী সাধকগণের জন্য এই শ্রেণীর গ্রন্থ রচিত হয়। বাহ্যোপকরণ-বিহীন মানস যজ্ঞ সম্পাদনে সাহায্য করাই 'আরণ্যকের' বিশেষ উদ্দেশ্য। 'ব্রাহ্মণ' বা 'আরণ্যকের' ব্রহ্মপ্রতিপাদক অংশের নাম 'উপনিষদ্'। কিন্তু কোন কোন 'উপনিষদ্', অন্ততঃ একটী, 'ঈশা', সংহিতায় স্থান পাইয়াছে। উপনিষদের প্রকৃতি ও বিভাগ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে বলা হইবে। বৈদিক সাহিত্যের চারি বিভাগ 'মন্ত্র', 'ব্রাহ্মণ', 'আরণ্যক' ও 'উপনিষদের' মধ্যে 'উপনিষদ্' সর্ব্বশেষ, এই জন্য উপনিষদের নামান্তর 'বেদান্ত' অর্থাৎ বেদের অন্তভাগ, অথবা 'অন্ত' শব্দের অন্য অর্থ গ্রহণ করিলে 'বেদান্ত' অর্থ বেদার্থের মীমাংসা বা সারমর্ম্ম।

'উপনিষদে'র অর্থ—'উপ' ও 'নি' পূর্ব্বক 'সদ্' ধাতুতে 'ক্বিপ্' প্রত্যয়যোগে 'উপনিষদ্' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এই শব্দের ধাত্বর্থ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনেকে 'সদ্' ধাতুর 'বিনাশ' অর্থ গ্রহণ করিয়া, "যদ্দ্বারা অবিদ্যা ও বাসনা বিনষ্ট হয়" 'উপনিষদের' এই অর্থ করেন। 'উপ' এই উপসর্গের 'নিকট' অর্থ, 'নি' এই উপসর্গের 'বিশেষরূপ' অর্থ, এবং 'সদ্' ধাতুর 'গমন' অর্থ গ্রহণ করিলে 'উপনিষদ্' শব্দের এই অর্থ সিদ্ধ হয়—"যাহা গুরুর নিকট বিশেষরূপে গমন করিয়া শিক্ষা করা যায়"। ধাত্বর্থ যাহাই হউক্, 'উপনিষদ্' শব্দে সাধারণতঃ গভীর ও গূঢ় ব্রহ্মজ্ঞান ও তৎপ্রতিপাদক গ্রন্থকে বুঝায়।

উপনিষদের সংখ্যা ও বিভাগ—জনশ্রুতি অনুসারে ১০৮ খানা উপনিষদ্ আছে। 'উপনিষদ্' নামধারী গ্রন্থের সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক অধিক। 'উপনিষদ্' যখন বেদান্ত, বেদের অংশ, তখন 'উপনিষদ্' নামধারী কোন গ্রন্থের উপনিষদত্ব স্বীকার করিবার পূর্ব্বে অনুসন্ধান করা আবশ্যক কোন মন্ত্র, ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকে ইহার

স্থান আছে কি না। 'ঈশা', 'কেন', 'কঠ', 'তৈত্তিরীয়', 'ঐতরেয়', 'কৌষীতকি', 'ছান্দোগ্য' ও 'বৃহদারণ্যকে'র সেই স্থান নিঃসন্দিগ্ধ। এই জন্য ইহাদিগকে বলা হয় 'বৈদিক উপনিষদ্'। 'প্রশ্ন', 'মুণ্ডক', 'মাণ্ডূক্য', 'শ্বেতাশ্বতর', 'মৈত্রী' প্রভৃতি উপনিষদের এই স্থান সন্দিগ্ধ, কিন্তু ইহারা বৈদিক উপনিষদের ভাবানুযায়ী এবং প্রসিদ্ধ ঋষি-প্রণীত বলিয়া ইহাদিগকে বলা হয় 'আর্ষ উপনিষদ্'। 'জাবাল', 'রামতাপনী', 'নৃসিংহতাপনী' প্রভৃতি উপনিষদ্, যাহা বেদের ভাবানুযায়ী নহে; যাহাতে কোন দেবতা বা পৌরাণিক পুরুষকে ব্রহ্মের অবতার রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং মূর্ত্তিপূজার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, এরূপ গ্রন্থকে বলা হয় 'সাম্প্রদায়িক উপনিষদ্'। 'অল্লো-পনিষদ্' প্রভৃতি গ্রন্থ, যাহাতে আর্য্যধর্ম্ম-বহির্ভূত মত সমর্থিত হইয়াছে, তাহাদিগকে বলা হয় 'কৃত্রিম উপনিষদ্'। সুতরাং 'উপনিষদ্' নামে বৈদিক, আর্য, সাম্প্রদায়িক ও কৃত্রিম, এই চারি শ্রেণীর গ্রন্থ প্রচলিত। প্রকৃত বেদান্তমত স্থির করিবার পক্ষে প্রথম দুই শ্রেণীর উপনিষদ্ই গ্রহণ-যোগ্য। আমাদের সম্পাদিত দ্বাদশ খানা উপনিষদ্ই এই শ্রেণীদ্বয়ভুক্ত।

যৌক্তিক ব্যাখ্যা—এখন এই খণ্ডে প্রকাশিত ছয় খানা উপনিষদের শিক্ষা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। উপনিষদের মত উপনিষদে কুত্রাপি যুক্তির সহিত ধারাবাহিক ভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই। উপনিষদ্ যুগের পর দার্শনিক যুগে উপনিষদ্-ব্যাখ্যায়ক আচার্য্যগণ এরূপ ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর গদ্য উপনিষদ্গুলিতে,—কৌষীতকি, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকে—অল্পাধিক স্পষ্ট যৌক্তিক ব্যাখ্যার ইঙ্গিত আছে। সেই ইঙ্গিতগুলি অবলম্বন করিয়া আমরা আমাদের সম্পাদিত ছান্দোগ্য উপনিষদের

ভূমিকায় সংক্ষেপে এরূপ ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের প্রণীত "শাস্ত্রীয় ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধনে" এই ব্যাখ্যা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ভাবে দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে সেরূপ ব্যাখ্যার ইঙ্গিত-মাত্র দেওয়া যায়, সন্তোষকর কিছু বলা অসম্ভব।

ঈশোপনিষদ্।—এই উপনিষদ্ শুক্ল যজুর্ব্বেদ-সংহিতার শেষ ভাগে নিবিষ্ট হইয়াছে। 'কৃষ্ণ' ও 'শুক্ল' যজুর্ব্বেদের ভেদ সম্বন্ধে নানা জনশ্রুতি আছে। তাহা হইতে সত্য নির্ণয় অতি কঠিন। সম্ভবতঃ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে মন্ত্র ও মন্ত্রের ব্যাখ্যা এমন মিশ্রিত আকারে ছিল যে কোন্‌টা মন্ত্র আর কোন্‌টা ব্যাখ্যা তাহা স্পষ্ট বোঝা যাইত না। এই অস্পষ্টতা বশতঃ ইহাকে 'কৃষ্ণ' আখ্যা দিয়া এক জন ঋষি ভিন্ন যজুর্মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া 'শুক্ল' অর্থাৎ স্পষ্ট অন্য এক সংহিতা প্রস্তুত করেন। এই সংগ্রাহকের নাম বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য। তিনি পূর্ব্বে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ-প্রবর্ত্তক বৈশম্পায়নের শিষ্য ছিলেন। পরে উদ্দালক আরুণির শিষ্য হন। 'বাজসনেয়' অর্থ বাজসনির বংশোদ্ভব। ঈশোপনিষদের প্রথম শব্দ 'ঈশা' হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে, ইহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এই উপনিষদ্‌টী সংক্ষিপ্ত হইলেও বৈদান্তিক সাহিত্যে ইহার স্থান উচ্চ। ইহার কোন কোন শ্রুতি নানা স্থানেই উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১ম হইতে ৮ম শ্রুতি পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান ও তার ফল উপদিষ্ট হইয়াছে। উপনিষদ্ অদ্বৈতবাদিনী। ইহার মতে ব্রহ্মই একমাত্র স্বাধীন সত্য বস্তু, জগৎ ও জীব তাঁহার অন্তর্গত, তাঁহার আশ্রিত, তাঁহার সত্তায় সত্তাবান্। কিন্তু লৌকিক মত তাহা নহে। লোকে মনে করে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র অসংখ্য বস্তু আছে। এই অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য এই উপনিষদের ঋষি বলি-তেছেন এই সমস্তকে—যাহা কিছু স্বতন্ত্র ও চঞ্চল বলিয়া বোধ হয়,—

ঈশ্বরদ্বারা ঢাকতে হইবে, অর্থাৎ তাঁহার নিত্য স্বরূপের অন্তর্গত বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই তত্ত্ব কি রূপে বোঝা যায় তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাঠক পাইবেন আমাদের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ উপনিষদ্ 'কৌষীতকি'তে। কৌষীতকির তৃতীয়াধ্যায়ে ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে বুঝাইয়াছেন যে জ্ঞানের বিষয় ও বিষয়ী, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, 'ভূতমাত্রা' ও 'প্রজ্ঞামাত্রা', আপাততঃ স্বতন্ত্র বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে স্বতন্ত্র নহে, একই বস্তু। এই এক বস্তুর বাহিরে কিছু নাই। ইহাই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, ইহাই আমাদের আত্মারূপে প্রকাশিত। এই তত্ত্ব বুঝিলে ও উপলব্ধি করিলে,—বিষয়বুদ্ধি অর্থাৎ বিষয়ের স্বতন্ত্রতাবোধ ত্যাগ করিলে, ব্রহ্মকে সর্ব্বময় একমাত্র সত্য বস্তু রূপে ধারণা করিলে,—ঘৃণা, শোক ও মোহের অতীত হওয়া যায়। উপনিষদুক্ত অদ্বৈতবাদের দুই রকম ব্যাখ্যা,—নির্ব্বিশেষ ও বিশিষ্ট। এক ব্যাখ্যা বলে সমস্ত ভেদ মিথ্যা, অন্য ব্যাখ্যা বলে ভেদ সত্য, কিন্তু মূল অভেদের অন্তর্গত ও অবিরোধী। বৃহত্তর উপনিষদ্গুলি না পড়া পর্য্যন্ত পাঠক এই ব্যাখ্যা-ভেদ ভাল বুঝিতে পারিবেন না। আমাদের সম্পাদিত বৃহদারণ্যকের ভূমিকায় এই ব্যাখ্যাভেদ সংক্ষেপে বুঝান হইয়াছে। ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় বিভাগে, ৯ম হইতে ১৪শ শ্রুতি পর্য্যন্ত, জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয় উপদেশ করা হইয়াছে। সমুচ্চয়বাদীরা বলেন একই সাধকে জ্ঞান ও কর্ম্ম সমুচ্চিত অর্থাৎ মিলিত হইতে পারে এবং হওয়া উচিত। আচার্য্য শঙ্কর সমুচ্চয়বাদী নহেন, তিনি সন্ন্যাসবাদী। তাঁহার মতে জ্ঞানলাভ হইলে কর্ম্ম-সন্ন্যাস করা উচিত। জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয় হইতে পারে না। তিনি এই ভাবেই এই সকল শ্রুতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যা আমাদের কাছে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। ঋষির অভিপ্রায় সমুচ্চয়। আমরা তাঁহার অভিপ্রায় যেরূপ বুঝিয়াছি সেরূপ ভাবেই তাঁহার উক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছি। তিনি

জ্ঞানছাড়া কর্ম্ম এবং কর্ম্মছাড়া জ্ঞান উভয়ই অবাঞ্ছনীয় মনে করেন, কিন্তু জ্ঞানহীন কর্ম্মদ্বারাও অর্থাৎ কেবল পারিবারিক ও সামাজিক জীবন দ্বারাও মানুষের হৃদয়ের ও কর্ম্মশক্তির একটা প্রসার হয়। কর্ম্মহীন জ্ঞানদ্বারা, সন্ন্যাসদ্বারা, সে সেই প্রসার হইতে বঞ্চিত হইয়া শুষ্ক ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, ইহা বুঝিয়াই তিনি "ততো ভূয় ইব তে তমঃ" ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকিবেন। শঙ্করের ন্যায় একান্ত জ্ঞানের পক্ষপাতীর নিকট এই জাতীয় কথা অপ্রীতিকর হইবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। যাহা হউক্, এই উপনিষদের তৃতীয় বিভাগে, ১৫শ ও ১৬শ শ্রুতিতে, ঋষি তাঁহার দেবতায় বিশ্বাস অনুসারে, অথচ অদ্বৈতবাদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, সূর্য্যমণ্ডলস্থ হিরণ্ময় পুরুষের স্তব করিয়াছেন। 'ছান্দোগ্যের' দ্বিতীয়াধ্যায় ষষ্ঠ খণ্ডে পাঠক এই পুরুষের বিশেষ বিবরণ এবং 'ব্রহ্মসূত্রে'র প্রথমাধ্যায় প্রথমাংশের ২০শ ও ২১শ সূত্রে ইহার বিচার পাইবেন। ১৭শ ও ১৮শ শ্রুতিতে মৃত্যুর প্রাক্‌কালীন চিন্তা ও অগ্নিস্তব দেওয়া হইয়াছে।

কেনোপনিষদ্—সামবেদের শাখাবিশেষের প্রবর্ত্তক ঋষি তলবকার। তাঁহার নামে এই উপনিষদ্ অভিহিত। ইহার প্রথম শব্দ 'কেন' অনুসারে ইহার নামান্তর 'কেনোপনিষদ্'। 'ঈশোপনিষদ্' প্রসঙ্গে বিষয়-বিষয়ীর ভেদ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, এই উপনিষদের প্রথম খণ্ডে তাহাই কিঞ্চিৎ স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে। লোকে চক্ষুদ্বারা যাহা দেখে, শ্রোত্রদ্বারা যাহা শুনে, প্রাণ বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা যাহা আঘ্রাণ করে, বাগিন্দ্রিয়দ্বারা যাহা উচ্চারণ করে, মনদ্বারা যাহা চিন্তা-করে, কেবল তাহাকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, এবং উপাস্য দেবতাকে এই সকল বিষয়ের সদৃশ বলিয়া কল্পনা করে। কিন্তু মন ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সসীম, দেশকালে সীমাবদ্ধ, সুতরাং তাহা অনন্ত ব্রহ্মবস্তু নহে।

ঋষি বলিতেছেন, যে-বস্তু মানুষের মধ্যে থাকাতে মানুষ দেখে, শুনে, আঘ্রাণ করে, বাক্য উচ্চারণ করে, এবং এই সকল বিষয় চিন্তাকরে, সেই বস্তুই ব্রহ্ম। অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞেয়বস্তু, ব্রহ্ম নহে, জ্ঞানের বিষয়ী, যে জ্ঞাতা, সেই ব্রহ্ম। কিন্তু আমাদের জ্ঞেয় বিষয় যেমন সীমাবদ্ধ, আমাদের জ্ঞাতৃত্ব ও কি তেমনি সীমাবদ্ধ নহে,? জ্ঞেয় বিষয় জ্ঞাতার বাহির হইতে আসে এবং জ্ঞাতার বাহিরে চলিয়া যায় বলিয়া বোধ হয়। বিষয় যেমন দেশ কালে পরিচ্ছিন্ন, বিষয়ীও তেমনি দেশ-কালে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হয়। মানুষে মানুষে জ্ঞানের তারতম্য আছে, মানুষে দেবতায় আরো তারতম্য থাকিতে পারে, কিন্তু সকলের জ্ঞানই সসীম। সুতরাং নিজের জ্ঞাতৃত্ব বা দেবতার জ্ঞাতৃত্ব জানিলেই যে সম্যক্‌রূপে অনন্ত ব্রহ্মকে জানা হইল তাহা নহে। এরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের অসম্যক্‌ত্ব ঋষি দ্বিতীয় খণ্ডে দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই যে আমরা বিষয় ও বিষয়ীর, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার, ভেদ করি, সীমা করি, ইহাতেই এক অভেদ অসীম বস্তু প্রকাশিত হন। জ্ঞাতাকে ছাড়িয়া জ্ঞেয় অর্থহীন, সত্তাহীন, জ্ঞেয়কে ছাড়িয়া জ্ঞাতাও অর্থহীন, সত্তাহীন। বস্তুতঃ প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়ায় একটী অভেদ অসীম বস্তু প্রকাশিত হন, ভেদ ও সীমা তাঁহার অন্তর্গত, স্বগত, তিনি ভেদ ও সীমার অতীত। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই বিশ্ব, বিশ্বাত্মা, আমাদের আত্মার আত্মা, অন্তরাত্মা। প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়াতে বিষয়-বিষয়ী-সমন্বিত যে বস্তু প্রকাশিত হয়, তাহার বাহিরে, ভিন্ন দেশে, ভিন্ন কালে, যাহা আছে বলিয়া চিন্তাকরি, বিশ্বাস করি, তাহা এই বিশ্বাত্মার, এই অন্তরাত্মার, অন্তর্ভূত বলিয়াই ভাবিতে হয়, বিশ্বাস করিতে হয়, অন্য কোন প্রকারে ভাবা ও বিশ্বাস করা অসম্ভব। সসীম কেবল অসীমের আংশিক প্রকাশ রূপেই অর্থবান্ ও সত্তাবান্, অন্য কোন রূপে নহে। যাহাকে 'অংশ' বলি তাহা পূর্ণের সঙ্গে অচ্ছেদ্য,

পূর্ণ তাহাতে বর্ত্তমান। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের আখ্যায়িকা যে একটী রূপক তাহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র অর্থাৎ মেঘ বা বজ্রের শক্তি, এবং আমরা প্রত্যেকে যাকে নিজ স্বাধীন শক্তি বলিয়া অহংকৃত ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে মোহাচ্ছন্ন হই, সেই শক্তি বস্তুতঃ ব্রহ্মেরই শক্তি। হিমালয়সদৃশ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্থানে আসীন জ্ঞানী ধ্যানী সাধকদের চিত্তে প্রাদুর্ভূতা উমা অথাৎ জীবের রক্ষাকর্ত্রী ব্রহ্মবিদ্যার প্রসাদেই আমরা ব্রহ্মের পরিচয় পাই, এই মহাসত্য শিক্ষা দেওয়াই এই আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য। অগ্নি ও বায়ুর শক্তি ব্রহ্ম প্রত্যাহার করিলেন, তাঁহারা একটী তৃণমাত্রও দগ্ধ করিতে বা স্থানান্তরিত করিতে পারিলেন না, অথচ তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না যে তাঁহাদের শক্তি তাঁহাদের নিজায়ত্ত নহে। তাঁহাদের তাহা বুঝিবার চেষ্টা নাই, ব্রহ্ম-বিদ্যা অর্জ্জনের উপযোগী শ্রমশীলতা নাই। কিন্তু ইন্দ্রের সম্মুখ হইতে ব্রহ্ম তিরোহিত হইলেও তিনি জিজ্ঞাসু হইয়া সেই স্থানে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার জিজ্ঞাসা ও সহিষ্ণুতার ফলে 'হৈমবতী উমার' সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তিনি ব্রহ্মের পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। প্রত্যহ শত সহস্র স্থলে এরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। প্রতি রাত্রিতে সুষুপ্তির অবস্থায় আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও শক্তি প্রত্যাহৃত, লুক্কায়িত, হইয়া যায়। কোথায় যায়, কোথা হইতে ফিরিয়া আসে, কত অল্প লোক তাহার অনুসন্ধান করে? যাঁহারা করেন তাঁহারা নিজ আত্মাতে পরমাত্মার, অন্তরাত্মার, সাক্ষাৎ দর্শন পান।

কঠোপনিষদ্—ইহা কৃষ্ণ যজুর্বেদের 'কঠ' শাখার অন্তর্গত। ইহা একটি অপূর্ব্ব দীর্ঘ রূপক। বাজশ্রবস বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞের ফল লাভের ইচ্ছা তাঁহার অবশ্যই ছিল। কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা, যে আস্তিক্যবুদ্ধি, থাকা আবশ্যক, তাঁহাতে তাহার

অভাব ছিল। তাহা বোঝা গেল যখন তিনি যজ্ঞের ঋত্বিকদিগকে এমন গো দান করিতে লাগিলেন যাহারা—

'পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ'।

ইহা দেখিয়া তাঁহার অল্পবয়স্ক সাধুচিত্ত পুত্র নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হইল। নিজেকে পিতার সম্পত্তি ও দানের উপযুক্ত বস্তু মনে করিয়া, পিতার মঙ্গলার্থে তিনি নিজেকে দিতে চাহিলেন। 'কস্মৈ মান্দাস্যসি ?' তিন বার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন 'মৃত্যবে ত্বা দদামি'। সুস্থ গোদানে যাহার অনিচ্ছা, উপযুক্ত পুত্রকে সে কিরূপে দিবে ? কিন্তু নচিকেতা পিতাকে তাঁহার নিজের প্রতিজ্ঞাপালনে একান্ত অনুরোধ করিয়া যমালয়ে প্রেরিত হইলেন। সেখানে যমের অনুপস্থিতিবশতঃ তিন দিন অনভ্যর্থিত থাকিয়া যমের প্রত্যাগমনে তাঁহার নিকট তিনটী বরের প্রতিশ্রুতি পাইলেন। নচিকেতার প্রার্থিত প্রথম দুই বর, (১) পিতার ক্ষমালাভ, (২) যজ্ঞের অগ্নিচয়নের প্রণালী, তিনি সহজেই পাইলেন। তৃতীয় বর, আত্মার স্বরূপ-জ্ঞান, চাওয়াতে মৃত্যু নানা আপত্তি উত্থাপন করিলেন। বরপ্রার্থী এই বরলাভের উপযুক্ত কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে তিনি অনেক প্রলোভন দেখাইলেন এবং এই বরের স্থানে অন্য বর চাহিতে বলিলেন। নচিকেতা যদি কেবল সাময়িক কৌতুহল বশতঃ এত বড় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, ক্ষুদ্র সসীম বাহ্য বস্তুতে যদি তিনি তৃপ্ত থাকিতেন, তবে এই সকল প্রলোভনে তিনি ভুলিয়া যাইতেন, যেমন সংসারে অনেক লোকই ভুলিয়া যায়। কঠিন প্রশ্ন করিয়াও সেই প্রশ্নের উত্তর বুঝিবার ও অনুসরণ করিবার শক্তি ও সহিষ্ণুতা অনেকেরই নাই। কিন্তু নচিকেতা ভুলিলেন না। বিশেষতঃ দেবলোকে যাইয়া, যমরাজের ন্যায় উপযুক্ত গুরু লাভ করিয়া, ক্ষুদ্র বস্তু লইয়া ফিরিয়া

আসা তাঁহার কাছে বড়ই অবিবেচনার কাজ বলিয়া বোধ হইল। তিনি দৃঢ়রূপে বলিলেন এই বরের বদলে আর কোন বর তিনি চান না। কাজেই যম তাঁহাকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিলেন। রূপকটার ভাব এই যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে মানুষ যে যজ্ঞ বা ঈশ্বরোপাসনাদি করে, তাহা যদি কেবল সামাজিক আচার রূপে না করিয়া শ্রদ্ধার সহিত করে, তবে তাহাতে তাহার চিত্তশুদ্ধি ও হৃদয়ে ভক্তি সঞ্চারিত হওয়াতে সে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একটা সুযোগ নিজের মৃত্যু বা আপন লোকের মৃত্যুর সম্মুখীন্ হওয়া। এরূপ স্থলে মৃত্যুই অমৃতত্বের শিক্ষা দেয়। রূপকের 'নচিকেতা'র অর্থ যজ্ঞাগ্নি, অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য দেবপূজা, যাহা প্রাচীন কালে এদেশে জ্ঞান লাভের প্রাক্‌কালীন অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মরূপে প্রচলিত ছিল। এখন তাহার আকার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যাহা হউক্ কর্ম্মপ্রধান ধর্ম্ম যে আকারই ধারণ করুক, তাহা শ্রদ্ধা ও ভক্তিসমন্বিত হইলে সাক্ষাৎ জ্ঞানমূলক ধর্ম্মের দিকে লইয়া যায় এবং মৃত্যু বা অন্য গুরুর সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনায় পরিণত হয়। কঠোপনিষদে এই ব্রহ্মজ্ঞান যে প্রণালীতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাতে কতিপয় ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছু নাই। এই ইঙ্গিতগুলির মধ্যে প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয়া বল্লীতে ১৮শ শ্রুতি একটী প্রধান। 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ' 'জ্ঞানবান্ আত্মার জন্ম নাই, মরণ নাই'; এই বাক্যটী বোঝার উপর ব্রহ্মজ্ঞান নির্ভর করে। আত্মাতেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রকাশ। এই প্রকাশ না দেখিলে ঈশ্বরাস্তিত্বের অন্য যত প্রমাণ আলোচনা করা যাক্ তাহাতে নিঃসংশয় বিশ্বাস জন্মে না, এবং জন্মিলেও সেই বিশ্বাস সাক্ষাৎ অনুভূতিতে পরিণত হয় না। আত্মার সঙ্গে কালের সম্বন্ধ বিচার করিলে দেখা যায় আত্মা কালপ্রবাহের অতীত; সুতরাং তাহার উৎপত্তিও নাই,

বিনাশও নাই। কালে তাহার আবির্ভাব আছে, তিরোভাবও আছে, কিন্তু তাহার পক্ষে জন্ম মরণ অর্থহীন। আত্মা যেমন কালপ্রবাহের অতীত, তেমনি দেশবিভাগেরও অতীত। দেশ ও দেশের বিভাগ অবিভক্ত আত্মার আশ্রিত; আত্মা অনন্ত. অখণ্ড। দেশস্থিত সমস্ত বস্তুই আত্মার আশ্রিত, সমস্তই অরূপের রূপ।

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি"। (৫। ১২)

এই জাতীয় শ্রুতিতে কঠোপনিষদ্ পরিপূর্ণ, কিন্তু আত্মার সহিত দেশের সম্বন্ধ জ্ঞানবিশ্লেষণদ্বারা না বুঝিলে এই সত্যের স্পষ্ট ধারণা হয় না। এই বিষয়ে এই ভূমিকায় ইতিপূর্ব্বে কতক বলা হইয়াছে; পরে যথাস্থানে আরো বলা হইবে। আত্মার মূল একত্ব ও অখণ্ডত্ব এবং অবান্তর ভেদ বোঝাই ঔপনিষদ্ ব্রহ্মবাদ বোঝার মূল কথা।

প্রশ্নোপনিষদ্—এই উপনিষদে অনেক অবান্তর বিষয় আছে, বিশেষতঃ কতিপয় পারিভাষিক শব্দ আছে, যেসকল বোঝা কঠিন, কিন্তু না বুঝিলে বিশেষ ক্ষতি আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইহার দুটী স্থান বিশেষরূপে বিবেচ্য। চতুর্থ প্রশ্নে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে যে সুষুপ্তিতে জীবাত্মা তাহার সমস্ত জ্ঞান লইয়া পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইহার প্রমাণ এই ভূমিকায় ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব, বিষয়ী ও বিষয়, পরস্পরসাপেক্ষ। জ্ঞাতৃছাড়া জ্ঞেয় থাকে, জ্ঞেয়ছাড়া জ্ঞাতৃ থাকে, ইহা অর্থহীন। সুতরাং সুষুপ্তিতে, যে অবস্থায় সসীম জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ব্যক্তভাব নাই, তাহাতে যদি ইহারা অনিদ্র অসীম পরমাত্মাতে না থাকিত, তবে জাগ্রতে ইহাদের পুনঃ প্রকাশ অসম্ভব হইত। সুতরাং ঋষি পিপ্পলাদ এস্থলে একটী খুব পাকা কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার

ষষ্ঠাধ্যায়ের লয়বাদ গ্রহণযোগ্য বোধ হয় না। উপনিষদের এক শ্রেণীর ঋষি যে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন তাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে এবং পরে তাহা বিশেষরূপে দেখান হইবে। এস্থলে সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে যখন সুষুপ্তির অন্তে সসীম আত্মা ও তাহার ব্যক্তিগত সসীম জ্ঞান পুনঃ প্রকাশিত হয়, তখন ইহাই প্রমাণ হয় যে জীবাত্মার 'কলা' অর্থাৎ ভেদ কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না, পরমাত্মাতে তাহা নিত্য রূপে বর্ত্তমান থাকে।

মুণ্ডকোপনিষদ্—'মুণ্ডক' অর্থ ক্ষুর। যেমন ক্ষুর নিঃশেষ রূপে কেশ ছেদন করে, তেমনি এই উপনিষদ্ নিঃশেষরূপে অবিদ্যা দূর করে, এই অর্থে ইহার নাম 'মুণ্ডক'। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার অনুমান করেন এই উপনিষদ্ অদ্বৈতবাদী কোন বৌদ্ধ শ্রমণের রচিত, তাহাতেই ইহার নাম 'মুণ্ডক' অর্থাৎ 'মুণ্ডিত-মস্তক', 'নেড়া'— বৌদ্ধশ্রমণের অবজ্ঞাসূচক নাম। এই অনুমানের যথেষ্ট প্রমাণ নাই। ইহাতে বৌদ্ধ-মতের অনুরূপ লয়বাদ আছে বটে, কিন্তু তাহা অন্যান্য উপনিষদেও আছে, তাহা এক শ্রেণীর উপনিষদ্ ঋষির গৃহীত মত। যাহা হউক, উপনিষদ্ খানা উৎকৃষ্ট ও শ্রুতিমধুর শ্লোকে পরিপূর্ণ। আমাদের সূচীর সাহায্যে ইহা পড়িলে ইহাতে উপদিষ্ট সত্যগুলি সহজেই বোঝা যাইবে, বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না। ২।১ টা কথা বিশেষ ভাবে বলা যাইতে পারে। প্রথমেই আছে ব্রহ্মার কথা। বেদান্তের ব্রহ্মা পুরাণের চতুর্ম্মুখ বিগ্রহবান্ ব্রহ্মা নহেন। দেশাতীত কালাতীত পরব্রহ্মের দেশে কালে প্রকাশকে উপনিষদ্ 'ব্রহ্মা', 'অপরব্রহ্ম', 'কার্য্যব্রহ্ম', 'হিরণ্যগর্ভ' প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন। দেশ কাল ও দেশ-কালস্থিত অসংখ্য গুণ বা বিজ্ঞান অব্যক্ত ভাবে পরব্রহ্মে বর্ত্তমান, এই

অর্থে পরব্রহ্ম নির্গুণ। তিনি দেশে কালে অসংখ্য বিজ্ঞান-সমন্বিত রূপে ব্যক্ত, এই অর্থে তিনি সগুণ; এই অর্থেই তিনি ব্রহ্মা,—'বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা'।

আর একটী কথা পন্থাদ্বয় ও গতিদ্বয়। এই বিষয় মুণ্ডকে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, বৃহত্তর গদ্য উপনিষদ্‌গুলিতে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কথাটা এই যে যাহারা কেবল কর্ম্মকাণ্ডের ধর্ম্ম লইয়াই জীবন যাপন করে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করে না, তাহারা দেহান্তে 'পিতৃযাণ' পথে পিতৃলোক বা দেবলোকে যায় এবং পুণ্যফল ক্ষয় হইলে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলানুসারে উচ্চ বা নীচ যোনিতে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে। যাহারা ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা সাধন করেন তাঁহারা 'দেবযান' পথে ব্রহ্মলোকে যান। সেই লোক পরব্রহ্মলোক কি অপরব্রহ্মলোক এই বিষয়ে মতভেদ আছে। যাঁহারা বলেন তাহা পরব্রহ্মলোক, তাঁহাদের মতে সেই লোকে চিরবাস অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা আর কিছু নাই। যাঁহারা বলেন সেই লোক অপরব্রহ্মলোক, তাঁহাদের মতে 'পরান্তকালে' অর্থাৎ কল্পান্তে অপরব্রহ্মের সঙ্গে তল্লোকবাসী জীবগণ পরব্রহ্মে লীন হন। প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রশ্ন এবং তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ড পড়িলে পাঠক দেখিবেন 'প্রশ্ন' ও 'মুণ্ডক' এই বিষয়ে একমত। অন্য মত 'কৌষীতকি' ও 'ছান্দোগ্যে' পাইবেন। আমাদের "শাস্ত্রীয় ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধনের" বিংশাধ্যায়ে পন্থাদ্বয় ও গতিদ্বয়ের বিস্তৃত আলোচনা আছে।

মাণ্ডূক্য উপনিষদ্‌—মাণ্ডূক্য ঋষির নামে এই উপনিষদ্ পরিচিত। ইহাতে আত্মার চারিটী অবস্থা,—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও চতুর্থ বা 'তুরীয়'—বর্ণিত হইয়াছে এবং ওঁকারের অ, উ, ম এই তিন মাত্রা এবং অমাত্র একীভূত ওঁকারের সহিত ইহাদের তুলনা করা

হইয়াছে। এই উপনিষদ্ অতি সংক্ষিপ্ত হইলেও বৈদান্তিক সাহিত্যে ইহার স্থান উচ্চ। আচার্য্য গৌড়পাদ ইহা ব্যাখ্যা করিয়া একটী কারিকা লিখিয়াছেন। তদনুশিষ্য শঙ্কর উপনিষদের সঙ্গে এই কারিকারও ভাষ্য লিখিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীতে এই উপনিষদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ বুঝিবার পক্ষে এই সকল লেখা বিশেষ সহায়। ইতিপূর্ব্বে এই ভূমিকায়, বিশেষতঃ 'কেনোপনিষদ্' ব্যাখ্যায়, যাহা বলা হইয়াছে, তার পরে এই উপনিষদ্ ব্যাখ্যান আর অধিক কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না। সংক্ষেপে কিছু বলিব। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, আত্মার এই তিন অবস্থা কোন্ আত্মার অবস্থা? পরমাত্মার না জীবাত্মার? "সর্ব্বং হি এতদ্ ব্রহ্ম", সুতরাং পরমাত্মার বাহিরে কিছুই নাই, তাঁহার জ্ঞানে আবির্ভাব, তিরোভাব, আসা-যাওয়া, নাই; তাঁহার জ্ঞান অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় ক্রমাগত জ্ঞানের আবির্ভাব-তিরোভাব হয়, স্মৃতি-বিস্মৃতির পরিবর্ত্তন হয়। যাঁহার ভিতরে সমস্ত আছে তাঁহার পক্ষে এরূপ হওয়া অসম্ভব, অর্থহীন। কেবল সসীম জীবাত্মার পক্ষেই এই সকল ঘটনা সম্ভব। সুতরাং ব্রহ্মের আশ্রয়ে সসীম জীবাত্মার অস্তিত্ব নিঃসন্দিগ্ধ। অসীমের ভিতরে সসীমের স্থান কিরূপে হয় তা বুঝিতে পারি না, বুঝাইতে পারি না, বলিয়া সসীমকে অসৎ, মিথ্যা, বা ব্যাবহারিক বলা অত্যন্ত অযৌক্তিক। বুঝিতে পারি নাই বা কেমন করিয়া বলি? সসীম-অসীম পরস্পরে আপেক্ষিক শব্দ। অসীমছাড়া সসীম যেমন অর্থহীন, সসীমছাড়া অসীমও তেমনি অর্থহীন। যাহা হউক, জাগ্রৎ অপেক্ষা স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সসীম জীবাত্মার প্রকৃত অস্তিত্বের আরো স্পষ্টতর প্রমাণ। স্বপ্নে যে বহির্জ্জগৎ একেবারে অজ্ঞাত হইয়া যায় ইহা উপনিষৎকারই স্বীকার

করিতেছেন। সুষুপ্তিতে 'বহিঃপ্রজ্ঞা', 'অন্তঃপ্রজ্ঞা', উভয়ই লুপ্ত হইয়া যায়। কাহার পক্ষে লুপ্ত হয়? সসীম জীবাত্মার অস্তিত্ব না থাকিলে এই লোপ অসম্ভব, অর্থহীন। এই লোপকে মাণ্ডুক্যকার 'একীভূত', 'প্রজ্ঞানঘন' বলিতেছেন। তাহা কিরূপে সম্ভব? যেখানে প্রজ্ঞা নাই সেখানে 'প্রজ্ঞানঘন'ও নাই। ছান্দোগ্যে (৮।১১।১২) ইন্দ্রবাক্যে, আমাদের আপত্তি সমর্থিত হইয়াছে। এরূপ শূন্যময় অবস্থাকে মাণ্ডুক্য 'সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী' কিরূপে বলিতেছেন? তার পরে তিনি চতুর্থ অবস্থার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা তো প্রায় সমস্তই অভাবাত্মক। এত অভাবাত্মক বর্ণনার পর 'একাত্মপ্রত্যয়-সার', 'শিব', 'বিজ্ঞেয়' এই সমস্ত বিশেষণই অর্থহীন। বস্তুতঃ চতুর্থ অবস্থা যাহা,—অসীমের অবস্থা, অসীমের স্বরূপ,—তাহাতে কোন অভাব কল্পিত হইতে পারে না, তাহাতে দেশ, কাল, গুণ, বিজ্ঞান, ব্যক্তিত্ব, সমস্তই নিঃশেষরূপে আছে, এই সিদ্ধান্তই সমীচীন। দেবর্ষি প্রজাপতি, ইন্দ্র ও সনৎকুমার, এবং রাজর্ষি প্রবাহণ ও চিত্র তাহাই বলিয়াছেন। এই বিশিষ্টাদ্বৈত, অর্থাৎ বিশেষযুক্ত অদ্বৈত, বহু-সমন্বিত এক, অসংখ্য ভেদ যাহার অন্তর্ভূত এমন অভেদ, এই মতই বিশুদ্ধ যুক্তিসম্মত মত বলিয়া বোধ হয়। কার্য্যতঃ এই মতই জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, সর্ব্ববিধ সাধনের দৃঢ় ও নিরাপদ ভিত্তি। নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের উপর কোনও সাধনই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

টীকাকৃতো মঙ্গলাচরণম্

পরাত্মানং নমস্কৃত্য চিদানন্দং পরাৎপরম্।
ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতৃন্ নমাম্যহম্॥
ভাষ্যসিন্ধুং বিমথ্যৈব শঙ্করস্য মহাত্মনঃ।
উদ্ধৃতা বহুলায়াসাদ্ বিন্দুমাত্রামৃতোপমা॥
দণ্ডান্বয-সমাযুক্তা সরলা চ সুবোধিনী।
টীকা প্রচাষ্যতে লঘ্বী 'শঙ্করকৃপা'-নামিকা॥
মতভেদ-সমাকীর্ণং ত্যক্ত্বা সর্ব্বং বিচারণম্।
শব্দবাক্যার্থমাত্রাদ্ধি লভ্যা ব্যাখ্যা ইহোদ্ধৃতা॥
ভাষ্যকারেণ চানুক্তা বহ্বর্থা অত্র কীর্ত্তিতাঃ।
তস্মাদ্ যত্র মতানৈক্যং তচ্চ প্রায়ঃ প্রদর্শিতম্

অনুবাদ—চিদানন্দ পরাৎপর পরমাত্মাকে প্রণাম করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতাদিগকে নমস্কার করি। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যসিন্ধু মন্থনপূর্ব্বক বহু আয়াসে অমৃততুল্য এক বিন্দু উদ্ধার করিয়া দণ্ডান্বয়যুক্তা, সরলা, সহজবোধ্যা ও সংক্ষিপ্তা 'শঙ্করকৃপা'-নাম্নী একটী টীকা রচনা ও প্রকাশ করিলাম। উপনিষদের শব্দ ও বাক্যের অর্থ আলোচনা

করিলে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, এই টীকায় কেবল তাহাই উদ্ধৃত হইয়াছে, মতভেদ-সমাকীর্ণ সমুদায় বিচার পরিত্যক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার যে সকল শব্দ ও বাক্যের অর্থ দেন নাই এমন অনেক শব্দও বাক্যের অর্থও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। যে যে স্থলে ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার মতের অনৈক্য তাহাও প্রায়ই প্রদর্শিত হইল।

পঞ্চম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই সংস্করণে টীকা ও বঙ্গানুবাদ স্থানে স্থানে সংশোধিত হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে উপনিষদের স্থান, উপনিষদের শ্রেণীবিভাগ এবং প্রত্যেক উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বব্যাখ্যা-সম্বলিত একটী দীর্ঘভূমিকা এই সংস্করণে দেওয়া হইল। আশা করি ইহাতে উপনিষদ্ অধ্যয়ন পূর্ব্বাপেক্ষা সুগমতর হইবে।

২১০।৩।২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা, ২৭শে পৌষ, ১৩৭৩। } সম্পাদক

স্বর্গীয়া শ্রীমতী দেবী নগেন্দ্রবালার উদ্দেশে

গ্রন্থোৎসর্গ

যিনি অনন্ত-জীবন পথে পান্থনিবাস-রূপ আমার গৃহে আমার পত্নীরূপে কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন,

যিনি গার্হস্থ্য জীবনের সমুদায় কর্ত্তব্য বিশ্বস্তরূপে সম্পাদন করিয়া বিধাতার আহ্বানে উচ্চতর লোকে গমন করিয়াছেন,

যিনি ইহ-জীবনেই উপনিষৎ-প্রতিপাদিত আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মযোগের মধুর আস্বাদন অনুভব করিয়াছিলেন,

যিনি সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞা হইয়াও সংস্কৃত শ্লোকের রসাস্বাদনে সমর্থা ছিলেন,

'কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ' প্রভৃতি বচনগুলি যাঁহার অতীব প্রিয় ছিল,

যিনি অদ্য এখানে বর্ত্তমান থাকিলে এই পুস্তকের প্রচারে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন,

যাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই টীকা ও অনুবাদ রচিত হইয়াছে, তাঁহারই পবিত্র নামে এই গ্রন্থদ্বয় ভক্তিভাবে উৎসর্গীকৃত হইল।

অনুক্রমণিকা

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্রুতি-সংখ্যা
ব্রহ্ম চিরজাগ্রত ও সর্ব্বলোকাশ্রয়	...	...	৮
ব্রহ্ম বিশ্বরূপী ও বিশ্বাতীত	...	...	৯—১১
ব্রহ্মদর্শন সুখ ও শান্তির নিদান	...	...	১২,১৩
ব্রহ্ম জ্যোতির জ্যোতি	...	...	১৪,১৫
দ্বিতীয়ধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী	...	৭৬—৮৩	
সংসাররূপ অশ্বত্থ ও তৎকারণ	...	...	১
ব্রহ্ম উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ানক	..	...	২,৩
ব্রহ্মজ্ঞানাভাবে পুনর্জ্জন্ম	...	..	৪
ব্রহ্মজ্ঞানের তারতম্য	...	...	৫,৬
ব্রহ্মজ্ঞান অমৃতত্বের হেতু	...	...	৭—৯
যোগসাধন	...	...	১০,১১
অস্তীতি ও তত্ত্বভাব	...	...	১২,১৩
কামনামুক্তি ও ব্রহ্মলাভ	...	.	১৪—১৬
উপসংহার	...	...	১৭,১৮
প্রশ্নোপনিষদ্	..	৮০—১১৫	
প্রথম প্রশ্ন	...	৮৪—৯১	
ঋষি পিপ্পলাদ ও তাঁহার ছয় শিষ্য	...	...	১—৩
প্রাণ ও রয়ি	...	...	৪—৮
দ্বিতীয় প্রশ্ন	...	৯২—৯৭	
ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়ক উপাখ্যান		...	১—৪
প্রাণস্তুতি	...	...	৫—১৩
তৃতীয় প্রশ্ন	..	৯৮—১০৩	
প্রাণের পঞ্চ বিভাগ	...	...	১—১২

বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ

বা

ঈশোপনিষৎ

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥ ১ ॥
কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২ ॥

'জগত্যাম্' ব্রহ্মাণ্ডে 'যৎ কিঞ্চ' যৎ কিঞ্চিৎ 'জগৎ' চলৎ প্রপঞ্চভূতম্ অস্তি, 'ইদং সর্ব্বম্' 'ঈশা' ঈশ্বরেণ 'বাস্যম্' আচ্ছাদনীয়ম্,—সর্ব্বম্ ব্রহ্মময়ম্ ইতি জ্ঞাত্বা বিষয়বুদ্ধিঃ ত্যাজ্যা ইতি ভাবঃ। 'তেন ত্যক্তেন' বিষয়বুদ্ধি-ত্যাগেন [পরমাত্মানম্] 'ভুঞ্জীথাঃ'; কিঞ্চ 'তেন' ঈশ্বরেণ 'ত্যক্তেন' বিসৃষ্টেন, প্রদত্তেন বিষয়েণ 'ভুঞ্জীথাঃ' ভোগং নির্ব্বহেথাঃ। 'কস্যস্বিৎ' কস্যচিৎ 'ধনম্ মা গৃধঃ' ধনাকাঙ্ক্ষাম্ মাকার্ষী ॥ ১ ॥

[নরঃ] 'কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ এব' 'শতম্' শতসংখ্যকাঃ 'সমাঃ' সংবৎসরান্ 'ইহ' অত্র লোকে 'জিজীবিষেৎ' জীবিতুম্ ইচ্ছেৎ। 'এবম্' এবম্প্রকারেণ

১। জগতে যাহা কিছু প্রপঞ্চভূত চঞ্চল বিষয় আছে, সেই সমুদায়কে ঈশ্বরদ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে, অর্থাৎ সমস্তই ঈশ্বরময় এরূপ জানিয়া বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে। সেই ত্যাগদ্বারা অর্থাৎ বিষয়-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাকে সম্ভোগ কর; অথবা, ঈশ্বরপ্রদত্ত বিষয়-দ্বারা ভোগনির্ব্বাহ কর, কাহারো ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না।

২। মনুষ্য কর্ম্ম করিয়াই ইহ লোকে শত বৎসর জীবিত থাকিতে

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ৩ ॥
অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥৪॥

জিজীবিষতি 'ত্বয়ি নরে' 'কর্ম্ম ন লিপ্যতে' অশুভকর্ম্মণা ত্বং ন লিপ্যসে, ইত্যর্থঃ; 'ইতঃ' এতস্মাৎ প্রকারাৎ 'ন অন্যথা' ন প্রকারান্তরম্ 'অস্তি' ॥২॥

'অসূর্য্যাঃ' সূর্য্যবিহীনাঃ, জ্যোতির্বিহীনাঃ, অসুর্য্যাঃ ইতি পাঠে, অসুরাবাসভূতাঃ, 'নাম' প্রসিদ্ধাঃ 'অন্ধেন' অদর্শনাত্মকেন 'তমসা' অজ্ঞানেন 'আবৃতাঃ তে লোকাঃ' [সন্তি।] 'যে কে চ' 'আত্মহনঃ জনাঃ' অবিদ্বাংসঃ আত্মানম্ ঘ্নন্তি হিংসন্তি,—অবিদ্যাদোষেণ বিদ্যমানম্ আত্মানম্ তিরস্কুর্ব্বন্তি ইতি,—'তে' 'প্রেত্য' ইমং দেহং ত্যক্ত্বা 'তান্' [লোকান্] 'অভিগচ্ছন্তি' ॥ ৩ ॥

[ব্রহ্ম] 'একং' [তথা] 'অনেজৎ' অচলং [অপি] 'মনসঃ' 'জবীয়ঃ' বেগবত্তরম্,—মনসা অপ্রাপ্যম্, 'দেবাঃ' চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি 'পূর্ব্বমর্ষৎ' পূর্ব্বম্ এব গতম্ 'এনৎ' এতৎ 'ন আপ্নুবন্' ন প্রাপ্তবন্তঃ। 'তৎ' 'তিষ্ঠৎ'

ইচ্ছা করিবে। হে মনুষ্য, এরূপ করিলে তোমাতে কর্ম্ম লিপ্ত হইবে না (অর্থাৎ তুমি অশুভ কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না); ইহা ব্যতীত অন্য পথ নাই।

৩। আলোকবিহীন (বা অসুরাবাসভূত) অজ্ঞানরূপ অন্ধকারাবৃত লোকসমূহ আছে। যাহারা আত্মঘাতী, অর্থাৎ যাহারা অবিদ্যাবশতঃ আত্মাকে অস্বীকার করে, তাহারা এই দেহান্তে সেই সমুদায় লোকে গমন করে।

৪। ব্রহ্ম এক এবং অচল হইলেও মন হইতে বেগবান্; তিনি

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্ দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ৫ ॥
যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬ ॥

[স্থিতম্ অপি] 'ধাবতঃ' দ্রুতম্ গচ্ছতঃ 'অন্যান্' মনঃ-বাগিন্দ্রিয়-প্রভৃতীন্ 'অত্যেতি' অতীত্য গচ্ছতি ইব ; 'তস্মিন্' পরমাত্মনি সতি 'মাতরিশ্বা' মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বসতি গচ্ছতি ইতি বায়ুঃ 'অপঃ' প্রাণিনাম্ চেষ্টালক্ষণানি কর্ম্মাণি 'দধাতি' বিভজতি, ধারয়তি বা ॥ ৪ ॥

'তৎ' ব্রহ্ম 'এজতি' চলতি 'তৎ ন এজতি'। 'তৎ দূরে তৎ' 'উ' অপি 'অন্তিকে' সমীপে। 'তৎ' 'অস্য সর্ব্বস্য' জগতঃ 'অন্তঃ' অভ্যন্তরে, 'তৎ উ অস্য সর্ব্বস্য বাহ্যতঃ' [অস্তি] ॥ ৫ ॥

'যঃ তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মনি এব অনুপশ্যতি, সর্ব্বভূতেষু চ আত্মানম্' [অনুপশ্যতি সঃ] 'ততঃ' তস্মাৎ এব দর্শনাৎ [কঞ্চিদপি] 'ন বিজুগুপ্সতে' কস্যাপি ঘৃণাং ন করোতি ॥ ৬ ॥

অগ্রগামী, ইন্দ্রিয় সকল তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না, তিনি স্থির থাকিয়াও মন ও বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি দ্রুতগামী অন্য সকলকে অতিক্রম করিয়া যান, তিনি থাকাতেই বায়ু প্রাণীদিগের দেহ-চেষ্টাসকল বিধান করিতেছে।

৫। তিনি চলেন, তিনি চলেন না, তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন। তিনি এই সমুদায়ের অন্তরে আছেন, তিনি এই সমুদায়ের বাহিরেও আছেন।

৬। যিনি আত্মাতে সমুদায় বস্তু দেখেন, এবং সমুদায় বস্তুতে আত্মাকে দেখেন, তিনি সেই কারণে কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭ ॥
স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮ ॥

'যস্মিন্' [কালে] 'বিজানতঃ' জ্ঞানিনঃ 'আত্মা এব সর্ব্বাণি ভূতানি অভূৎ' তস্য একাত্মপ্রত্যয়ঃ প্রকাশতে, ইতি ভাবঃ, 'তত্র' তস্মিন্ কালে [এবং] 'একত্বম অনুপশ্যতঃ' একত্বদর্শনশীলস্য 'কঃ মোহঃ কঃ এবং শোকঃ [বর্ত্ততে ?] ॥ ৭ ॥

'সঃ' পরমাত্মা 'পরি' সমন্তাৎ 'অগাৎ' গতবান্—সর্ব্বব্যাপী ইত্যর্থঃ, 'শুক্রম্' জ্যোতির্ম্ময়ং, 'অকায়ম, অশরীরম্ 'অব্রণম্' অক্ষতম্, অস্নাবিরং স্নাবাঃ শিরাঃ যস্মিন্ ন বিদ্যন্তে, 'শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্' পাপবর্জ্জিতম্ [সঃ] 'কবিঃ' সর্ব্বদৃক্, 'মনীষী' মনসঃ ঈশিতা নিয়ন্তা, 'পরিভূঃ' সর্ব্বেষাম্ উপর্য্যুপরি ভবতি ইতি, 'স্বয়ম্ভূঃ'। [সঃ] 'যাথাতথ্যতঃ যথাভূতকর্ম্ম-সাধনতঃ 'শাশ্বতীভ্যঃ' নিত্যাভ্যঃ 'সমাভ্যঃ' সংবৎসরাখ্যেভ্যঃ প্রজাপতিভ্যঃ, সর্ব্বস্মিন কালে ইত্যর্থ, 'অর্থান্' পদার্থান্ 'ব্যদধাৎ' বিহিতবান্ ॥ ৮ ॥

৭। যখন জ্ঞানীর আত্মাই সমুদায় ভূত হয় (অর্থাৎ তাঁহার একাত্মপ্রত্যয় জন্মে, তখন এরূপ একত্বদর্শী ব্যক্তির মোহ ও শোকের সম্ভাবনা থাকে না।

৮। তিনি সর্ব্বব্যাপী, জ্যোতির্ম্ময়, অশরীরী, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বয়ম্ভূঃ, তিনি নিত্য সংবৎসরনামক প্রজাপতিদিগের হস্তে—অর্থাৎ সর্ব্ব-

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ ৯ ॥
অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০॥
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥১১॥

'যে অবিদ্যাম্' বিদ্যায়াঃ অন্যা অবিদ্যা, তাম্, কর্ম্মমাত্রম্ ইত্যর্থঃ, 'উপাসতে' তৎপরাঃ সন্তঃ অনুতিষ্ঠন্তি, [তে] 'অন্ধং' অদর্শনাত্মকং 'তমঃ' অজ্ঞানরূপং 'প্রবিশন্তি'। 'যে উ বিদ্যায়াং রতাঃ, তে' 'ততঃ' তস্মাৎ 'ভূয়ঃ ইব' বহুতরমেব [তমঃ প্রবিশন্তি] ॥ ৯ ॥

'বিদ্যয়া অন্যৎ পৃথক্ এব ফলম্' [ইতি পণ্ডিতাঃ] 'আহুঃ' বদন্তি, 'অবিদ্যয়া' কর্ম্মণা 'অন্যৎ এব' [ফলম্ ইত্যাদি]। 'যে' 'নঃ' অস্মভ্যম্ 'তৎ' কর্ম্ম চ জ্ঞানঞ্চ 'বিচচক্ষিরে' ব্যাখ্যাতবন্তঃ [তেষাং] 'ধীরাণাং' ধীমতাং [বচনম্] 'ইতি' এবং [বয়ং] 'শুশ্রুমঃ' শ্রুতবন্তঃ ॥ ১০ ॥

'যঃ' বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ তৎ উভয়ং' 'সহ' একেনৈব পুরুষেণ উভয়ম্

কালে—প্রাণীদিগের ভোগের জন্য যথোপযুক্ত বস্তুসকল বিধান করিতেছেন।

৯। যাহারা অবিদ্যার অর্থাৎ কেবল কর্ম্মের অনুসরণ করে, তাহারা অজ্ঞানরূপ গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর যাহারা কেবল জ্ঞানে রত, তাহারা তদপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে।

১০। জ্ঞানীরা জ্ঞান ও কর্ম্মের পৃথক্ পৃথক্ ফল কহিয়াছেন। যাহারা আমাদিগের নিকট ইহা অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই জ্ঞানীদিগের মুখ হইতে আমরা এরূপ শুনিয়াছি।

১১। যিনি জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়কে একত্র অর্থাৎ একই পুরুষের অনু-

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥১২॥
অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩ ॥

অনুষ্ঠেয়ম্ ইতি 'বেদ' জানাতি, [সঃ] 'অবিদ্যয়া' কর্ম্মণা 'মৃত্যু' স্বাভাবিকং কর্ম্ম জ্ঞানঞ্চ 'তীর্ত্বা' অতিক্রম্য 'বিদ্যযা' 'অমৃতম্' অমৃতত্বম্ 'অশ্নুতে, প্রাপ্নোতি ॥ ১১ ॥

'যে' 'অসম্ভূতিম্' অকারণাত্মিকাম্ প্রকৃতিম্ 'উপাসতে', [তে] 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি'। 'যে উ' সম্ভূত্যাং' কারণাত্মকে ব্রহ্মণি 'রতাঃ, তে ততঃ ভূয়ঃ ইব তমঃ [প্রবিশন্তি] ॥ ১২ ॥

'সম্ভবাৎ' কারণাত্মকব্রহ্মোপাসনাৎ 'অন্যৎ' পৃথক্ 'এব' [ফলম্ উৎপদ্যতে ইতি পণ্ডিতাঃ] 'আহুঃ' বদন্তি, 'অসম্ভবাৎ' প্রকৃতেঃ উপাসনাৎ 'অন্যৎ' পৃথক ফলম্ 'আহুঃ'। স্পষ্টমন্যৎ দশমশ্লোকবৎ ॥ ১৩ ॥

ষ্ঠেয় বলিয়া জানেন, তিনি কর্ম্মদ্বারা মৃত্যু (অর্থাৎ প্রাকৃত জীবন) হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞানদ্বারা অমৃতত্ব (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জীবন) লাভ করেন।

১২। যাহারা কেবল অসম্ভূতি অর্থাৎ প্রকৃতির উপাসনা করে, তাহারা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর যাহারা কেবল সম্ভূতি অর্থাৎ কারণাত্মক ব্রহ্মে অনুরক্ত, তাহারা তদপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে।

১৩। জ্ঞানীরা সম্ভূতি ও অসম্ভূতির উপাসনার পৃথক্ পৃথক্ ফল কহিয়াছেন। যাঁহারা আমাদিগের নিকট ইহা অর্থাৎ এই উভয়বিধ উপাসনাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই জ্ঞানীদিগের মুখ হইতে আমরা এরূপ শুনিয়াছি।

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥১৪॥
হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫ ॥
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ১৬ ॥

'যঃ সম্ভূতিং চ' 'বিনাশং' প্রকৃতিং 'চ, তৎ' 'উভয়ং' 'সহ' একেনৈব পুরুষেণ উভয়ম্ অনুসরণীযম্ ইতি 'বেদ' জানাতি, [সঃ] 'বিনাশেন' প্রকৃতেরুপাসনযা 'মৃত্যুং' 'তীর্ত্বা' অতিক্রম্য 'সম্ভূত্যা' সম্ভূতেরুপাসনযা 'অমৃতম্ অশ্নুতে' ॥ ১৪ ॥

হে 'পূষন্' জগতঃ পোষক সূর্য্য, 'তব' 'হিরণ্ময়েন' জ্যোতির্ম্ময়েণ 'পাত্রেণ' 'সত্যস্য' আদিত্যমণ্ডলস্থস্য ব্রহ্মণঃ 'মুখম্' অপিহিতম্' আচ্ছাদিতম্, 'সত্যধর্ম্মায়' যথাভূতস্য ধর্ম্মস্য অনুষ্ঠাত্রে মহ্যম্ 'দৃষ্টয়ে' তব সত্যাত্মনঃ উপলব্ধযে 'ত্বং তৎ' 'অপাবৃণু' অপগতাবরণং কুরু, প্রকাশয় ॥১৫॥

হে 'পূষন্' সূর্য্য, হে 'একর্ষে' একঃ এব গচ্ছতি ইতি, হে 'যম' সর্ব্বস্য সংযমনাৎ, হে 'সূর্য্য' রশ্মীনাং রসানাং চ স্বীকরণাৎ গ্রহণাৎ, হে প্রাজাপত্য' প্রজাপতেরপত্য, 'রশ্মীন্' 'ব্যূহ' বিগময , 'তেজঃ' 'সমূহ' একীকুরু, উপসংহর, 'তে' তব যৎ কল্যাণতমম্' অত্যন্তশোভনং 'রূপং তৎ' 'তে' তব প্রসাদাৎ 'পশ্যামি'। 'যঃ অসৌ' আদিত্যমণ্ডলস্থিতঃ পুরুষঃ 'সঃ অহম্ অস্মি' ॥ ১৬ ॥

১৪। যিনি সম্ভূতি ও বিনাশ (অর্থাৎ প্রকৃতি) উভয়কে একত্র অর্থাৎ একই পুরুষের অনুসরণীয় বলিয়া জানেন, তিনি প্রকৃতির উপাসনাদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া সম্ভূতির উপাসনাদ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।

১৫। হে জগতের পোষক সূর্য্য, তোমার জ্যোতির্ম্ময় পাত্রদ্বারা সত্যের (অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলস্থিত ব্রহ্মের) মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সত্যধর্ম্মানুষ্ঠায়ীর অর্থাৎ আমার দৃষ্টির জন্য তাহা আবরণশূন্য কর।

১৬। হে জগতের পোষক, হে একাকী গমনশীল, হে সকল প্রাণীর

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥ ১৭ ॥
অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥১৮॥

'অথ' ইদানীং 'মম' [মরিষ্যতঃ] 'বায়ুঃ' প্রাণঃ [সর্ব্বাত্মকং] 'অনিলম্ অমৃতং' [প্রতিপদ্যতাম্]; 'ইদং শরীরং ভস্মান্তং' [ভূয়াৎ]। 'ওঁ' ইতি ব্রহ্মস্মরণং, হে 'ক্রতো' মনঃ, 'কৃতং' এতাবন্তং কালম্ অনুষ্ঠিতং কর্ম্ম 'স্মর'। পুনর্ব্বচনমাদরার্থম্ ॥ ১৭ ॥

হে 'অগ্নে', 'অস্মান্' 'রায়ে' ধনায় কর্ম্মফলভোগায় 'সুপথা' শোভনেন মার্গেণ 'নয়' গময়, হে 'দেব,' [ত্বম] 'বিশ্বানি' সর্ব্বাণি 'বয়ুনানি' কর্ম্মাণি 'বিদ্বান্' জানন্ 'অস্মৎ' অস্মত্তঃ 'জুহুরাণং' কুটিলং 'এনঃ' পাপং 'যুযোধি' বিয়োজয়, বিনাশয়। 'তে' তুভ্যং 'ভূয়িষ্ঠাং' বহুতরাং 'নমঃ উক্তিং' নমস্কারবচনং 'বিধেম' কুর্য্যাম ॥ ১৮ ॥

সংযমকর্ত্তা, হে প্রজাপতিতনয়, হে সূর্য্য, তোমার রশ্মিসমূহকে সংযত কর, তোমার তেজ সংবরণ কর। তোমার যে অতিশোভন রূপ, তাহা আমি তোমার প্রসাদে দেখি। ঐ যে সূর্য্যমণ্ডলস্থিত পুরুষ, তিনি আমি।

১৭। এখন [মৃত্যুকালপ্রাপ্ত] আমার প্রাণবায়ু [সর্ব্বব্যাপী] বায়ুরূপ অমৃতে মিশ্রিত হউক্ এবং এই শরীর ভস্মসাৎ হউক্! ও (ব্রহ্ম-স্মরণ) হে মন, নিজকৃত কার্য্য স্মরণ কর, স্মরণ কর, স্মরণ কর।

১৮। হে অগ্নি, আমাদিগকে ধনের অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত সুপথে লইয়া যাও; হে দেব! তুমি সমুদায় কর্ম্ম জ্ঞাত আছ। আমা-দিগের মন হইতে কুটিল পাপ দূর কর। তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

ইতি ঈশোপনিষৎ সমাপ্তা।

সামবেদীয় তলবকারোপনিষৎ

বা

কেনোপনিষৎ

প্রথমঃ খণ্ডঃ

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ

কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।

কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি

চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥ ১ ॥

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ২ ॥

'কেন' 'ঈষিতং' চালিতং নিয়মিতং সৎ 'প্রেষিতম্' প্রেরিতম 'মনঃ' 'পততি' স্ববিষয়ং প্রতি গচ্ছতি? 'কেন' 'প্রথমঃ' শরীরেষু প্রধানতয়া বর্ত্তমানঃ' 'প্রাণঃ' 'যুক্তঃ' নিযুক্তঃ, প্রেরিতঃ সন্ 'প্রৈতি' স্বব্যাপারং প্রতি প্রবর্ত্তে? 'কেন ঈষিতাম্ ইমাং বাচং [লোকাঃ] বদন্তি'? চক্ষুঃ শ্রোত্রং কঃ উ দেবঃ' 'যুনক্তি' যুঙ্‌ক্তে, প্রেরয়তি? ॥ ১ ॥

'যৎ' 'শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্' শ্রোত্রসামর্থ্যনিমিত্তম্, 'মনসঃ মনঃ, বাচঃ হ

১। প্রেরিত মন কাঁহা-কর্ত্তৃক চালিত হইয়া নিজ বিষয়ের প্রতি গমন করে? শরীরের অভ্যন্তরে প্রধানরূপে বর্ত্তমান প্রাণ কাঁহা-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া নিজ বিষয়ের প্রতি গমন করে? কাঁহার চালনায় লোক এই সকল বাক্য উচ্চারণ করে, এবং কোন্ দেবতাই বা চক্ষু ও কর্ণকে নিজ নিজ বিষয়ে নিযুক্ত করেন?

২। যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য অর্থাৎ এই

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ।
অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে॥ ৩॥

বাচম্,' তৎ ব্রহ্মৈব মনআদীনাং প্রবর্ত্তকম্ ইতি; 'সঃ' পরমাত্মা 'উ প্রাণস্য প্রাণঃ, চক্ষুষঃ চক্ষুঃ।' [এবং বিদিত্বা শ্রোত্রাদেঃ আত্মভাবম্] 'অতিমুচ্য' পরিত্যজ্য 'ধীরাঃ' ধীমন্তঃ 'অস্মাৎ লোকাৎ' 'প্রেত্য' গত্বা 'অমৃতাঃ' অমরাঃ ভবন্তি'॥ ২॥

'তত্র' তস্মিন্ ব্রহ্মণি 'চক্ষুঃ ন গচ্ছতি, বাক্ ন গচ্ছতিঃ, মনঃ ন গচ্ছতি,' ন তৎ চক্ষুরাদি গোচরম্, ইত্যর্থঃ, [বয়ং তৎ] 'ন বিদ্মঃ' ন জানীমঃ, 'যথা' 'এতৎ' ব্রহ্ম 'অনুশিষ্যাৎ' শিষ্যায় উপদিশেৎ [তদপি ন বিজানীমঃ]। 'তৎ' ব্রহ্ম 'বিদিতাৎ' জ্ঞাতাৎ বস্তুনঃ 'অথো' অথ, তথা, 'অবিদিতাৎ' অজ্ঞাতাৎ বস্তুনঃ 'অধি' উপরি, অন্যৎ, পৃথক্ এব। 'যে' 'নঃ' অস্মভ্যম্ 'তৎ' ব্রহ্মতত্ত্বম্ 'ব্যাচচক্ষিরে' বিস্পষ্টং কথিতঃবন্তঃ, [তেষাং] 'পূর্ব্বেষাম্' পূর্ব্বাচার্য্যাণাম্' [বচনম্] 'ইতি' [বয়ং] 'শুশ্রুমঃ' শ্রুতবন্তঃ স্মঃ॥ ৩॥

সমুদায়ের শক্তির কারণ, তিনিই মন আদির প্রবর্ত্তক; তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু; এই জ্ঞানদ্বারা শ্রোত্রাদির আত্মত্ব-ধারণা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানিগণ ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া অমর হন।

৩। *তিনি অর্থাৎ ব্রহ্ম চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন,* মনেরও গম্য নহেন, আমরা তাঁহাকে জানি না, কিরূপে তাঁহার উপদেশ দিতে হয় তাহাও জানি না। তিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সমুদায় বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ ও ভিন্ন। যে সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যেরা আমাদের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা এরূপ শুনিয়াছি।

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৪ ॥
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৫ ॥
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৬॥

'যৎ বাচা' 'অনভ্যুদিতম্' অপ্রকাশিতম্, 'যেন বাক্' 'অভ্যুদ্যতে' প্রযুজ্যতে, 'তৎ এব ত্বম্ ব্রহ্ম' 'বিদ্ধি' বিজানীহি; 'যৎ' 'ইদম্' দেশ-কালাদিপরিচ্ছিন্নম্ পদার্থম্ [লোকাঃ] উপাসতে, ন ইদম্ [ব্রহ্ম]॥ ৪ ॥

'যৎ' [লোকঃ] 'মনসা ন' 'মনুতে' সঙ্কল্পয়তি, নিশ্চিনোতি, 'যেন' মনঃ' 'মতং' বিষয়ীকৃতম্ (ইতি ব্রহ্মবিদঃ) 'আহুঃ' বদন্তি, 'তৎ এব' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥ ৫ ॥

'যৎ' (লোকাঃ) 'চক্ষুষা ন পশ্যতি,' 'যেন' চৈতন্যাত্মজ্যোতিষা সহায়-ভূতেন [লোকঃ] 'চক্ষূংসি' চক্ষুর্গোচরবিষয়াণি 'পশ্যতি' 'তৎ এব' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥ ৬॥

৪। যিনি বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হন না, যাঁহা-কর্ত্তৃক বাক্য প্রকাশিত অর্থাৎ উচ্চারিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে এই যে পরিমিত বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।

৫। লোকে যাঁহাকে মনের দ্বারা মনন করিতে পারে না, কিন্তু যিনি মনকে জানেন বলিয়া ব্রহ্মবিদেরা বলেন, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে এই যে পরিমিত বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।

৬। যাঁহাকে লোকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না, যাঁহার শক্তিতে লোকে চক্ষুর্গোচর বস্তু সমূহকে দেখিতে পায়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৭ ॥
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধিং নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৮ ॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্ ॥ ১॥

'যৎ' [লোকঃ] 'শ্রোত্রেণ' কর্ণেন 'ন শৃণোতি, যেন ইদং শ্রোত্রং' 'শ্রুতং' বিষয়ীকৃতম্ 'তৎ এব' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৭ ॥

'যৎ' [লোকঃ] 'প্রাণেন' নাসিকাপুটান্তবাবস্থিতেন ঘ্রাণেন 'ন প্রাণিতি' ন বিষয়ীকরোতি, 'যেন' 'প্রাণঃ' ঘ্রাণঃ 'প্রণীয়তে' স্ববিষয়ং প্রতি গচ্ছতি, 'তৎ' এব ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৮ ॥

'যদি মন্যসে সুবেদ ইতি' অহং ব্রহ্ম স্বাত্মনি প্রত্যক্ষীকৃত্য সুষ্ঠু বেদ

বলিয়া জান, লোকে এই যে পরিমিত বস্তুব উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।

৭। যাঁহাকে লোকে কর্ণদ্বারা শুনিতে পায না, যিনি কর্ণকে শ্রবণ করেন অর্থাৎ জানেন, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে এই যে পরিমিত বস্তুব উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।

৮। যাঁহাকে লোকে ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা আঘ্রাণ করে না, কিন্তু যাহাব শক্তিতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় নিজ বিষয়ের প্রতি গমন করে, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে এই যে পবিমিত বস্তুব উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।

১। যদি তুমি মনে কর যে তুমি ব্রহ্মকে নিজ আত্মায় প্রত্যক্ষ করিয়া

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ ২ ॥
যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥ ৩ ॥

ইতি, [তদা] ‘ত্বং’ ‘নূনং’ নিশ্চিতম্ ‘ব্রহ্মণঃ রূপম্’ ‘দভ্রম্’ অল্পম্ ‘এব অপি’ ‘বেত্থ’ জানীসে। [ত্বম্] ‘দেবেষু অস্য [ব্রহ্মণঃ] যৎ’ [বেত্থ তৎ অপি ন্যূনম্ অল্পম্ এব বেত্থ]। ‘অথ নু’ তস্মাৎ [ব্রহ্ম তে] ‘মীমাংস্যম্’ বিচার্য্যম্ ‘এব’। [এবম্ উক্তঃ শিষ্যঃ ব্রহ্ম বিচার্য্য তদনুভবং চ কৃত্বা আচার্য্য-সকাশম্ উপগম্য উবাচ, -অহম্] ‘মন্যে’ [ইদানীং ময়া ব্রহ্ম] ‘বিদিতম্’ ॥ ১ ॥

‘অহম্ [ব্রহ্ম] ‘সুবেদ’ সুষ্ঠু বেদ ‘ইতি ন মন্যে’, ‘ন বেদ ইতি বেদ চ ইতি’ ‘নো’ ন [মন্যে]। ‘নঃ’ অস্মাকম্ মধ্যে ‘নো ন বেদ বেদ চ’ ইতি ‘তৎ’ [বচনম্] ‘যঃ বেদ’ [সঃ] ‘তৎ’ ব্রহ্ম ‘বেদ’ ॥ ২ ॥

[ব্রহ্ম] ‘যস্য অমতম্’ ময়া ব্রহ্ম অবিদিতম্ ইতি যস্য নিশ্চয়ঃ, ‘তস্য’ [তৎ] ‘মতম্’ ‘জ্ঞাতম্’, [ব্রহ্ম] ‘যস্য মতম্’ ময়া ব্রহ্ম বিদিতম্ ইতি যস্য

উত্তমরূপে জানিয়াছ, তবে তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ নিশ্চয়ই অতি অল্প জানিয়াছ। তুমি দেবতাদিগের মধ্যে তাঁহার স্বরূপ যতটুকু জানিয়াছ তাহাও অল্প, অতএব ব্রহ্ম তোমার বিচার্য্য। [এই কথা শুনিয়া শিষ্য ব্রহ্মকে বিচার ও অনুভব করণানন্তর আচার্য্যসমীপে আসিয়া বলিলেন] ‘আমার বোধ হয় এখন আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি’।

২। আমি মনে করি না যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, আমি যে তাঁহাকে জানি না এমন নহে, জানি যে এমনও নহে। ‘আমি যে তাঁহাকে জানি না এমন নহে, জানি যে এমনও নহে’—এই বাক্যের অর্থ আমাদিগের মধ্যে যিনি জানিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।

৩। যিনি মনে করেন আমি ব্রহ্মকে জানিতে পারি নাই, তিনি

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্ ॥ ৪ ॥

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ৫ ॥

নিশ্চয়ঃ, সঃ [তৎ] 'ন বেদ' ন জানাতি। [ব্রহ্ম] 'বিজানতাং' সম্যক্ বিদিতবতাম্ 'অবিজ্ঞাতম্' ন অস্মাভিঃ ব্রহ্ম সম্যক্ বিদিতম্ ইতি নিশ্চয়ঃ, 'অবিজানতাম্' অসম্যগ্ দর্শিনাম [তৎ] 'বিজ্ঞাতম্' অস্মাভিঃ ব্রহ্ম সম্যক বিদিতম্ ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৩ ॥

[যদা ব্রহ্ম] 'প্রতিবোধবিদিতম্' বোধং বোধং প্রতি বিদিতম্—সর্ব্বপ্রত্যয়দর্শিরূপেণ জ্ঞাতম্ [তদা তৎ] 'মতম্' সম্যক দৃষ্টম্, [তস্মাৎ দর্শনাৎ] 'অমৃতত্বম্' 'হি' 'বিন্দতে' প্রাপ্যতে। 'আত্মনা' আত্মস্বরূপজ্ঞানেন 'বীর্য্যম্' সামর্থ্যম্ 'বিন্দতে', 'বিদ্যয়া' ব্রহ্মজ্ঞানেন 'অমৃতম্' অমরত্বম্ 'বিন্দতে' ॥ ৪ ॥

'মনুষ্যঃ' 'ইহ' অত্র লোকে [ব্রহ্ম] 'চেৎ' যদি 'অবেদীৎ' বিদিতবান্

তাঁহাকে জানিয়াছেন, এবং যিনি মনে করেন আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি, তিনি ব্রহ্মকে জানেন না। উত্তম জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদের নিকট ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত, অর্থাৎ তাঁহাদের বিশ্বাস যে তাঁহারা ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিতে পারেন নাই, কিন্তু অসম্যগ্দর্শীদিগের নিকট তিনি বিজ্ঞাত, অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তিরা মনে করেন যে তাঁহারা ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছেন।

৪। ব্রহ্মকে সর্ব্বপ্রত্যয়দর্শীরূপে জানিলেই প্রকৃতরূপে জানা হয়; এরূপ জ্ঞানে অমৃতত্ব লাভ হয়। আত্মস্বরূপ-জ্ঞানে শক্তি লাভ হয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞানে অমরত্ব লাভ হয়।

৫। যদি মনুষ্য ব্রহ্মকে ইহলোকে জানিতে পারে তবেই জন্ম সফল

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত। ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥ ১ ॥

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্ব্বভূব তন্ন ব্যজানন্ত কিমিদং যক্ষমিতি ॥ ২ ॥

'অথ' তদা 'সত্যং' জন্মসাফল্যম্ 'অস্তি', 'ন চেৎ ইহ [তৎ] 'অবেদীৎ' [তদা] 'মহতী' 'বিনষ্টিঃ' বিনাশঃ [ভবতি]। [তস্মাৎ] 'ধীরাঃ' ধীমন্তঃ 'ভূতেষু ভূতেষু' সর্ব্বভূতেষু [পরমাত্মানম্] 'বিচিন্ত্য' বিজ্ঞায়, সাক্ষাৎ কৃত্বা, 'অস্মাৎ লোকাৎ' 'প্রেত্য' উপরম্য 'অমৃতাঃ' অমরাঃ 'ভবন্তি' ॥ ৫ ॥

'ব্রহ্ম' 'হ' কিল 'দেবেভ্যঃ' [নিমিত্তং] 'বিজিগ্যে' জয়ং লব্ধবৎ—দেবাসুরাণাং সংগ্রামে অসুরান্ জিত্বা দেবেভ্যঃ জয়ং তৎফলঞ্চ প্রাযচ্ছৎ; 'তস্য হ ব্রহ্মণঃ বিজয়ে দেবাঃ' 'অমহীয়ন্ত' মহিমানম্ প্রাপ্তবন্তঃ। 'তে' দেবাঃ 'ঐক্ষন্ত' ঈক্ষিতবন্তঃ 'অয়ম্ বিজয়ঃ অস্মাকম্ এব, অয়ম্ মহিমা চ অস্মাকম্ এব ইতি' ॥ ১ ॥

'তৎ', ব্রহ্ম 'হ' 'এযাম্, [মিথ্যেক্ষণম্] বিজিজ্ঞৌ 'বিজ্ঞাতবৎ, 'তেভ্যঃ'

হয়, ইহলোকে তাঁহাকে জানিতে না পারিলে মহান্ বিনাশ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম জরা মৃত্যু ভোগ করিতে হয়। অতএব জ্ঞানিগণ সমুদয় বস্তুতে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া ইহলোক হইতে উপরত হইয়া অমর হন।

১। ব্রহ্মই দেবতাদিগের জন্য জয় করিলেন অর্থাৎ দেবাসুর সংগ্রামে অসুরদিগকে পরাজয় করিয়া দেবতাদিগকে জয় ও তৎফল প্রদান করিলেন। সেই ব্রহ্মেরই বিজয়ে দেবতারা মহিমান্বিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা মনে করিলেন 'এই বিজয় আমাদেরই, এই মহিমা আমাদেরই।'

২। তিনি অর্থাৎ ব্রহ্ম ইহা জানিতে পারিলেন এবং তাঁহাদিগের

তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি ॥ ৩ ॥

তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোঽসীতি। অগ্নির্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি ॥ ৪ ॥

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি। অপীদং সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ৫ ॥

দেবেভ্যঃ 'হ' 'প্রাদুর্ব্বভূব' আত্মানম্ প্রকাশয়ামাস। 'তৎ' ব্রহ্ম 'কিম্ ইদম 'যক্ষম্' পূজ্যম, মহদ্ভূতম্, 'ইতি' [তে] 'ন ব্যজানন্ত' ন বিজ্ঞাতবন্তঃ ॥ ২ ॥

'তে অগ্নিম্' 'অব্রুবন্' উক্তবন্তঃ, হে 'জাতবেদঃ' সর্ব্বজ্ঞকল্প, [ত্বম্] 'এতৎ' অস্মদ্‌গোচরস্থম্ 'বিজানীহি' বিশেষতঃ বুধ্যস্ব 'কিম্ এতৎ যক্ষম ইতি'। [অগ্নিঃ উবাচ] 'তথা' তথাস্তু 'ইতি' ॥ ৩ ॥

[অগ্নিঃ] 'তৎ' যক্ষম্ 'অভ্যদ্রবৎ' প্রতিগতবান্, 'তম্' অগ্নিম্ [তৎ যক্ষম্] 'অভ্যবদৎ' প্রত্যভাসত [ত্বম্] 'কঃ অসি' 'ইতি'। [অগ্নিঃ] 'অব্রবীৎ অহম্ অগ্নিঃ বৈ অস্মি অহম্ 'জাতবেদা বৈ অস্মি' ইতি ॥ ৪ ॥

[ব্রহ্ম উবাচ] 'তস্মিন্' এবং প্রসিদ্ধ-গুণ-নামবতি 'ত্বয়ি কিম্ বীর্য্যম্'

সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন, কিন্তু এই পূজ্যস্বরূপ কে, ইহা তাঁহারা জানিতে পারিলেন না।

৩। তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন,—'হে জাতবেদ, এই পূজনীয়স্বরূপ কে, তাহা তুমি জানিয়া আইস'; অগ্নি বলিলেন 'তাহাই হউক্'।

৪। অগ্নি তাঁহার নিকট গমন করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, 'তুমি কে?' অগ্নি বলিলেন 'আমি অগ্নি' আমি জাতবেদা'।

৫। ব্রহ্ম বলিলেন 'এমন (অর্থাৎ প্রসিদ্ধ গুণ ও নামযুক্ত) যে তুমি

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি। তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুং স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ৬ ॥

অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি তথেতি ॥ ৭ ॥

[অস্তি] 'ইতি', [অগ্নিঃ অব্রবীৎ] 'পৃথিব্যাম্ ইদম্ যৎ [অস্তি তৎ] সর্ব্বম্ অপি' 'দহেয়ম্' ভস্মীকুর্য্যাম্' ॥ ৫ ॥

'এতৎ দহ ইতি' [উক্তা ব্রহ্ম] 'তস্মৈ' অগ্নয়ে [একং] 'তৃণং' 'নিদধৌ' দত্তবান্, [অগ্নিঃ] 'তৎ' [তৃণম্] 'উপপ্রেয়ায়' তৃণসমীপং গত্বা 'সর্ব্বজবেন' সর্ব্বোৎসাহকৃতেন 'তৎ দগ্ধুং ন' 'শশাক' শক্তবান্, 'সঃ' 'ততঃ' যক্ষাৎ 'এব' 'নিববৃতে' প্রতিগতবান্ [অব্রবীৎ চ] 'যৎ এতৎ' যক্ষম্ 'ইতি এতং বিজ্ঞাতুম্' [অহং] 'ন' 'অশকম্' শক্তবান্ অস্মি ॥ ৬ ॥

'অথ' অনন্তরং [দেবাঃ] 'বায়ুম্ অব্রুবন্ [হে] বায়ো এতৎ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ' ॥ ৭ ॥

তোমাতে কি শক্তি আছে?' অগ্নি উত্তর করিলেন 'পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি তৎসমস্ত দগ্ধ করিতে পারি।

৬। 'ইহা দগ্ধ কর' এই বলিয়া ব্রহ্ম তাঁহাকে একটি তৃণ দিলেন, অগ্নি সেই তৃণের নিকটবর্ত্তী হইয়া সমুদায় বলের সহিত চেষ্টা করিয়াও উহা দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং বলিলেন, 'এই পূজনীয়-স্বরূপ কে, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না'।

৭। তৎপর দেবতারা বায়ুকে বলিলেন, 'হে বায়ো, এই পূজনীয়স্বরূপ কে, তাহা তুমি জানিয়া আইস'; বায়ু বলিলেন, 'তাহাই হউক্'।

তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদ্ কোঽসীতি বায়ুর্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবী-ন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি ॥ ৮ ॥

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি অপীদং সর্ব্বমাদদীয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ৯ ॥

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুং স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ১০ ॥

'তৎ' ইতি পূর্ব্ববৎ। 'বায়ুঃ বৈ অহম্ অস্মি' ইতি অব্রবীৎ, মাতরিশ্বা বৈ অহম্ অস্মি' ইতি। স্পষ্টমন্যৎ পূর্ব্ববৎ ॥ ৮ ॥

'আদদীয়ম্' আদদীয়, গৃহ্নীযাম্। স্পষ্টমন্যৎ পূর্ব্ববৎ ॥ ৯ ॥

'আদৎস্ব' গৃহাণ, 'আদাতুম্' গ্রহিতুম্। স্পষ্টমন্যৎ পূর্ব্ববৎ ॥ ১০ ॥

৮। বায়ু তাঁহার নিকট গমন করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, 'তুমি কে?' বায়ু বলিলেন, 'আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা' (আকাশে যাঁহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস অর্থাৎ গমনাগমন।)

৯। ব্রহ্ম বলিলেন, এমন অর্থাৎ প্রসিদ্ধ গুণ ও নামযুক্ত যে তুমি, তোমাতে কি শক্তি আছে? বায়ু উত্তর করিলেন, 'পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি তৎসমুদায়ই গ্রহণ করিতে পারি'।

১০। 'ইহা গ্রহণ কর' এই বলিয়া ব্রহ্ম তাঁহাকে একটি তৃণ দিলেন, বায়ু সেই তৃণের নিকটবর্ত্তী হইয়া সমুদায় বলের সহিত চেষ্টা করিয়াও উহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি তাঁহার নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং বলিলেন, 'এই পূজনীয়স্বরূপ কে, আমি তাহা জানিতে পারিলাম না'।

অথেন্দ্রমব্রুবন্ মঘবন্নেতদ্ বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তস্মাত্তিরোদধে ॥ ১১ ॥

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ১২ ॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি ততো হৈষ বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ১ ॥

'অথ [দেবাঃ] ইন্দ্রম্ অব্রুবন্' [হে] 'মঘবন্', ঐশ্বর্য্যবন্, 'এতৎ বিজানীহি' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। 'তস্মাৎ' ইন্দ্রাৎ [ব্রহ্ম] 'তিরোদধে' তিরোভূতম্ অভূৎ ॥ ১১ ॥

'স' ইন্দ্রঃ 'তস্মিন্ এব আকাশে' 'স্ত্রিয়ম্' স্ত্রীরূপাম 'বহু-শোভমানাম্' 'হৈমবতীম্' স্বর্ণালঙ্কার-বিশিষ্টাম্, হিমবচ্ছিখরে প্রাদুর্ভূতাম্ ইতি আহ আচার্য্যঃ সামশ্রমী, 'উমাম্' উমারূপিণীং ব্রহ্মবিদ্যাম 'আজগাম' তাম্ প্রাদুর্ভূতাং দৃষ্ট্বা তস্যাঃ সমীপং জগাম। 'তাং হ [সঃ] উবাচ কিম্ এতৎ যক্ষম্ ইতি' ॥ ১২ ॥

'সা' হৈমবতী উমা হ 'উবাচ [এতৎ] ব্রহ্ম ইতি', 'ব্রহ্মণঃ বৈ বিজয়ে'

১১। তৎপর দেবতারা ইন্দ্রকে বলিলেন, 'হে মঘবন্ (ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট), এই পূজনীয়স্বরূপ কে, তাহা তুমি জানিয়া আইস।' তিনি বলিলেন 'তাহাই হউক।' এই বলিয়া তিনি তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন, কিন্তু ব্রহ্ম তাঁহার সম্মুখ হইতে তিরোহিত হইলেন।

১২। তিনি অর্থাৎ ইন্দ্র সেই আকাশেই স্ত্রীরূপিণী অতিসৌন্দর্য্যশালিনী হৈমবতী উমাকে আবির্ভূত দেখিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই পূজনীয়স্বরূপ কে?'।

১। তিনি বলিলেন, 'ইনি ব্রহ্ম. ব্রহ্মের অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রদত্ত বিজয়েই

তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্ যদগ্নির্ব্বায়ুরিন্দ্রস্তে হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পৃশুস্তে হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২ ॥

তস্মাদ্বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্ স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ৩ ॥

[যুয়ম্] 'এতৎ' এবং 'মহীয়ধ্বম্' মহিমানম্ প্রাপ্নুথ। 'ততঃ' তস্মাৎ উমাবাক্যাৎ 'হ' 'এষঃ' ইন্দ্রঃ [এতৎ] 'ব্রহ্ম ইতি' 'বিদাঞ্চকার' বিজজ্ঞৌ ॥ ১ ॥

'যৎ' যস্মাৎ হেতোঃ 'অগ্নিঃ বায়ুঃ ইন্দ্রঃ, তে হি' 'এনৎ' এতৎ ব্রহ্ম 'নেদিষ্ঠং সমীপম্ 'পস্পৃশুঃ' স্পৃষ্টবন্তঃ, [যস্মাৎ চ হেতোঃ] 'তে হি এনৎ' 'প্রথমঃ' প্রথমম্ '[এতৎ] ব্রহ্ম ইতি' 'বিদাঞ্চকার' বিদাঞ্চক্রুঃ, জজ্ঞুঃ, 'তস্মাৎ বৈ এতে দেবাঃ অন্যান্ দেবান্' 'অতিতরাম্' অতিশয়েন শেরতে 'ইব' এব ॥ ২ ॥

'সঃ' ইন্দ্রঃ 'হি' যতঃ 'এনৎ নেদিষ্ঠম্ পস্পর্শ, সঃ হি এনৎ প্রথমঃ [এতৎ] ব্রহ্ম ইতি বিদাঞ্চকার, তস্মাৎ ইন্দ্রঃ বৈ অন্যান্ দেবান্' অতিতরাম [শেতে] ইব' ॥ ৩ ॥

তোমরা এরূপ মহিমান্বিত হইয়াছ। তাহা হইতেই অর্থাৎ উমার বাক্য হইতেই ইন্দ্র জানিতে পারিলেন যে ইনি ব্রহ্ম।

২। যে হেতু অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র এই দেবতারা তাঁহার অর্থাৎ ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন, এবং যে হেতু তাঁহারাই তাঁহাকে প্রথমে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই হেতু এই দেবতারা নিশ্চয় অন্যান্য দেবতা হইতে বিশেষরূপে শ্রেষ্ঠ হইলেন।

৩। যে হেতু তিনি অর্থাৎ ইন্দ্র তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন

তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা ইতীন্ ন্যমী-
মিষদা ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ৪ ॥

অথাধ্যাত্মং যদেতদ্গচ্ছতীব চ মনোঽনেন চৈতদুপস্মরত্য-
ভীক্ষ্ণং সঙ্কল্পঃ ॥ ৫ ॥

'তস্য' ব্রহ্মণঃ 'এষঃ' আদেশঃ' উপমোপদেশঃ 'যৎ' 'এতৎ' প্রসিদ্ধং লোকে 'বিদ্যুতঃ ব্যদ্যুতৎ' বিদ্যোতনম্ 'তৎ আ' তৎ ইব, আ—যথা, উপমার্থে 'ইতি' 'ইৎ' সমুচ্চয়ার্থঃ, [অযং চ অপরঃ তস্য আদেশঃ] 'ন্যমীমিষৎ' চক্ষুঃ ন্যমীমিষৎ নিমেষং কৃতবৎ, 'আ' উপমার্থঃ আকারঃ, চক্ষুষঃ নিমিষন্ ইব ইত্যর্থঃ, 'ইতি অধিদৈবতম্' দেবতাবিষয়ং ব্রহ্মণঃ উপমানদর্শনম্ ॥ ৪ ॥

'অথ' 'অধ্যাত্মম্' আত্মবিষয়ঃ উপদেশঃ উচ্যতে 'যৎ মনঃ এতৎ ব্রহ্ম' 'গচ্ছতি' বিষয়ীকরোতি 'ইব,' 'অনেন' মনসা 'চ এতৎ' 'অভীক্ষ্ণং' ভৃশম্ [সাধকঃ] 'উপস্মরতি' [এষঃ] 'সঙ্কল্পঃ' [কর্ত্তব্যঃ] ॥ ৫ ॥

এবং তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই হেতু ইন্দ্র নিশ্চয় অন্যান্য দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেন।

৪। ইহা সেই ব্রহ্মের একটি উপমা-উপদেশ অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রকাশ। বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায়, এবং ইহা চক্ষুর নিমেষের ন্যায়। ইহা ব্রহ্মের দেবতাবিষযক একটি উপমান দর্শন।

৫। তৎপর আত্মবিষয়ক উপদেশ এই যে, মন যেন তাঁহার অর্থাৎ ব্রহ্মের নিকটে যায় অর্থাৎ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় এবং ইহাদ্বারা অর্থাৎ মনের দ্বারা যেন সাধক তাঁহাকে বার বার স্মরণ করেন, এই সঙ্কল্প কর্ত্তব্য।

তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং স য এতদেবং বেদাভিহৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি ॥ ৬ ॥

উপনিষদং ভো ব্রূহীত্যুক্তা ত উপনিষদ্ ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি ॥ ৭ ॥

তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্ ॥ ৮ ॥

'তৎ হ' 'তদ্বনম্' সম্ভজনীয়ম 'নাম' প্রখ্যাতম। [তস্মাৎ] 'তদ্বনম্ ইতি উপাসিতব্যম্। সঃ যঃ এতৎ এবং বেদ এনম্ হ সর্ব্বাণি ভূতানি' 'অভিসংবাঞ্ছন্তি' বিশেষেণ প্রার্থয়ন্তে ॥ ৬ ॥

[হে শিষ্য, ত্বয়া উক্তং] 'ভো' হে ভগবন্, 'উপনিষদং ব্রূহি ইতি', [অতঃ এব] 'তে' তুভ্যম্ 'উপনিষৎ উক্তা', 'বাব' নিশ্চয়ং 'তে' 'ব্রাহ্মীং' ব্রহ্মবিষয়িণীম্ 'উপনিষদম্ অব্রূম ইতি' ॥ ৭ ॥

'তস্যৈ' তস্যাঃ উপনিষদঃ, 'তপঃ' কায়েন্দ্রিয়মনসাং সমাধানম্, 'দমঃ' চিত্তস্থৈর্য্যং' 'কর্ম্ম, ইতি' 'প্রতিষ্ঠা' পাদৌ ইব,—এষু হি সৎসু ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিতিষ্ঠতি—এতানি তপ আদীনি ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ প্রাপ্ত্যুপায়ভূতানি

৬। তিনি সম্ভজনীয় নামে প্রখ্যাত, তিনি সম্ভজনীয়রূপে উপাসিতব্য। যিনি তাঁহাকে এই রূপে জানেন, তাঁহাকে সকল প্রাণী বিশেষরূপে পাইতে ইচ্ছা করে।

৭। আচার্য্য শিষ্যকে বলিলেন, "তুমি বলিয়াছিলে 'হে ভগবন্, আমাকে উপনিষদ্ বলুন।' সেই হেতু তোমাকে উপনিষদ্ বলা হইল, নিশ্চয়ই তোমাকে ব্রহ্মবিষয়িণী উপনিষদ্ বলিলাম।"

৮। তপস্যা অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের সমাধান, দম অর্থাৎ চিত্তের স্থৈর্য্য, এবং কর্ম্ম ইহার অর্থাৎ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার

যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৯ ॥

ইত্যর্থঃ। 'বেদাঃ' বেদাধ্যয়নম্ [তস্যাঃ] 'সর্ব্বাঙ্গানি' সহায়ভূতানি। 'সত্যং' [তস্যাঃ] 'আযতনম্' আশ্রয়ভূতম্ ॥ ৮

'যঃ বৈ' 'এতাম্' ব্রহ্মবিদ্যাম্ 'বেদ, সঃ' 'পাপ্মানম' 'অপহত্য' বিধূয় 'অনন্তে' 'জ্যেয়ে' জ্যায়সি, সর্ব্বমহত্তরে, 'স্বর্গে লোকে' 'প্রতিতিষ্ঠতি' প্রতিষ্ঠিতো ভবতি। বাক্যশেষে পুনরুক্তিঃ নিশ্চয়তা-দ্যোতিকা, গ্রন্থসমাপ্তিজ্ঞাপিকা চ ॥ ৯ ॥

প্রতিষ্ঠা বা পাদস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মলাভের উপায়। বেদাধ্যয়ন ইহার সর্ব্বাঙ্গ অর্থাৎ সহায় এবং সত্য ইহার আশ্রয়।

৯। যিনি এই ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হন, তিনি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হন। (শেষ বাক্যের পুনরুক্তি-নিশ্চয়তা-প্রকাশক ও গ্রন্থসমাপ্তি-জ্ঞাপক ॥ ৯ ॥

ইতি কেনোপনিষৎ সমাপ্তা।

কঠোপনিষৎ

(কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া)

অথ প্রথমাধ্যায়ে প্রথমা বল্লী

উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসন্দদৌ।
তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস ॥ ১ ॥

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু শ্রদ্ধাবিবেশ
সোঽমন্যত ॥ ২ ॥

'বাজশ্রবসঃ' 'উশন্' যজ্ঞফলং কাময়মানঃ সন্ 'হ বৈ' [একস্মিন্ যজ্ঞে] 'সর্ব্ববেদসম্' সর্ব্বস্বং 'দদৌ'। তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্রঃ' 'আস' বভূব ॥ ১ ॥

'তং' 'কুমারং' বালকম্ 'হ' অপি 'সন্তং' সাধুচিত্তং 'দক্ষিণাসু' দক্ষিণার্থাসু গোষু 'নীয়মানাসু' বিভাগেন উপনীযমানাসু সতীষু 'শ্রদ্ধা' আস্তিক্যবুদ্ধিঃ 'আবিবেশ' প্রবিষ্টবতী, [ততঃ] 'সঃ' 'অমন্যত' চিন্তিতবান্ ॥ ২ ॥

১। বাজশ্রবস নামক কোন ব্যক্তি যজ্ঞফল লাভে ইচ্ছুক হইয়া এক যজ্ঞে আপনার সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। তাঁহার নচিকেতা নামক এক পুত্র ছিলেন।

২। তিনি বালক হইলেও সাধুচিত্ত ছিলেন, অতএব দক্ষিণা প্রদানের সময় তাঁহার মনে শ্রদ্ধা অর্থাৎ ধর্ম্মভাব প্রবেশ করিল, তাহাতেই তিনি ভাবিলেন।—

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ ॥ ৩ ॥

স হোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মান্দাস্যতীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ন্তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি ॥ ৪ ॥

'পীতোদকাঃ' পীতম্ উদকম্ যাভিঃ তাঃ,—পুনঃ উদকপানাসমর্থাঃ, জীর্ণাঃ ইত্যর্থঃ 'জগ্ধতৃণাঃ' জগ্ধং তৃণং যাভিঃ তাঃ,—পুনঃ তৃণভক্ষণাসমর্থাঃ, 'দুগ্ধদোহাঃ' দুগ্ধঃ দোহঃ ক্ষীরাখ্যঃ যাসাং তাঃ,—পুনঃ দুগ্ধদানাসমর্থাঃ, 'নিরিন্দ্রিয়াঃ' অপ্রজননসমর্থাঃ, 'তাঃ' 'দদৎ' দদন্ সঃ যজমানঃ 'অনন্দাঃ' অনানন্দাঃ, অসুখাঃ 'নাম তে লোকাঃ তান্ গচ্ছতি' ॥ ৩ ॥

'সঃ হ পিতরম্ উবাচ' 'তত' হে তাত, [ভবান্] 'মাং কস্মৈ দাস্যতি ইতি' [এতৎ বচঃ] 'দ্বিতীয়ং তৃতীয়ম্' [অপি উবাচ], [ততঃ তস্য পিতা ক্রুদ্ধঃ সন্] তং হ উবাচ 'ত্বা মৃত্যবে দদামি' ইতি ॥ ৪ ॥

৩। যাহাদের জলপান, তৃণভক্ষণ ও দুগ্ধদান হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ যাহারা এত জীর্ণ হইযাছে যে পুনরায় আর জলপান, তৃণভক্ষণ ও দুগ্ধদান করিতে পারিবে না এবং যাহারা সন্তান-প্রজনন-শক্তি-বিহীন হইয়াছে, এরূপ গাভী যে যজমান দান করে, সে অনন্দ অর্থাৎ নিরানন্দ নামক লোকসমূহে গমন করে।

৪। তিনি পিতাকে বলিলেন, 'হে পিতঃ! আমায় কাহাকে দিবেন?' তিনি দ্বিতীয়বার এমন কি তৃতীয়বার তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'তোমায় মৃত্যুকে দিব'।

বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিং স্বিদ্ যমস্য কর্ত্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি ॥ ৫ ॥
অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথাপরে।
শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ ॥ ৬ ॥

[এবমুক্তঃ নচিকেতা একান্তে ইত্থং পরিদেবয়াঞ্চকার, -] 'বহূনাম', [শিষ্যাণাং পুত্রাণাং বা মধ্যে অহং মুখ্যয়া শিষ্যাদিবৃত্ত্যা] 'প্রথমঃ' এমি' গচ্ছামি,—ভবামি ইত্যর্থঃ, 'বহূনাম' [অহম্ মধ্যময়া শিষ্যাদিবৃত্ত্যা] 'মধ্যমঃ এমি,' [নাহং কদাচিদপি অধমঃ, তস্মাৎ নাহং মরণযোগ্যঃ, ততঃ ন জানে] 'যমস্য' 'কিং স্বিৎ' কিং চিৎ 'কর্ত্তব্যং' 'করণীয়ম্' [অস্তি] 'যৎ' [মম পিতা] 'অদ্য ময়া করিষ্যতি' ॥ ৫ ॥

ততো নচিকেতা পিতরমাহ,—'পূর্ব্বে' পূর্ব্বপুরুষাঃ মহাজনাঃ 'যথা' যেন প্রকারেণ [অনুষ্ঠিতবন্তঃ তৎ] 'অনুপশ্য' 'আলোচয়,' 'তথা' 'অপরে' বর্ত্তমানাঃ সাধবঃ 'যথা' [অনুতিষ্ঠন্তি, তৎ সর্ব্বম] 'প্রতিপশ্য' আলোচয়। তেষাং সাধনাং সত্যপালনং ত্বম্ অনুকর্ত্তুম্ অর্হসি ইতি ভাবঃ। 'মর্ত্ত্যঃ'

৫। [এই কথা শুনিয়া নচিকেতা একান্তে ভাবিতে লাগিলেন--] 'আমি বহু পুত্রের বা শিষ্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট শিষ্যত্বাদিগুণে প্রথম, অনেকের মধ্যে মধ্যবিধ-শিষ্যত্বাদিগুণে মধ্যম, (কদাচ অধম নহি, সুতরাং মরণযোগ্য নহি,) অতএব জানি না যমের কি কার্য্য করণীয় আছে, যাহা অদ্য পিতা আমাদ্বারা সম্পন্ন করিবেন'।

৬। তৎপর নচিকেতা পিতাকে বলিলেন, 'পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণ যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করুন, এবং পরবর্ত্তী অর্থাৎ বর্ত্তমান সাধুগণ যেরূপ অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহাও আলোচনা করুন, তাঁহাদের সত্য পালন আপনার অনুকরণীয়। মনুষ্য শস্যের ন্যায়

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি হর বৈবস্বতোদকম্॥ ৭ ॥

মরণশীলঃ মনুষ্যাদিঃ 'শস্যম্ ইব' 'পচ্যতে' জীর্ণঃ সন্ ম্রিয়তে, [তথা] 'শস্যম্ ইব পুনঃ' 'আজায়তে' আবির্ভবতি। ন চ মৃষাং কৃত্বা কশ্চিৎ অজরামরো ভবতি, অথ কিং মৃষা-করণেন,—পালয় আত্মনঃ সত্যম্,—প্রেষয় মাং যমালয়ম্, ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৬॥

এবমুক্তঃ পিতা আত্মনঃ সত্যতায়ৈ নচিকেতসং যমালয়ং প্রেরয়ামাস। সঃ তত্র গত্বা যমস্য অনুপস্থিতিহেতুতঃ অনভ্যর্থিতঃ তিস্রঃ রাত্রীঃ উবাস। ততঃ স্বালয়ং প্রত্যাগতং যমং প্রতি তদাত্মীয়াঃ উচুঃ,—'অতিথিঃ ব্রাহ্মণঃ' 'বৈশ্বানরঃ' অগ্নিঃ [ইব] 'গৃহান্ প্রবিশতি'। 'তস্য' অগ্নিরূপব্রাহ্মণস্য অতিথেঃ 'এতাং' পাদ্যাসনাদিদানলক্ষণাং 'শান্তিং' শ্রমাপনোদনরূপাং [জনাঃ] 'কুর্ব্বন্তি', [অতঃ হে] 'বৈবস্বত' যম,—বিবস্বান্ সূর্য্যঃ, তস্যাপত্যং পুমান্, 'উদকম্' পাদ্যার্থং জলং 'হর' আহর॥ ৭॥

জীর্ণ হইয়া মরিয়া যায় এবং শস্যের ন্যায় পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, (অর্থাৎ মিথ্যা-ব্যবহার দ্বারা কেহ অজর বা অমর হইতে পারে না, অতএব মিথ্যা-ব্যবহারে প্রয়োজন কি? আপনার সত্য পালন করুন, আমাকে যমালয়ে প্রেরণ করুন)'।

৭। [পিতা তাহা শুনিয়া আপন সত্যপালন জন্য নচিকেতাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তিনি তথায় যাইয়া যমের অনুপস্থিতি হেতু অনভ্যর্থিত ভাবেই তিন রাত্রি বাস করিলেন। তার পর যম প্রত্যাগত হইলে যমের আত্মীয়গণ যমকে বলিলেন,—] 'অতিথি ব্রাহ্মণ অগ্নির ন্যায় গৃহে প্রবেশ করেন। লোকে তাঁহার এই রূপে [পাদ্যদানাদি-দ্বারা] শান্তি অর্থাৎ শ্রমাপনয়ন করিয়া থাকে। অতএব হে বিবস্বৎপুত্র, পাদ্যের জন্য জল আনয়ন কর'।

আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতা-
ঞ্চেষ্টাপূর্ত্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্ব্বান্।
এতদ বৃঙ্‌ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো
যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে ॥ ৮ ॥
তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মে
ঽনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ।
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তু
তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব ॥ ৯ ॥

'যস্য গৃহে ব্রাহ্মণঃ' 'অনশ্নন্' অভুঞ্জানঃ 'বসতি', [তস্য] 'অল্পমেধসঃ' অল্পপ্রজ্ঞস্য 'পুরুষস্য' 'আশাপ্রতীক্ষে' আশাম্ ইষ্টার্থপ্রার্থনাং চ, প্রতীক্ষাম্ অবিজ্ঞাতপ্রাপ্ত্যর্থং প্রতীক্ষণং চ তে, 'সঙ্গতং' 'সৎসংযোগজং ফলং 'সূনৃতাং' প্রিয়া বাক, তন্নিমিত্তম্ফলং, 'চ' 'ইষ্টাপূর্ত্তে' ইষ্টম্ যাগজম্ পুণ্যং পূর্ত্তম্ বাপীকূপাদিখননজং পুণ্যং চ, তে 'সর্ব্বান্ পুত্রপশূন্' পুত্রান্ চ পশূন্ চ তান, 'এতৎ' যথোক্তং ব্রাহ্মণানভ্যর্থনং, 'বৃঙ্‌ক্তে' বর্জ্জয়তি, বিনাশয়তি ॥ ৮ ॥

ততো যমো নচিকেতসে উবাচ,—হে 'ব্রহ্মন্' 'তে' তুভ্যম্ 'নমঃ' [অস্তু]। 'মে' মম [ভবদনুগ্রহেণ] 'স্বস্তি' শুভম্ 'অস্তু'। হে 'ব্রহ্মন্' 'যৎ' যস্মাৎ [ত্বম্] 'অতিথিঃ' [অতঃ] 'নমস্যঃ' [সন্ অপি] 'মে' মম 'গৃহে অনশ্নন্

৮। 'যাহার গৃহে ব্রাহ্মণ অভুক্ত থাকে, সেই অল্পবুদ্ধি মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার বিষয়, সাধু-সহবাস ও প্রিয়-বাক্যের ফল, যাগ যজ্ঞ ও বাপী কূপাদি সাধারণ হিতকর দ্রব্য-প্রদানজনিত পুণ্য, পুত্র ও পশুসমূহ, এ সমস্তকে, ইহা অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অনভ্যর্থনরূপ পাপ, বিনাশ করে'।

৯। তৎপর যম নচিকেতাকে বলিলেন, 'হে ব্রহ্মন্, তোমাকে নমস্কার,

শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্
বীতমন্যুর্গৌতমো মাভিমৃত্যো।
ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীত
এতৎ ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে ॥ ১০ ॥

তিস্রঃ রাত্রীঃ' 'অবাৎসীঃ' উষিতবানসি, 'তস্মাৎ' [অনশনেন উপোষিতাম্ একৈকাং রাত্রিং] 'প্রতি ত্রীন্ বরান্' 'বৃণীষ্ব' প্রার্থযস্ব ॥ ৯ ॥

নচিকেতা উবাচ,–[হে মৃত্যো, অহং ত্বয়াঙ্গীকৃতানাং] 'ত্রয়াণাং বরাণাম্ এতৎ প্রথমং বরং' 'বৃণে' প্রার্থয়ে, 'যথা' যৎ 'গৌতমঃ' মম পিতা 'মা অভি' 'মাং প্রতি' 'শান্তসঙ্কল্পঃ' বিগতোৎকণ্ঠঃ 'সুমনাঃ' প্রসন্নমনাঃ [তথা] 'বীতমন্যুঃ' বীতরোষঃ 'স্যাৎ' ভবেৎ। কিঞ্চ সঃ 'প্রতীতঃ' 'সঃ এব অয়ম্ মম পুত্রঃ পুনরাগতঃ ইতি এবং লব্ধস্মৃতিঃ সন্ 'ত্বৎপ্রসৃষ্টং' ত্বয়া পরিত্যক্তং, বিনির্ম্মুক্তম্ 'মা' মাম্ 'অভিবদেৎ' সাদরং সম্ভাষেত ॥ ১০ ॥

তোমার অনুগ্রহে আমার মঙ্গল হউক্। হে ব্রহ্মন্, যেহেতু তুমি অতিথি সুতরাং নমস্য হইয়াও আমার গৃহে তিন রাত্রি অনাহারে বাস করিয়াছ, তজ্জন্য এক এক রাত্রির প্রতি এক একটি করিয়া তিনটি বর প্রার্থনা কর'।

১০। নচিকেতা বলিলেন, 'হে মৃত্যো, আমি তোমার অঙ্গীকৃত তিন বরের মধ্যে এই প্রথম বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার পিতা গৌতম আমার সম্বন্ধে উৎকণ্ঠাশূন্য এবং আমার প্রতি প্রসন্নমনা ও বিগতক্রোধ হউন্, এবং তোমা-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অর্থাৎ বিমুক্ত হইয়া যখন আমি গৃহে ফিরিয়া যাইব, তখন যেন তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া সাদর সম্ভাষণ করেন'।

যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত
ঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ।
সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যু-
স্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্ ॥ ১১ ॥
স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বাঽশনায়াপিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১২ ॥

যমঃ উবাচ,—তব পিতা 'ঔদ্দালকিঃ আরুণিঃ' 'পুরস্তাৎ' পূর্ব্বম্ 'যথা' [স্নেহ-সমন্বিতঃ আসীৎ, অধুনা] 'মৎপ্রসৃষ্টঃ' মদাজ্ঞাতঃ সন্ [তথৈব] 'ভবিতা' ভবিষ্যতি, [কিঞ্চ] 'প্রতীত' লব্ধস্মৃতিঃ [ভবিষ্যতি, সঃ] 'ত্বাম্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তং' [সন্তং] 'দদৃশিবান্' দৃষ্টবান্, [ততঃ] 'বীতমন্যুঃ' [স্যাৎ তথাচ] 'রাত্রীঃ সুখং' 'শয়িতা' সুপ্তঃ ভবিষ্যতি ॥ ১১ ॥

নচিকেতা উবাচ,—'স্বর্গে লোকে ন কিংচন ভয়ম অস্তি, তত্র ত্বম্ [মৃত্যুঃ] ন [অসি, লোকঃ তত্র] জরয়া ন বিভেতি'। 'অশনায়াপিপাসে' অশনায়াং ক্ষুধাং চ পিপাসাং চ, 'তে উভে' 'তীর্ত্বা' অতিক্রম্য 'শোকাতিগঃ' দুঃখবর্জ্জিতঃ [সন্ লোকঃ] 'স্বর্গলোকে' 'মোদতে' হৃষ্যতি ॥ ১২ ॥

১১। যম বলিলেন, 'তোমার পিতা ঔদ্দালকি আরুণি পূর্ব্বে যেরূপ স্নেহ-সমন্বিত ছিলেন, আমার আদেশে এখনও সেইরূপই থাকিবেন, এবং তোমাকে চিনিতে পারিবেন। তিনি তোমাকে মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত দেখিয়া বিগতক্রোধ হইবেন এবং রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাইবেন'।

১২। নচিকেতা বলিলেন, 'স্বর্গলোকে কিছুই ভয় নাই, তুমি [মৃত্যু]

স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো
প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত
এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ ॥ ১৩ ॥

প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ
স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং
বিদ্ধি ত্বমেতন্নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ১৪ ॥

হে 'মৃত্যো', 'স্বর্গ্যম্' স্বর্গসাধনভূতম 'অগ্নিং সঃ ত্বম' 'অধ্যেষি' জানাসি, 'শ্রদ্দধানায়' শ্রদ্ধাবতে 'মহ্যং তম্ [অগ্নিং]' 'প্রব্রূহি' কথয়, [যেন অগ্নিনা সাধনেন লোকাঃ] 'স্বর্গলোকাঃ' স্বর্গলোকবাসিনঃ সন্তঃ 'অমৃতত্বম্' অমরণত্বং 'ভজন্তে' প্রাপ্নুবন্তি, [অহং] 'দ্বিতীয়েন বরেণ' 'এতৎ' অগ্নিসম্বন্ধি বিজ্ঞানং 'বৃণে' প্রার্থয়ে ॥ ১৩ ॥

যমঃ উবাচ,—'হে নচিকেতঃ' [অহং] 'স্বর্গ্যম্ অগ্নিং' 'প্রজানন্' বিজ্ঞাতঃ সন্ 'তে' তুভ্যম্ 'প্রব্রবীমি' সবিশেষং কথয়ামি, 'মে' মম 'তৎ উ'

সেখানে নাই, এবং সেখানে লোক জরাজনিত ভয় পায় না। ক্ষুধা তৃষ্ণা উভয় অতিক্রম করিয়া লোক স্বর্গলোকে আনন্দ উপভোগ করে'।

১৩। 'হে মৃত্যো, স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনরূপ অগ্নি, যে অগ্নিদ্বারা লোকে স্বর্গলোকবাসী হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে, তাহা তুমি অবগত আছ; আমি শ্রদ্ধাবান্, আমাকে তাহা বল। আমি দ্বিতীয় বর দ্বারা এই অগ্নির যজ্ঞীয় ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান প্রার্থনা করি'।

১৪। যম বলিলেন, 'হে নচিকেতঃ, আমি স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়রূপ

লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ
যা ইষ্টকা যাবতীর্ব্বা যথা বা।
স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্যথোক্ত-
মথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ ॥ ১৫ ॥

বচনম্ এব 'নিবোধ' একাগ্রমনাঃ সন্ বুধ্যস্ব। 'ত্বম্ এতম্ [অগ্নিম্]' 'অনন্তলোকাপ্তিম্' অনন্তধাম-প্রাপ্তিসাধনম্, 'অথো' অপি 'প্রতিষ্ঠাম্' জগতঃ আশ্রয়ম্, [তথাচ] 'গুহায়াম্' বিদুষাং ক্রিয়াজ্ঞানবতাং বুদ্ধৌ 'নিহিতম্' নিবিষ্টম্ 'বিদ্ধি' জানীহি' ॥ ১৪ ॥

[যমঃ] 'তস্মৈ' নচিকেতসে 'তম্' 'লোকাদিং' লোকানাম্ আদিং'—প্রথমং সৃষ্টম্ 'অগ্নিম্ উবাচ', 'যাঃ' যদ্রূপাঃ 'ইষ্টকাঃ' 'যাবতীঃ' যৎসংখ্যকাঃ অগ্নিচয়নায় প্রযুজ্যাঃ, 'বা' 'যথা' যেন প্রকারেণ অগ্নিঃ চীয়তে, [তৎসমস্তম্ উবাচ।] 'সঃ চ অপি যথোক্তং তং' 'প্রত্যবদং' প্রত্যুচ্চারিতবান্। 'অথ 'মৃত্যুঃ [তস্য প্রত্যুচ্চারণেন] তুষ্টঃ [সন্] পুনঃ এব আহ' ॥ ১৫ ॥

অগ্নির স্বরূপ বিশেষরূপে অবগত আছি, আমি তোমাকে তাহা সবিশেষ বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। তুমি এই অগ্নিকে অনন্ত-লোকপ্রাপ্তির সাধন, জগতের আশ্রয় এবং গুহাতে অর্থাৎ ক্রিয়াতত্ত্বজ্ঞ-দিগের বুদ্ধিতে নিহিত বলিয়া জানিও।'

১৫। যম তাঁহাকে সৃষ্টবস্তুর আদি অর্থাৎ প্রথম সৃষ্ট অগ্নির বিষয় বলিলেন; যেরূপ ও যত সংখ্যক ইষ্টক অগ্নিচয়নার্থ আবশ্যক এবং যে প্রকারে অগ্নিচয়ন করিতে হয়, তৎসমস্ত বলিলেন। তিনিও যাহা বলা হইল তাহা পুনরুক্তি করিলেন; যম তাঁহার পুনরুক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় বলিলেন।

তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা

বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।

তবৈব নাম্না ভবিতাঽয়মগ্নিঃ

সৃঙ্কাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ ॥ ১৬ ॥

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং

ত্রিকর্ম্মকৃত্তরতি জন্মমৃত্যূ।

ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা

নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৭ ॥

'মহাত্মা' [যমঃ] 'প্রীয়মাণঃ' নচিকেতসঃ শিষ্যযোগ্যতাং পশ্যন্ প্রীতিম্ অনুভবন্, 'তং [নচিকেতসম্] অব্রবীৎ'—'ইহ' অত্র বিষয়ে 'অদ্য' 'তব' তুভ্যম্ 'ভূয়ঃ' পুনরপি 'বরং দদামি'। 'অয়ম্ অগ্নিঃ তব এব নাম্না' 'ভবিতা' প্রসিদ্ধঃ ভবিষ্যতি ; 'ইমাম্' 'অনেকরূপাং' বিচিত্রাং 'সৃঙ্কাং' শব্দবতীং রত্নময়ীং মালাং,—বহুফল-প্রদায়িনীং কর্ম্মময়ীং গতিম্ ইতি ভাবঃ, 'চ গৃহাণ' ॥ ১৬ ॥

'ত্রিভিঃ' মাতৃপিত্রাচার্য্যৈঃ সহ 'সন্ধিং' মিলনম 'এত্য' প্রাপ্য, মাত্রাদেঃ অনুশাসনং যথাবৎ প্রাপ্য ইত্যর্থঃ, 'ত্রিণাচিকেতঃ' নাচিকেতঃ

১৬। মহাত্মা যম নচিকেতার শিষ্যযোগ্যতা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'এই বিষয়ে অদ্য আমি তোমাকে আর এক বর দিতেছি। এই অগ্নি তোমারই নামে লোকে পরিচিত হইবেন, আর এই বিচিত্র শব্দবিশিষ্টা রত্নমালা অর্থাৎ বহু ফলপ্রদায়িনী কর্ম্মময়ী গতিও গ্রহণ কর।'

১৭। যিনি মাতা, পিতা ও আচার্য্য এই তিন ব্যক্তির সহিত মিলন-পূর্ব্বক অর্থাৎ তাঁহাদের অনুশাসন প্রাপ্ত হইয়া তিন বার অগ্নিচয়ন করেন,

ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্বিদিত্বা
য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতম্।
স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১৮ ॥

অগ্নিঃ বারত্রয়ং চিতঃ যেন, [তথা] 'ত্রিকর্ম্মকৃৎ' ইজ্যাধ্যয়নদানানাং কর্ত্তা 'জন্মমৃত্যু' 'তরতি' অতিক্রামতি। 'ঈড্যম্' স্তুত্যম্ 'ব্রহ্মজজ্ঞম্' ব্রহ্মণঃ জাতঃ ব্রহ্মজঃ, ব্রহ্মজশ্চাসৌ জ্ঞশ্চেতি ব্রহ্মজজ্ঞঃ, সর্ব্বজ্ঞঃ, তম্ 'দেবম্ [অগ্নিম্] বিদিত্বা' [তথা] 'নিচায্য' দৃষ্ট্বা 'ইমাং' স্ববুদ্ধি-প্রত্যক্ষাং 'শান্তিম্' 'অত্যন্তম্' অতিশয়েন 'এতি' প্রাপ্নোতি ॥ ১৭ ॥

'যঃ ত্রিণাচিকেতঃ বিদ্বান্' 'এতৎ ত্রয়ং' যা ইষ্টকা যাবতীর্ব্বা যথা বা, 'বিদিত্বা এবং নাচিকেতম্ অগ্নিং চিনুতে, সঃ' 'পুরতঃ' শরীরপাতাৎ পূর্ব্বমেব 'মৃত্যুপাশান্' অধর্ম্মাজ্ঞানরাগদ্বেষাদিলক্ষণান্ 'প্রণোদ্য' অপহায় 'শোকাতিগঃ' শোকাতীতঃ সন্ 'স্বর্গলোকে' 'মোদতে' হৃষ্যতি ॥ ১৮ ॥

এবং যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান এই তিন কর্ম্ম করেন, তিনি জন্মমৃত্যু অতিক্রম করেন, এবং পূজনীয় ব্রহ্মজজ্ঞ দেবকে অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং সমুদায় বস্তু জানেন সেই অগ্নিদেবকে জানিয়া এবং দর্শন করিয়া পরম শান্তি লাভ করেন।

১৮। তিন বার অগ্নিচয়নকারী যে জ্ঞানী ব্যক্তি এই তিন বিষয়,—যে প্রকার ও যত সংখ্যক ইষ্টক অগ্নিচয়নে আবশ্যক এবং যে প্রকারে অগ্নিচয়ন করিতে হয়—জানিয়া অগ্নিচয়ন করেন, তিনি শরীরপাতের পূর্ব্বেই মৃত্যুবন্ধনসমূহ অর্থাৎ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, রাগদ্বেষ প্রভৃতি ছেদনপূর্ব্বক শোকাতীত হইয়া স্বর্গলোকে আনন্দ ভোগ করেন।

এব তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো
যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ।
এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাস-
স্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব ॥ ১৯ ॥
যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে-
ঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥ ২০ ॥

হে 'নচিকেতঃ', 'তে' তুভ্যম্ 'এষঃ' 'স্বর্গ্যঃ' স্বর্গ-সাধনভূতঃ 'অগ্নিঃ' অগ্নিসম্বন্ধী বরঃ [দত্তঃ] 'যম্ [বরং ত্বং] দ্বিতীয়েন বরেণ' 'অবৃণীথা' প্রার্থিতবানসি। 'জনাসঃ' জনাঃ 'এতম্ অগ্নিং তব এব নাম্না প্রবক্ষ্যন্তি,' হে 'নচিকেতঃ, [অথ] 'তৃতীয়ং বরং' 'বৃণীষ্ব' প্রার্থয়স্ব ॥ ১৯ ॥

নচিকেতা উবাচ,—'প্রেতে' মৃতে মনুষ্যে, তদ্বিষয়ে, 'যা ইয়ম্' 'বিচিকিৎসা' সংশয়ঃ [অস্তি,] 'একে অস্তি ইতি, একে চ ন অয়ম্ অস্তি ইতি' [কথয়ন্তি,] 'অহং ত্বয়া' 'অনুশিষ্টঃ' শিক্ষিতঃ সন্ 'এতৎ' 'বিদ্যাম্' বিজানীয়াম্; 'বরাণাম্ এষঃ তৃতীয়ঃ বরঃ' ॥ ২০ ॥

১৯। হে নচিকেতা, তুমি দ্বিতীয় বরদ্বারা যাহা চাহিয়াছিলে, এই সেই স্বর্গ-সাধনরূপ অগ্নি সম্বন্ধীয় বর তোমাকে প্রদান করিলাম। লোকে এই অগ্নিকে তোমার নামে অভিহিত করিবে। হে নচিকেতা, তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।

২০। নচিকেতা বলিলেন, মৃত মনুষ্য সম্বন্ধে এই যে এক সন্দেহ আছে,—কেহ বলেন 'আছে' কেহ কেহ বলেন 'নাই',—আমি তোমার উপদেশে এই বিষয় জানিতে চাহি; আমার বরের মধ্যে এইটি তৃতীয় বর।

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা
 ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব
 মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্॥ ২১॥
দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল
 ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুবিজ্ঞেয়মাত্থ।
বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো
 নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ॥ ২২॥

যমঃ উবাচ,—'অত্র' এতস্মিন্ বিষয়ে 'দেবৈঃ অপি' 'পুরা' পূর্ব্বম 'বিচিকিৎসিতম্' সংশয়িতম্, 'হি' যতঃ 'এষঃ ধর্ম্মঃ ন' 'সুবিজ্ঞেয়ম্', সুবিজ্ঞেয়ঃ [পরন্তু] 'অণুঃ' সূক্ষ্মঃ'। হে 'নচিকেতঃ, অন্যং বরং' 'বৃণীষ্ব' প্রার্থযস্ব, 'মা' মাম্ 'মা উপরোৎসীঃ' উপরোধম্ মাকার্ষীঃ, 'মা' মাম্ [অনুগৃহ্নন্] 'এনম্' [বরম্,] এতদ্বরগ্রহণাভিলাষমিতি যাবৎ 'অতিসৃজ' বিমুঞ্চ॥ ২১॥

নচিকেতা উবাচ,—হে 'মৃত্যো,' 'অত্র' 'কিল' নিশ্চিতং 'পুরা দেবৈঃ অপি বিচিকিৎসিতম্, যৎ [তত্ত্বম্] ত্বং চ ন সুবিজ্ঞেয়ম্' 'আত্থ' বদসি। 'অস্য তত্ত্বস্য বক্তা চ' 'ত্বাদৃক্' তত্তুল্যঃ 'অন্যঃ ন লভ্যঃ', [অতঃ] 'ন এতস্য তুল্যঃ অন্যঃ কঃ চিৎ বরঃ [অস্তি]'॥ ২২॥

২১। যম বলিলেন, এই বিষয়ে দেবতারাও পূর্ব্বে সংশয়যুক্ত ছিলেন, যে হেতু এই ধর্ম্ম সুবিজ্ঞেয় নহে, ইহা সূক্ষ্ম। হে নচিকেতা, অন্য বর প্রার্থনা কর,—আমাকে উপরোধ করিও না; আমাকে অনুগ্রহ করত এই বর-গ্রহণের অভিলাষ ত্যাগ কর।

২২। নচিকেতা বলিলেন, হে মৃত্যো, নিশ্চয়ই এই বিষয়ে পূর্ব্বে

শতায়ুষঃ পুত্র-পৌত্রান্ বৃণীষ্ব
বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব
স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥ ২৩॥

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং
বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি
কামানান্ত্বা কামভাজং করোমি ॥ ২৪ ॥

যমঃ উবাচ, 'শতায়ুষঃ' শতবর্ষাণি আয়ুংসি যেষাং তান্, 'পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব, [তথা] বহূন্' 'পশূন্' গবাদীন্ 'হস্তিহিরণ্যম্' অনয়োঃ সমাহারঃ,— হস্তিনং হিরণ্যং চ ইত্যর্থঃ 'অশ্বান্' [চ], 'ভূমেঃ' পৃথিব্যাঃ 'মহৎ' বৃহৎ 'আয়তনম্' মণ্ডলং, রাজ্যং [চ বৃণীষ্ব] 'চ' অপি 'স্বয়ং যাবৎ' 'শরদঃ' বর্ষাণি [জীবিতুম্] 'ইচ্ছসি' [তাবৎ] 'জীব' জীবনং ধারয় ॥ ২৩ ॥

'যদি [কিঞ্চিদপি অন্যং] বরম্' 'এতৎতুল্যম্' এতেন সমানং 'মন্যসে,' [যথা—] 'বিত্তং' হিরণ্যাদিকং 'চ' অপি 'চিরজীবিকাং' 'চিরজীবনোপায়ম্'

দেবতারাও সন্দেহযুক্ত হইয়াছিলেন, তুমিও বলিতেছ—'ইহা সুবিজ্ঞেয় নহে,' এই বিষয়ে তোমার তুল্য অন্য বক্তাও পাওয়া যাইবে না। অতএব ইহার তুল্য অন্য কোন বর নাই।

২৩। যম বলিলেন, শত বর্ষায়ু পুত্রপৌত্র প্রার্থনা কর, বহু পশু, হস্তী, স্বর্ণ, অশ্ব এবং পৃথিবীর বৃহৎ অংশ অর্থাৎ রাজ্য প্রার্থনা কর, এবং স্বয়ং যত বৎসর ইচ্ছা জীবন ধারণ কর।

২৪। যদি অন্য কোন বর ইহার তুল্য মনে কর, যথা—বিত্ত

যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্ত্যলোকে
সর্ব্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা
ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব
নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ ॥ ২৫ ॥

[তদা ত্বম্] 'বৃণীষ্ব'। হে 'নচিকেতঃ,' 'মহাভূমৌ' মহত্যাম্ ভূমৌ 'ত্বম্' [রাজা] 'এধি' ভব, [অহং যমঃ] 'ত্বা' ত্বাং 'কামানা°' কাম্যবস্তুনা' 'কামভাজং' কামভাগিনং 'করোমি' করিষ্যামি ॥ ২৪ ॥

'যে যে' 'কামাঃ' কাম্যপদার্থাঃ 'মর্ত্ত্যলোকে দুর্লভাঃ, [তান্] সর্ব্বান্ কামান্' 'ছন্দতঃ' ইচ্ছাতঃ 'প্রার্থয়স্ব'। 'ইমাঃ' 'সরথাঃ' 'রথৈঃ সহ বর্ত্তন্তে ইতি, 'সতূর্য্যাঃ' তূর্য্যৈঃ বাদিত্রৈঃ সহ বর্ত্তন্তে ইতি, 'রামাঃ' রমণ্যঃ, 'ঈদৃশাঃ' ঈদৃশ্যঃ 'ন হি মনুষ্যৈঃ' 'লম্ভনীয়াঃ' প্রাপণীয়াঃ। 'মৎপ্রত্তাভিঃ' ময়া দত্তাভিঃ 'আভিঃ' [সরথ-সতূর্য্য-রামাভিঃ আত্মানম্] 'পরিচারয়স্ব' আত্ম-শুশ্রূষাং কারয়, হে 'নচিকেতঃ,' 'মরণম্' মরণবিষয়কং প্রশ্নম্ 'মা অনুপ্রাক্ষীঃ' ন পৃচ্ছ ॥ ২৫ ॥

এবং চিরজীবিকা, তাহা প্রার্থনা কর। হে নচিকেতা, তুমি প্রশস্ত ভূমণ্ডলের উপর রাজা হও, আমি তোমাকে সমুদায় কামনার কামভাগী করিব।

২৫। মর্ত্ত্যলোকে যে যে কাম্যবস্তু দুর্লভ, সেই সমুদায় ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা কর। এই সকল রথযুক্তা ও বাদ্যযন্ত্রধারিণী রমণীগণ—এরূপ রমণীসমূহ মনুষ্যেরা পায় না। আমার প্রদত্ত এই সকল পরিচারিণী-কর্ত্তৃক পরিচারিত হও; হে নচিকেতা, মরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না।

শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব
তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥ ২৬ ॥

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো
লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং
বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥ ২৭ ॥

নচিকেতা উবাচ,—হে 'অন্তক' যম, [ত্বদুক্তাঃ ভোগাঃ] 'শ্বোভাবাঃ' শ্বঃ কল্য স্থাস্যন্তি ন স্থাস্যন্তি বা ইতি সন্দিহ্যমানাঃ এব ভাবাঃ যেষাং তে; [কিঞ্চ] 'মর্ত্ত্যস্য' মরণশীলস্য মনুষ্যাদেঃ 'সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং যৎ তেজঃ এতৎ' 'জরয়ন্তি' অপক্ষয়ন্তি। 'অপি সর্ব্বং' জীবসমষ্টিরূপি-অপরব্রহ্মণঃ অপি 'জীবিতং' জীবনম্ 'অল্পম্ এব', [অতঃ তব] 'বাহাঃ' অশ্বাঃ 'নৃত্যগীতে' নৃত্যং চ গীতং চ তে, 'তব এব' [তিষ্ঠন্তু] ॥ ২৬ ॥

'মনুষ্যঃ বিত্তেন ন' 'তর্পণীয়ঃ' তোষণীয়ঃ [বয়ং] 'চেৎ' যদা 'ত্বা' ত্বাম্ 'অদ্রাক্ষ্ম' দৃষ্টবন্তঃ স্ম, [তদা] 'বিত্তং' [নূনং] 'লপ্স্যামহে' প্রাপ্স্যামহে।

২৬। নচিকেতা বলিলেন, হে যম, তোমার বর্ণিত ভোগসকল কল্য থাকিবে কি থাকিবে না এরূপ সন্দিহ্যমান, এবং মনুষ্যাদির সর্ব্বেন্দ্রিয়ের যে তেজ, তাহাকে ক্ষয় করে। সমগ্র (অর্থাৎ জীবন-সমষ্টিরূপী অপর ব্রহ্মের) জীবনও অল্পক্ষণ স্থায়ী, অতএব তোমার অশ্ব ও নৃত্যগীত তোমারই থাকুক্।

২৭। মনুষ্য বিত্তে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, আমরা যখন

অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্য্যন্ মর্ত্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদা-
নতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত ॥ ২৮ ॥

[তথৈব] 'যাবৎ ত্বম্' 'ঈশিষ্যসি' 'ঈশিষ্যসে' প্রভুঃ স্যাঃ [তাবৎ বয়ং] 'জীবিষ্যামঃ' 'তু' কিন্তু 'সঃ' পূর্ব্বোক্তঃ 'বরঃ এব' 'মে' মম 'বরণীয়ঃ' প্রার্থনীয়ঃ ॥ ২৭ ॥

'ক্বধঃস্থঃ' কু-অধঃ-স্থঃ—স্বর্গাদিলোকাপেক্ষয়া নিম্নতরায়াম্ পৃথিব্যাং স্থিতঃ 'জীর্য্যন্' 'জরাধীনঃ' 'কঃ মর্ত্ত্যঃ' 'অজীর্য্যতাম্' 'অজরাণাম্' 'অমৃতানাম্' অমরাণাং [সকাশম] 'উপেত্য' উপগম্য [আত্মনঃ উৎকৃষ্ট-তরম প্রয়োজনান্তরম্ প্রাপ্তব্যম্ অস্তি, তেভ্যঃ ইতি] 'প্রজানন্' 'বর্ণরতি-প্রমোদান্' রূপাৎ চ প্রণয়াৎ চ প্রসূতান্ সুখান্ 'অভিধ্যায়ন্' তেষাম্ অনবস্থিততাং চিন্তয়ন্ 'অতিদীর্ঘে' 'জীবিতে' জীবনে 'রমেত' আনন্দম্ অনুভবেৎ ? ২৮ ॥

তোমাকে দেখিয়াছি, তখন বিত্ত অবশ্যই পাইব, এবং তুমি যত দিন প্রভু থাকিবে তত দিন জীবিত থাকিব; কিন্তু সেই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বরই আমার প্রার্থনীয়।

২৮। স্বর্গাদি লোকাপেক্ষা নিম্নতর পৃথিবীতে অবস্থিত, জরাধীন, এবং মরণশীল কোন্ ব্যক্তি অজর অমরদিগের নিকটে গমনপূর্ব্বক, 'আত্মার উৎকৃষ্টতর প্রয়োজন ও প্রাপ্তব্য বস্তু আছে' ইহা [তাঁহাদের নিকট] অবগত হইয়া, এবং রূপ ও প্রণয়জাত সুখের অস্থিরতা চিন্তা করিয়া, অতি দীর্ঘ জীবনে আনন্দানুভব করিতে পারে ?

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যন্তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে ॥ ২৯ ॥

হে 'মৃত্যো' 'যস্মিন্' [পরলোক-বিষয়ে লোকাঃ] 'ইদম্' বিচিকিৎসনম 'বিচিকিৎসন্তি' সংশয়ং কুর্ব্বন্তি, [তস্মিন্] 'মহতি' 'সাম্পরায়ে' পরলোকে যৎ [অস্তি], 'তৎ' 'নঃ' অস্মভ্যম্ 'ব্রূহি'। যঃ অয়ম্ বরঃ' 'গূঢ়ং' দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং পরলোকভাবম্ 'অনুপ্রবিষ্টঃ' [স্যাৎ] যদ্ববলাভেন পরলোকভাবঃ স্পষ্টং প্রকাশিতঃ ভবেৎ, ইত্যর্থঃ 'তস্মাৎ অন্যং [বরং] নচিকেতা ন' 'বৃণীতে' প্রার্থয়তে ॥ ২৯ ॥

২৯। যে পরলোক বিষয়ে লোক এই সংশয় করিয়া থাকে, সেই মহান্ পরলোকে যাহা আছে, তদ্বিষয় আমাদিগকে বল। এই যে বর, যাহা দুর্ব্বিজ্ঞেয় পরলোকভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে অর্থাৎ যে বরলাভে পরলোক ভাব স্পষ্ট প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইতে পৃথক্ বর নচিকেতা প্রার্থনা করে না।

ইতি প্রথমা বল্লী সমাপ্তা।

কঠোপনিষৎ

প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু
ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥ ১ ॥
প্রেয়শ্চ শ্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।

যমঃ উবাচ—'শ্রেয়ঃ' মঙ্গলম্ [প্রেয়সঃ] 'অন্যৎ' পৃথক্ 'উত' তথা 'প্রেয়ঃ' সুখকরম্ [শ্রেয়সঃ] 'অন্যৎ এব', 'তে উভে' 'নানার্থে' বিভিন্নে প্রয়োজনে সতি 'পুরুষং' মনুষ্যং 'সিনীতঃ' বধ্নীতঃ। 'তয়োঃ' 'শ্রেয়ঃ আদদানস্য' শ্রেয়ঃ-গ্রহিতুঃ 'সাধু' শিবম্ 'ভবতি, যঃ উ প্রেয়ঃ' 'বৃণীতে' গৃহ্লাতি, [সঃ] 'অর্থাৎ' পরমার্থাৎ 'হীয়তে' বিচ্যুতঃ ভবতি ॥ ১ ॥

'শ্রেয়ঃ চ প্রেয়ঃ চ মনুষ্যম্' 'এতঃ' আ-ইতঃ প্রাপ্নুত, 'ধীরঃ' জ্ঞানী 'এতৌ' 'সম্পরীত্য' সম্যক্ মনসা আলোচ্য, 'বিবিনক্তি' পৃথক্কৃত্য।

১। শ্রেয় অর্থাৎ মঙ্গল ও প্রেয় অর্থাৎ সুখকর পরস্পর বিভিন্ন। এই উভয় বিভিন্নরূপে জীবকে আবদ্ধ করে। যে এই দুয়ের মধ্যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে তাহার মঙ্গল হয়, আর যে প্রেয়কে গ্রহণ করে সে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হয়।

২। শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে আশ্রয় করে, জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাদিগের

শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥ ২ ॥
স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামা-
নভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং স্রঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাম্মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ ॥ ৩ ॥

জানাতি। 'ধীরঃ প্রেয়সঃ' [উত্তমং মত্বা] 'শ্রেয়ঃ' 'হি' এব 'অভিবৃণীতে' গৃহ্নাতি, 'মন্দঃ' অল্পবুদ্ধিঃ 'যোগক্ষেমাৎ' অপ্রাপ্তবস্তু-প্রাপ্তেঃ তথা প্রাপ্তবস্তু রক্ষণস্য অভিলাষাৎ 'প্রেয়ঃ বৃণীতে' ॥ ২ ॥

হে 'নচিকেতঃ, সঃ ত্বম্' 'প্রিয়ান্' রম্যান্, পুত্রাদীন্ 'প্রিয়রূপান্' আপাতরমণীয়ান্ অপ্সরঃ প্রভৃতি লক্ষণান্ 'চ কামান্' 'অভিধ্যায়ন্' তেষাম্ অনিত্যত্বম্ অসারত্বাদিকং চ দোষান্ চিন্তয়ন্ [তান্] 'অত্যস্রাক্ষীঃ' পরিত্যক্তবান্ অসি, [তথা] 'ন এতাম্ বিত্তময়ীং' 'স্রঙ্কাং' সৃতিম্, পন্থানম্ 'অবাপ্তঃ' গৃহীতবান্ অসি, 'যস্যাম্' [সৃতৌ] 'বহবঃ মনুষ্যাঃ' 'মজ্জন্তি' নিমগ্নাঃ ভবন্তি ॥ ৩ ॥

বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিয়া ইহাদিগকে পৃথক্ বলিয়া জানেন। তিনি প্রেয় অপেক্ষা উত্তম জানিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, আর অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি যোগক্ষেম অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ অভিলাষে প্রেয়কে গ্রহণ করে।

৩। হে নচিকেতা, তুমি রমণীয় ও আপাত-রমণীয় কাম্য বস্তুসমূহের অনিত্যত্ব ও অসারত্বাদি দোষ চিন্তা করিয়া তৎসমস্তকে পরিত্যাগ করিয়াছ, এবং এই বিত্তময় পথ, যাহাতে অনেক মনুষ্য মগ্ন হইতেছে, তাহা অবলম্বন কর নাই।

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে
ন ত্বা কামা বহবো লোলুপন্তঃ ॥ ৪ ॥

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাঽন্ধাঃ ॥ ৫ ॥

অবিদ্যা যা চ বিদ্যা ইতি জ্ঞাতা, এতে' 'দূরম্' দূরেণ, মহতান্তরেণ, 'বিপরীতে' 'বিষূচী' বিসূচ্যৌ—নানাগতী, ভিন্নফলে; [অহং] 'নচিকেতসম্' 'বিদ্যাভীপ্সিনং' বিদ্যার্থিনম্' 'মন্যে', [যতঃ] 'ত্বা' 'ত্বাম্' 'বহবঃ কামাঃ ন' 'লোলুপন্তঃ' প্রলুব্ধং কৃতবন্তঃ ॥ ৪ ॥

'অবিদ্যাযাম্' 'অন্তরে' মধ্যে 'বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্' 'মন্যমানাঃ', মননশীলাঃ 'মূঢ়াঃ' 'দন্দ্রম্যমাণাঃ' অত্যর্থং কুটিলাম্ অনেকরূপাং গতিং গচ্ছন্তঃ 'পরিযন্তি' পরিগচ্ছন্তি, 'যথা অন্ধেন এব নীয়মানাঃ অন্ধাঃ' [পরিগচ্ছন্তি] ॥ ৫ ॥

৪। অবিদ্যা আর বিদ্যা বলিয়া যাহারা প্রসিদ্ধ ইহারা পরস্পর অতি বিপরীত এবং ভিন্ন-গতি অর্থাৎ ভিন্ন-ফলপ্রদা; আমি নচিকেতাকে বিদ্যার প্রার্থী বলিয়া মনে করি, যে হেতু তোমাকে অনেক কাম্য বস্তুও প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই।

৫। যাহারা অজ্ঞানতায় অবস্থিত, অথচ আপনাদিগকে বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তিরা দন্দ্রম্যমাণ অর্থাৎ

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে ॥ ৬ ॥
শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
শ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥ ৭ ॥

'প্রমাদ্যন্তম্' প্রমাদম্ অনবধানতাং কুর্ব্বন্তং, চিন্তাবিহীনম্, 'বিত্তমোহেন' বিত্তনিমিত্তেন অবিবেকেন 'মূঢ়ম্' তমসাচ্ছন্নম্, 'বালম্' অবিবেকিনম্ প্রতি 'সাম্পরায়ঃ' পারলৌকিকঃ বিষয়ঃ 'ন ভাতি' ন প্রকাশতে। [সঃ অবিবেকী] 'অয়ম্ [এব] লোকঃ' [অস্তি,] 'পরঃ' [লোকঃ] 'নাস্তি ইতি' 'মানী' মননশীলঃ সন্ 'পুনঃ পুনঃ' 'মে' মম, মৃত্যোঃ 'বশম্' 'আপদ্যতে' আগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

'যঃ [আত্মা]' 'শ্রবণায়' শ্রবণার্থম্ 'অপি বহুভিঃ ন লভ্যঃ' যস্য আত্মনঃ প্রসঙ্গস্য শ্রবণোপায়ঃ অপি বহূনাম্ মনুষ্যাণাং নাস্তি ইত্যর্থঃ 'যং শৃণ্বন্তঃ

অতিশয় কুটিলভাবে নানা পথে চালিত হইয়া অন্ধকর্তৃক নীয়মান অন্ধদিগের ন্যায় পরিভ্রমণ করে।

৬। চিন্তাহীন এবং ধনমোহে আচ্ছন্ন অবিবেকীর নিকট পারলৌকিক বিষয় প্রকাশিত হয় না, কেবল এই লোকই আছে, পরলোক নাই, এরূপ মনে করিয়া সে পুনঃ পুনঃ আমার অর্থাৎ মৃত্যুর অধীন হয়।

৭। ,অনেকে যাঁহাকে শ্রবণ করিতেও পায় না অর্থাৎ অনেকের পক্ষে

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এয
সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্য-
ণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥ ৮ ॥

অপি বহবঃ ন বিদ্যুঃ', 'অস্য [আত্মনঃ] বক্তা' 'আশ্চর্য্যঃ' অদ্ভুতবৎ দুর্লভঃ, 'কুশলঃ' নিপুণঃ [এব] 'অস্য [আত্মনঃ] লব্ধা' [ভবতি]। 'কুশলেন' নিপুণেন আচার্য্যেণ 'অনুশিষ্টঃ' উপদিষ্টঃ 'জ্ঞাতা' 'আশ্চর্য্যঃ' দুর্লভঃ ॥ ৭ ॥

'এষঃ [আত্মা]' 'অবরেণ' হীনেন 'নরেণ' 'প্রোক্তঃ' উপদিষ্টঃ 'ন সুবিজ্ঞেয়ঃ' [ভবতি ; যস্মাৎ এষঃ অনেকৈঃ] 'বহুধা' অস্তি নাস্তি, কর্ত্তা অকর্ত্তা, শুদ্ধঃ অশুদ্ধঃ ইত্যাদি অনেকধা 'চিন্ত্যমানঃ' [ভবতি]। 'অনন্যপ্রোক্তে' অন্যেন, হীনাচার্য্যভিন্নেন, শ্রেষ্ঠাচার্য্যেণ, অকথিতে সতি 'অত্র' আত্মবিষয়ে 'গতিঃ' অবগতিঃ 'নাস্তি', 'হি' যস্মাৎ [সঃ] 'অণুপ্রমাণাৎ' অণুপরিমাণাৎ [অপি] 'অণীয়ান্' সূক্ষ্মঃ, [অপি] 'অতর্ক্যম্' 'অতর্ক্যঃ' তর্কেণ অপ্রাপ্যঃ ॥ ৮ ॥

যাঁহার বিষয়ে উপদেশ-লাভও সুদুর্লভ, যাঁহাকে শ্রবণ করিয়াও অনেকে জানিতে পারে না, তাহার বক্তা দুর্লভ। নিপুণ ব্যক্তিই ইহাকে লাভ করিতে পারেন। নিপুণ আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট জ্ঞাতাও দুর্লভ।

৮। ইনি অর্থাৎ আত্মা হীন মনুষ্যদ্বারা উপদিষ্ট হইলে সুবিজ্ঞেয় হন না, যে হেতু অনেকে তাঁহাকে অনেক প্রকারে ভাবে। হীনাচার্য্য হইতে অন্যদ্বারা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠাচার্য্য দ্বারা উক্ত না হইলে এই বিষয়ে অর্থাৎ আত্মবিষয়ে গতি নাই অর্থাৎ আত্মাকে জানা যায় না ; যে হেতু ইনি অণুপরিমাণ হইতেও সূক্ষ্ম, এবং তর্ক দ্বারা অপ্রাপ্য।

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্ব্বতাসি
ত্বাদৃঙ্ নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥ ৯ ॥

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নি-
রনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ ॥ ১০ ॥

'যাম্' [আত্মনি মতিম্] 'ত্বম্ আপঃ,' [প্রাপ্তবান্ অসি] 'এষা' 'মতিঃ' বুদ্ধিঃ 'তর্কেণ ন' 'আপনেয়া' প্রাপণীয়া, হে 'প্রেষ্ঠ' প্রিয়তম, [এষা] 'অন্যেন' অভিজ্ঞেন আচার্য্যেণ 'প্রোক্তা' [সতী] 'সুজ্ঞানায়' সুবোধায় [ভবতি] সুবিজ্ঞেয়া ভবতি ইত্যর্থঃ ; [ত্বম্] 'বত' নূনম্ 'সত্যধৃতিঃ' স্থিরসঙ্কল্পঃ 'অসি' ; হে 'নচিকেতঃ,' 'নঃ' অস্মাকম্ 'ত্বাদৃক্' ত্বৎ-তুল্যঃ 'প্রষ্টা' প্রশ্নকর্ত্তা, জিজ্ঞাসুঃ 'ভূয়াৎ', [সদা ইতি ভাবঃ] ॥ ৯ ॥

'অহং জানামি' 'শেবধিঃ' নিধিঃ, পশ্বাদি ধনম্ 'ইতি' অসৌ 'অনিত্যম্'। 'হি' যস্মাৎ 'অধ্রুবৈঃ' অনিত্যৈঃ 'তৎ ধ্রুবম্' পরমাত্মা 'ন প্রাপ্যতে'।

৯। তুমি যে আত্ম-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা তর্ক দ্বারা প্রাপ্য নহে ; হে প্রিয়তম, অন্যকর্ত্তৃক অর্থাৎ অভিজ্ঞ আচার্য্যকর্ত্তৃক উক্ত হইলে তাহা সুবিজ্ঞেয় হয় ; তুমি নিশ্চয়ই স্থির-সঙ্কল্প ব্যক্তি ; হে নচিকেত, আমরা যেন সর্ব্বদাই তোমার মত জিজ্ঞাসু পাই।

১০। আমি জানি পশ্বাদি ধন অনিত্য ; যেহেতু অধ্রুব বস্তুদ্বারা সেই ধ্রুব বস্তুকে, অর্থাৎ পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না। সেই জন্যই আমি

কামস্যাপ্তিঞ্জগতঃ প্রতিষ্ঠাং
ক্রতোরানন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমম্মহদুরুগায়ম্প্রতিষ্ঠাং
দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ॥ ১১॥
তন্দুর্দর্শঙ্গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠম্পুরাণম্।

'ততঃ' তস্মাৎ [এব] 'ময়া' 'অনিত্যৈঃ দ্রব্যৈঃ' পশ্বাদিভিঃ 'নাচিকেতঃ অগ্নিঃ চিতঃ' [তেন] 'নিত্যম্' আপেক্ষিকং নিত্যং [যাম্যপদম্] 'প্রাপ্তবান্ অস্মি' ॥ ১০ ॥

হে 'নচিকেতঃ,' 'কামস্য' 'আপ্তিং' সমাপ্তিং, 'জগতঃ' 'প্রতিষ্ঠাম্' আশ্রয়ং 'ক্রতোঃ' যজ্ঞস্য 'আনন্ত্যম্' অনন্তফলং হিরণ্যগর্ভপদম্, 'অভয়স্য' 'পারম্' পরাং নিষ্ঠাং 'স্তোমং' স্তুত্যম্ প্রশংসনীয়ম্ 'মহৎ' 'উরুগায়ম্' বিস্তীর্ণাং গতিম্, 'প্রতিষ্ঠাম্' আত্মনঃ উত্তমাং স্থিতিং দৃষ্ট্বা' [অপি ত্বম্! 'ধীরঃ' ধীমান্ সন্ 'ধৃত্যা' ধৈর্য্যেণ [সর্ব্বম্ এতৎ কর্ম্মকাণ্ডেন অঙ্গীকৃতং সুখজাতম্] 'অত্যস্রাক্ষীঃ' অতিসৃষ্টবান্ অসি ॥ ১১ ॥

অনিত্য দ্রব্য পশ্বাদিদ্বারা নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছি বলিয়া নিত্য অর্থাৎ আপেক্ষিক ভাবে নিত্য যমত্ব লাভ করিয়াছি।

১১। হে নচিকেত, কামনার সমাপ্তি, জগতের আশ্রয়, যজ্ঞের অনন্ত ফল হিরণ্যগর্ভপদ, অভয়ের পার অর্থাৎ অভয়প্রদ স্থান, প্রশংসনীয় মহৎ বিস্তীর্ণ গতি অর্থাৎ আশ্রয়-স্থান এবং আত্মার বিশ্রামস্থল, এই সমস্ত দেখিয়াও তুমি বুদ্ধিমান্ বলিয়া ধৈর্য্যের সহিত এই সকল (কর্ম্মকাণ্ডে অঙ্গীকৃত) সুখ পরিত্যাগ করিয়াছ।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥ ১২ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্ত্যঃ
প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণুমেতমাপ্য ।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা
বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসম্মন্যে ॥ ১৩ ॥

'তং' 'দুর্দ্দর্শং' দুঃখেন দর্শনম্ অস্য ইতি, 'গূঢ়ং' গহনম্ 'অনুপ্রবিষ্টম্' প্রচ্ছন্নম্, প্রতিবিষয়ান্তরে প্রবিষ্টম্ ইতি বা, 'গুহাহিতম্' গুহায়াং হৃদয়ে আহিতং স্থিতং 'গহ্বরেষ্ঠং' গহ্বরে দুর্গমস্থানে, ইন্দ্রিয়াতীতস্থানে তিষ্ঠতি ইতি' 'পুরাণং দেবম্' 'অধ্যাত্মযোগাধিগমেন' অধ্যাত্ম-যোগ-ঘটিত-জ্ঞানেন 'মত্বা' জ্ঞাত্বা 'ধীরঃ হর্ষশোকৌ' 'জহাতি' অতিক্রামতি ॥ ১২ ॥

'মর্ত্ত্যঃ' 'এতৎ' পরমাত্মানং 'শ্রুত্বা' 'সম্পরিগৃহ্য' সম্যক্ অবধার্য্য, [তথা] 'ধর্ম্ম্যং' গুণবিশিষ্টং, ধর্ম্মাৎ অনপেতম্ বা, [আত্মানং] 'প্রবৃহ্য' শরীরাদেঃ পৃথক্ কৃত্বা [এবং চ] 'এতম্' 'অণুম্' সূক্ষ্মবস্তু 'আপ্য' প্রাপ্য [সঃ] 'মোদনীয়ং' হর্ষণীয়ম্ [পরমাত্মানম] 'লব্ধ্বা' 'মোদতে' আনন্দং লভতে। 'নচিকেতসম্' [প্রতি অহং] 'সদ্ম' ব্রহ্ম-ভবনম্ 'বিবৃতম্' অপাবৃত-দ্বারম্ 'মন্যে' ॥ ১৩ ॥

১২। সেই দুর্দর্শ অর্থাৎ যাঁহাকে সহজে দেখা যায় না, গূঢ়, প্রতি বিষয়ান্তরে প্রবিষ্ট, হৃদয়ে অবস্থিত, দুর্গম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম জ্ঞানমাত্রগ্রাহ্য স্থানে অবস্থিত পুরাতন দেবতাকে অধ্যাত্মযোগঘঠিত জ্ঞানদ্বারা জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি হর্ষশোকের অতীত হন।

১৩। মনুষ্য ইঁহার অর্থাৎ পরমাত্মার বিষয় শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে সম্যক্ রূপে অবধারণ করিয়া, গুণবিশিষ্ট বা পবিত্র বস্তু আত্মাকে শরীরাদি

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ ॥ ১৪ ॥
সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥ ১৫ ॥

নচিকেতা উবাচ,—'ধর্ম্মাৎ' 'অন্যত্র' পৃথক্-ভূতম্, 'অধর্ম্মাৎ অন্যত্র অস্মাৎ' 'কৃতাকৃতাৎ' কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলবদ্ধাৎ জগতঃ 'অন্যত্র' [তথা] 'ভূতাৎ' অতিক্রান্তাৎ 'ভব্যাৎ' ভবিষ্যতঃ 'চ অন্যত্র যৎ পশ্যসি তৎ বদ' ॥ ১৪ ॥

যমঃ উবাচ,—'সর্ব্বে বেদাঃ যৎ' 'পদম্' পদনীয়ম্ পূজনীয়ম্ 'আমনন্তি' কীর্ত্তয়ন্তি, 'সর্ব্বাণি তপাংসি চ যৎ বদন্তি, যৎ ইচ্ছন্তঃ' [ব্রহ্মজ্ঞানার্থিনঃ] ব্রহ্মচর্য্যং 'চরন্তি' অনুষ্ঠীয়ন্তে, 'তৎ পদম্' [অহং] 'সংগ্রহেণ' সঙ্ক্ষেপতঃ 'ব্রবীমি ওম্ ইতি এতৎ' ॥ ১৫ ॥

হইতে পৃথক্ করিয়া এবং এই রূপে এই সূক্ষ্ম বস্তুকে প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দকর পরমাত্মাকে লাভ করতঃ আনন্দিত হন। আমার বোধ হয় ব্রহ্মভবন নচিকেতার প্রতি মুক্তদ্বার হইয়া রহিয়াছে।

১৪। নচিকেতা বলিলেন, ধর্ম্ম হইতে পৃথক্, অধর্ম্ম হইতে পৃথক্, এই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলবদ্ধ জগৎ হইতে পৃথক্ এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে পৃথক্, এমন যে বস্তু দেখিতেছ, তাহা বল।

১৫। যম বলিলেন, সমুদায় বেদ যে পূজনীয়কে কীর্ত্তন করে, সমুদায় তপস্যা যাঁহাকে ব্যক্ত করে, অর্থাৎ যাঁহার প্রাপ্ত্যর্থে অনুষ্ঠিত, যাঁহাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানার্থীরা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহাকে আমি সংক্ষেপে কহিতেছি—তিনি এই ওঁ।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরম্পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥১৬॥
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনম্পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৭ ॥
ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং
কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ১৮ ॥

'এতৎ অক্ষরং হি এব ব্রহ্ম, এতৎ অক্ষরম্ এব পরম্, এতৎ অক্ষরম্ এব জ্ঞাত্বা যঃ যৎ ইচ্ছতি তস্য তৎ [ভবতি]' ॥ ১৬ ॥

'এতৎ' 'আলম্বনম্' ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থম্ অবলম্বনম্ 'শ্রেষ্ঠম্'; 'এতৎ আলম্বনম্' 'পরম্' উচ্চতমম্, 'এতৎ আলম্বনম্ জ্ঞাত্বা [সাধকঃ] ব্রহ্মলোকে মহীয়তে' ॥ ১৭ ॥

'বিপশ্চিৎ' মেধাবী, জ্ঞানবান্ আত্মা 'ন জায়তে' ন উৎপদ্যতে 'ম্রিয়তে বা'; 'অয়ং' 'কুতশ্চিৎ' কারণান্তরাৎ 'ন বভূব'; [অস্মাৎ চ আত্মনঃ] 'কঃ চিৎ' [অপর-পদার্থঃ] 'ন বভূব। 'অয়ম্ অজঃ নিত্যঃ' 'শাশ্বতঃ' অপক্ষয়বিবর্জিতঃ [তথা] 'পুরাণঃ'। 'শরীরে হন্যমানে' [সতি অপি অয়ং] 'ন হন্যতে' ॥ ১৮ ॥

১৬। এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পরব্রহ্ম, এই অক্ষরকে জ্ঞাত হইয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহার তাহা হয়।

১৭। ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য এই অবলম্বন শ্রেষ্ঠ। এই অবলম্বন উচ্চতম; এই অবলম্বনকে জানিয়া সাধক ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হন।

১৮। জ্ঞানবান্ আত্মার জন্ম নাই, মরণ নাই; ইনি কোন বস্তু

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯॥
অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়া-
নাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥ ২০॥

'হন্তা' 'চেৎ' যদি 'হন্তুম্' এতং হনিষ্যামি ইতি 'মন্যতে,' হতঃ চেৎ [আত্মানম্] 'হতম্ মন্যতে' [তদা] 'তৌ উভৌ' [আত্মলক্ষণং] 'ন বিজানীতঃ,' [যতঃ] 'অয়ম্ [আত্মা] ন হন্তি, ন হন্যতে' [চ] ॥ ১৯ ॥

অণোঃ' সূক্ষ্মাৎ 'অণীযান্' সূক্ষ্মতরঃ, 'মহতঃ' 'মহীয়ান্' মহত্তরঃ 'আত্মা অস্য' 'জন্তোঃ' প্রাণিজাতস্য 'গুহায়াং' হৃদি 'নিহিতঃ'। 'অক্রতুঃ' অকামঃ, 'বীতশোকঃ' বিগতশোকঃ 'ধাতুপ্রসাদাৎ' মন-আদি-শরীরধারকাণাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ প্রসন্নাবস্থাহেতোঃ 'তম্ [আত্মানম্] আত্মনঃ মহিমানম্ [চ] পশ্যতি' ॥ ২০ ॥

হইতে উৎপন্ন হন নাই, ইঁহা হইতেও অন্য কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় নাই। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত (অপক্ষয়-বর্জ্জিত) ও পুরাতন। শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি বিনষ্ট হন না।

১৯। হন্তা যদি মনে করে আমি ইহাকে হনন করিব, হত ব্যক্তি যদি আত্মাকে হত মনে করে, তবে উভয়ই আত্ম-লক্ষণ সম্বন্ধে অজ্ঞ, যেহেতু ইনি অর্থাৎ আত্মা হননও করেন না, হতও হন না।

২০। সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, মহৎ হইতে মহৎ আত্মা এই প্রাণিসমূহের হৃদয়ে অবস্থিত। অকাম ও বিগতশোক ব্যক্তি শরীরধারক মন-আদি ইন্দ্রিয়গণের প্রসন্নাবস্থা হইলে সেই আত্মাকে এবং আত্মার মহিমা দর্শন করেন।

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তম্মদামদন্দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ॥ ২১ ॥
অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ ২২ ॥
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্॥ ২৩ ॥

[আত্মা] 'আসীনঃ' অবস্থিতঃ, স্থিরঃ [অপি সন্] 'দূরম' 'ব্রজতি' গচ্ছতি, 'শয়ানঃ' অচলঃ [অপি সন্] "সর্ব্বতঃ যাতি'। 'তম্' 'মদামদম্' হর্ষাহর্ষম, আপাত-বিরুদ্ধধর্ম্মবন্তম্ 'দেবম্' 'মৎ' মত্তঃ [অন্যঃ] 'কঃ জ্ঞাতুম্' 'অর্হতি' সমর্থঃ ভবতি ॥ ২১ ॥

'অনবস্থেষু' অনিত্যেষু 'শরীরেষু অবস্থিতম্,' [বস্তুতঃ] 'অশরীরম্ মহান্তম্, 'বিভুম্' সর্ব্বব্যাপিনম্ 'আত্মানম্' 'মত্বা' জ্ঞাত্বা 'ধীরঃ ন শোচতি' শোকযুক্তঃ ন ভবতিঃ ॥ ২২ ॥

'অয়ম্ আত্মা' 'প্রবচনেন' বেদাধ্যাপনেন 'ন লভ্যঃ,' 'মেধয়া' গ্রন্থার্থ-ধারণশক্ত্যা, 'বহুনা' 'শ্রুতেন' শাস্ত্রজ্ঞানেন [চ] 'ন লভ্যঃ,'। 'যম্

২১। আত্মা আসীন অর্থাৎ স্থির হইয়াও দূরে যান, শয়ান অর্থাৎ অচল হইয়াও সর্ব্বত্র যান। সেই হর্যাহর্ষ অর্থাৎ আপাতবিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত দেবতাকে আমি ব্যতীত অন্য কে জানিতে পারে?

২২। অনিত্য শরীরে অবস্থিত, বস্তুতঃ অশরীরী, মহৎ এবং সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি শোকাতীত হন।

২৩। এই আত্মাকে বেদাধ্যাপন বা মেধা অর্থাৎ গ্রন্থার্থধারণশক্তি

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪ ॥
যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥ ২৫ ॥

সাধকম্' 'এষঃ' পরমাত্মা [আত্মদর্শনায়] 'বৃণুতে' বরয়তি, 'তেন' বৃতেন 'সাধকেন [এব এষঃ পরমাত্মা] 'লভ্যঃ' ; 'তস্য' বৃতস্য সাধকস্য [সমীপে] 'এষঃ' পরমাত্মা 'স্বাং' স্বকীয়াং 'তনূং' স্বরূপম্ 'বৃণুতে' প্রকাশয়তি ॥ ২৩ ॥

'দুশ্চরিতাৎ অবিরতঃ, অশান্তঃ, অসমাহিতঃ, অশান্ত-মানসঃ বা [জনঃ] প্রজ্ঞানেন অপি এনম্ [আত্মানম্] ন আপ্নুয়াৎ' ॥ ২৪ ॥

'ব্রহ্ম' ব্রাহ্মণঃ, 'ক্ষত্রং' ক্ষত্রিয়ঃ 'চ' 'উভে যস্য [আত্মনঃ]' 'ওদনম্' অন্নম্ 'ভবতঃ,' 'মৃত্যুঃ যস্য' 'উপসেচনম্' দুগ্ধ-ঘৃতাদিরূপম্ উপকরণম্, 'সঃ' আত্মা 'যত্র' [অস্তি, তৎ] 'কঃ' [পুরুষঃ] 'ইত্থা' এবম্ ইতি 'বেদ' জানাতি ? ॥ ২৫ ॥

বা বহু শাস্ত্রজ্ঞান-দ্বারা লাভ করা যায় না। যাঁহাকে ইনি অর্থাৎ পরমাত্মা [আত্মদর্শনার্থ] বরণ করেন, তাঁহাদ্বারাই ইনি লভ্য, তাঁহার নিকটে তিনি স্বকীয় তনূ অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশ করেন।

২৪। দুশ্চরিত্র হইতে অবিরত, অশান্ত, অসমাহিত বা অশান্ত-মানস ব্যক্তি জ্ঞান দ্বারাও ইঁহাকে প্রাপ্ত হয় না।

২৫। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যাঁহার অন্ন, মৃত্যু যাঁহার উপসেচন অর্থাৎ দুগ্ধঘৃতাদিরূপ উপকরণ, সেই আত্মা যেখানে, তাহা 'এই রূপ' ইহা কে জানে ?

ইতি দ্বিতীয়া বল্লী সমাপ্তা।

প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী

—— ০:০:০ ——

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাম্প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥ ১ ॥

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্।
অভয়ং তিতীর্ষতাম্পারং নাচিকেতং শকেমহি ॥ ২ ॥

'লোকে' অস্মিন্ জগতি 'পরমে' সর্ব্বোৎকৃষ্টে 'পরার্দ্ধে' পরস্য ব্রহ্মণঃ অর্দ্ধং স্থানং পরার্দ্ধং হার্দ্দাকাশং তস্মিন্, 'গুহাং' হৃদয়গহ্বরং 'প্রবিষ্টৌ,' 'সুকৃতস্য' স্বয়ং কৃতস্য কর্ম্মণঃ 'ঋতং' সত্যম্, অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ ফলম্ 'পিবন্তৌ' ভুঞ্জানৌ [জীব পরমৌ] 'ব্রহ্মবিদঃ ছায়াতপৌ [ইব] বদন্তি'; 'যে চ' পঞ্চাগ্নয়ঃ অন্বাহার্য্যপচন-গার্হপত্য-আহবনীয়-সভ্য-আবসথ্য ইতি পঞ্চাগ্নিসম্পন্নাঃ গৃহস্থাঃ ত্রিণাচিকেতাঃ' ত্রিঃকৃত্বঃ নাচিকেতঃ অগ্নিঃ চিতঃ যৈঃ [তে অপি এবং বদন্তি] ॥ ১ ॥

'যঃ 'ঈজানানাং' যজমানানাং 'সেতুঃ' [ইব তং] 'নাচিকেতম্' [অগ্নিং যৎ] 'তিতীর্ষতাং' তর্ত্তুমিচ্ছতাম্ 'অভয়ম্ পারম্ পরম্ অক্ষরম্ ব্রহ্ম' [তৎ চ] 'শকেমহি' শক্যেমহি [বয়ং জ্ঞাতুম্ ইতি শেষঃ] ॥ ২ ॥

১। এই জগতে ব্রহ্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থানরূপ হৃদয়গুহাতে অর্থাৎ হৃদয়গহ্বরে প্রবিষ্ট এবং নিজ কর্ম্মফল ভোগকারী [জীব পরম দুজনকে] ব্রহ্মবিদ্‌গণ ছায়াতপের ন্যায় (নিত্যযুক্ত) বলেন। ত্রিণাচিকেতা অর্থাৎ তিন বার অগ্নিচয়নকারী পঞ্চাগ্নিসম্পন্ন গৃহস্থগণও এরূপ বলেন।

২। যিনি যজমানদিগের সেতুস্বরূপ, সেই নাচিকেত অগ্নি, এবং

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৪ ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৫ ॥

'আত্মানং রথিনং' 'বিদ্ধি' জানীহি, 'শরীরং রথম্ এব তু [বিদ্ধি] বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ' 'প্রগ্রহং' রশনাম্ 'এব চ' [বিদ্ধি] ॥ ৩ ॥

'মনীষিণঃ ইন্দ্রিয়াণি' 'হয়ান্' অশ্বান্ 'আহুঃ' 'তেষু' ইন্দ্রিয়েষু [গৃহীতান্] বিষয়ান্ রূপরসাদীন্ 'গোচরান্' মার্গান্ [আহুঃ] 'ইন্দ্রিয়-মনোযুক্তম্ আত্মানম্' 'ভোক্তা' রথী 'ইতি আহুঃ' ॥ ৪ ॥

'যঃ তু সদা' 'অযুক্তেন' অসমাহিতেন 'মনসা সহ' 'অবিজ্ঞানবান্' অবিবেকী 'ভবতি,' 'তস্য ইন্দ্রিয়াণি সারথেঃ দুষ্টাঃ অশ্বাঃ ইব অবশ্যানি' [ভবন্তি] ॥ ৫ ॥

যিনি ত্রাণার্থীদিগের অভয় পার স্বরূপ শ্রেষ্ঠ অক্ষর ব্রহ্ম, এই উভয়কেই আমরা জানিতে সক্ষম হইব।

৩। আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথী এবং মনকে বশনা (লাগাম) বলিয়া জান।

৪। মনীষীরা ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্ব, তৎসমূহে গৃহীত রূপরসাদি বিষয়-সমূহকে পথ এবং ইন্দ্রিয়-মনোযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা অর্থাৎ রথী বলিয়া থাকেন।

৫। যে সর্ব্বদা অসমাহিতমনা ও অবিবেকী হয়, তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ সারথির দুষ্টাশ্বের ন্যায় অবশ হয়।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৬ ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ ৭ ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥ ৮ ॥
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্পদম্ ॥ ৯ ॥

'যঃ তু সদা যুক্তেন মনসা সহ বিজ্ঞানবান্ ভবতি, তস্য ইন্দ্রিয়াণি সারথেঃ সদশ্বাঃ ইব বশ্যানি' [ভবন্তি] ॥ ৬ ॥

'যঃ তু অবিজ্ঞানবান্,' 'অমনস্কঃ' অসমাহিত-মনাঃ, 'সদা অশুচিঃ ভবতি, সঃ' 'তৎ' অক্ষরম্ 'পদম্' ব্রহ্মপদং 'ন আপ্নোতি'; [সঃ] সংসারং' 'চ' এব 'অধিগচ্ছতি' প্রাপ্নোতি ॥ ৭ ॥

'যঃ তু বিজ্ঞানবান্, সমনস্কঃ, সদা শুচিঃ ভবতি, সঃ তু তৎ পদম্ আপ্নোতি যস্মাৎ' 'ভূয়ঃ' পুনঃ 'ন জায়তে' ॥ ৮ ॥

'যঃ তু' বিজ্ঞান-সারথিঃ' বিজ্ঞানং প্রত্যক্ষং ব্রহ্মজ্ঞানং সারথিঃ যস্য

৬। যে সর্ব্বদা সমাহিতমনা ও বিবেকী হয়, তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ সারথির উত্তম অশ্বের ন্যায় বশবর্ত্তী হয়।

৭। যে অবিবেকী, অসমাহিতমনা ও সর্ব্বদা অশুচি, সে সেই অক্ষর ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় না, সংসারগতিই প্রাপ্ত হয়।

৮। যে বিবেকী, সমাহিতমনা ও সর্ব্বদা শুচি, কেবল সেই সেই পদ প্রাপ্ত হয় যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

৯। বিজ্ঞান যাহার সারথি; মন যাহার প্রগ্রহ (অর্থাৎ অশ্বসংযমন-

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥ ১০ ॥

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ ১১ ॥

তাদৃশঃ [তথা] মনঃ-প্রগ্রহবান্' মনঃ প্রগ্রহঃ অশ্বসংযমনরজ্জুঃ যস্য তাদৃশঃ 'নরঃ সঃ' 'অধ্বনঃ' সংসারগতেঃ 'পারম্' পারম্ ইব 'বিষ্ণোঃ' ব্যাপনশীলস্য ব্রহ্মণঃ 'তৎ পরমম্ পদম্ আপ্নোতি' ॥ ৯ ॥

'অর্থাঃ' ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ 'হি ইন্দ্রিয়েভ্যঃ' 'পরাঃ' শ্রেষ্ঠাঃ, 'অর্থেভ্যঃ চ মনঃ পরম্, মনসঃ চ বুদ্ধিঃ পরা, বুদ্ধেঃ মহান্ আত্মা পরঃ' ॥ ১০ ॥

'মহতঃ' 'অব্যক্তং' সর্ব্বস্য জগতঃ বীজভূতম্ 'পরম্', 'অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ, পুরুষাৎ ন কিঞ্চিৎ পরম্ [অস্তি]', 'সা [এব]' 'কাষ্ঠা' পর্য্যবসানম্, 'সা [এব] পরা গতিঃ' ॥ ১১ ॥

রজ্জুস্বরূপ) সেই মনুষ্য সংসারপথের পারস্বরূপ বিষ্ণুর (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের) সেই পরম পদ লাভ করে।

১০। ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ, বিষয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, এবং বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ।

১১। মহৎ হইতে জগতের বীজস্বরূপ অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই ; তিনি শেষ, তিনি পরা গতি।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াঽত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ ১২ ॥
যচ্ছেদ্বাঙ্ মনসি প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥ ১৩ ॥
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥ ১৪ ॥

'এষঃ আত্মা সর্ব্বেষু ভূতেষু' 'গূঢ়ঃ' প্রচ্ছন্নঃ [অস্তি], 'ন প্রকাশতে'। [সঃ] 'তু সূক্ষ্মদর্শিভিঃ' 'অগ্র্যয়া' তীক্ষ্ণয়া [তথা] 'সূক্ষ্ময়া বুদ্ধ্যা দৃশ্যতে' ॥১২॥

'প্রাজ্ঞঃ' 'বাক্' বাচম্ 'মনসি' 'যচ্ছেৎ' উপসংহরেৎ, 'তৎ' মনঃ 'জ্ঞানে' প্রকাশস্বরূপে 'আত্মনি' বুদ্ধৌ 'যচ্ছেৎ', 'জ্ঞানম্' বুদ্ধিম্ 'মহতি আত্মনি' জীবভূতে আত্মনি ইত্যর্থঃ, 'নিযচ্ছেৎ' 'তৎ' [চ মহান্তম্ আত্মানম্] 'শান্তে' সর্ব্ব-বিকার-শূন্যে পরমে 'আত্মনি যচ্ছেৎ' ॥ ১৩।

[হে জন্তবঃ, অজ্ঞাননিদ্রাতঃ] 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত,' 'বরান্' প্রকৃষ্টান্ আচার্য্যান্ 'প্রাপ্য' [পরমাত্মানম্] 'নিবোধত' অবগচ্ছত। 'ক্ষুরস্য'

১২। এই আত্মা সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা ইঁহাকে তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা দর্শন করেন।

১৩। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে মনে সংযত করিবেন, মনকে জ্ঞানরূপী আত্মাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে সংযত করিবেন, বুদ্ধিকে মহান্ আত্মাতে অর্থাৎ জীবাত্মাতে সংযত করিবেন, এবং ইহাকে শান্ত অর্থাৎ সর্ব্ববিকারশূন্য পরমাত্মাতে সংযত করিবেন।

১৪। [হে জীবগণ, অজ্ঞান নিদ্রা হইতে] উত্থান কর, জাগ্রত হও, উৎকৃষ্ট, আচার্য্যগণের নিকট যাইয়া [পরমাত্মাকে] জ্ঞাত হও।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তম্মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১৫॥

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১৬॥

'নিশিতা' তীক্ষ্ণীকৃতা 'ধারা' [যথা] দুরত্যয়া' দুঃখেন অত্যয়ঃ অতিক্রমঃ যস্যাঃ—পদ্ভ্যাং দুর্গমণীয়া ইত্যর্থঃ, [তথা] 'তৎ' তম্ 'পথঃ' তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণম্ পন্থানম্ 'কবয়ঃ' পণ্ডিতাঃ 'দুর্গং' দুর্গমং 'বদন্তি'॥ ১৪॥

"যৎ অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্, তথা অরসম্, নিত্যম্ অগন্ধবৎ চ, অনাদি অনন্তম্', 'মহতঃ' বুদ্ধ্যাখ্যাৎ মহত্তত্ত্বাৎ পরং বিলক্ষণম্, 'ধ্রুবম্, তৎ' 'নিচায্য' অবগম্য [সাধকঃ] 'মৃত্যুমুখাৎ' 'প্রমুচ্যতে' মুক্তঃ ভবতি॥ ১৫॥

'মৃত্যুপ্রোক্তং' 'নাচিকেতং নচিকেতসা প্রাপ্তম্ 'সনাতনম্ উপাখ্যানম্' উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে'॥ ১৬॥

ক্ষুরের শাণিত ধার যেমন দুরতিক্রমণীয়, তেমনি সেই [তত্ত্বজ্ঞানরূপ] পথকেও পণ্ডিতগণ দুর্গম বলিয়াছেন।

১৫। যিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, নিত্য, গন্ধহীন, এবং অনাদি, অনন্ত, বুদ্ধিনামক মহত্তত্ত্ব হইতে পৃথক্ ও ধ্রুব, তাঁহাকে জানিয়া সাধক মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হন।

১৬। মৃত্যুকর্তৃক উক্ত ও নচিকেতাকর্তৃক শ্রুত সনাতন উপাখ্যান বলিয়া এবং শ্রবণ করিয়া মেধাবী ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হন।

য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি।
প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে
তদানন্ত্যায় কল্পত ইতি ॥ ১৭ ॥

'যঃ' 'প্রযতঃ' শুচিঃ ভূত্বা 'ইমম্ পরমং' 'গুহ্যং' গুহ্যাথযুক্তম্ 'উপাখ্যানম্' 'ব্রহ্মসংসদি' ব্রাহ্মণানাং সভায়াং 'শ্রাদ্ধকালে বা শ্রাবয়েৎ' 'তৎ' শ্রাবণং শ্রাদ্ধং বা 'তস্য' 'আনন্ত্যায়' অনন্তফলায় 'কল্পতে' সমর্থ্যতে ॥ শেষবাক্যস্য দ্বির্ব্বচনম্ অধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থম্ ॥ ১৭ ॥

১৭। যিনি শুদ্ধচিত্ত হইয়া এই পরম গুহ্য (অর্থাৎ গুহ্যার্থযুক্ত উপাখ্যান ব্রাহ্মণ-সমাজে বা শ্রাদ্ধকালে শ্রবণ করান, তাঁহার পক্ষে তাহা (অর্থাৎ সেই শ্রাবণ বা শ্রাদ্ধ) অনন্ত ফল উৎপাদক হয়। (শেষ বাক্যের দ্বিরুক্তি অধ্যায়-সমাপ্তি-ব্যঞ্জক)।

ইতি তৃতীয়া বল্লী।

ইতি প্রথমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমা বল্লী

(আদিতঃ চতুর্থী বল্লী)

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥ ১ ॥
পরাচঃ কামাননুয়ন্তি বালা-
স্তে মৃত্যোর্যান্তি বিততস্য পাশম্।

'স্বয়ম্ভুঃ [ইন্দ্রিয়াণাং] 'খানি' দ্বারাণি 'পরাঞ্চি' পরা অঞ্চন্তি গচ্ছন্তি ইতি, বহির্ম্মুখানি ইত্যর্থঃ, 'ব্যতৃণৎ' ব্যধাৎ, 'তস্মাৎ' [মনুষ্যঃ] 'পরাঙ্' অনাত্মভূতান্ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ 'পশ্যতি, ন' 'অন্তরাত্মন্' অন্তরাত্মানম্ [পশ্যতি]। 'কঃ চিৎ ধীরঃ' 'আবৃত্তচক্ষুঃ' বিষয়েভ্যঃ নিবৃত্তচক্ষুঃ সন্ 'অমৃতত্বম্ ইচ্ছন্' 'প্রত্যক্' প্রত্যক্ষম্ 'আত্মানম্' 'ঐক্ষৎ' ঐক্ষত, অপশ্যৎ, পশ্যতি ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

'বালাঃ' অল্পপ্রজ্ঞাঃ 'পরাচঃ' বহির্গতান্ 'কামান্' বিষয়ান্ 'অনুয়ন্তি' অনুগচ্ছন্তি ; [তস্মাৎ] 'তে' 'বিততস্য' বিস্তীর্ণস্য, সর্ব্বতঃ ব্যাপ্তস্য 'মৃত্যোঃ

১। স্বয়ম্ভূ ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহকে বহির্ম্মুখ করিয়া বিধান করিয়াছেন, সেই জন্যই মনুষ্য বিপরীত দিকে অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয় হইতে নিবৃত্ত-চক্ষু এবং অমৃতত্ব সম্বন্ধে ইচ্ছুক হইয়া প্রত্যক্ অর্থাৎ প্রত্যক্ষীভূত আত্মাকে দেখিয়া থাকেন।

২। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা বাহিরের কাম্যবস্তুর অনুসরণ করে, এই জন্যই

অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ ২ ॥

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্ ॥
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈতৎ ॥ ৩ ॥

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তঞ্চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৪ ॥

পাশম্' 'যন্তি' গচ্ছন্তি, পাশেন বধ্যন্তে ইত্যর্থঃ। 'অথ' পক্ষান্তরে 'ধীরাঃ ধ্রুবম্ অমৃতত্বম্ বিদিত্বা ইহ অধ্রুবেষু [কিঞ্চিদপি] ন প্রার্থয়ন্তে' ॥ ২ ॥

'যেন এতেন' আত্মনা 'রূপং, রসং, গন্ধং, শব্দান্,' 'মৈথুনান্ স্পর্শান্' মৈথুন-নিমিত্তান্ সুখ-স্পর্শান্ 'চ' [লোকঃ] 'বিজানাতি,' [তস্মিন্ জ্ঞাতে] কিং [জ্ঞাতব্যম্' 'অত্র' অস্মিন্ লোকে 'পরিশিষ্যতে' অবশিষ্যতে। [যং ত্বম্ জ্ঞাতুম্ ইচ্ছসি,] 'এতৎ বৈ তৎ' আত্মতত্ত্বম্ ॥ ৩ ॥

'স্বপ্নান্তম্' স্বপ্ন-মধ্যং, স্বপ্ন-বিজ্ঞেয়ং বস্তুজাতম্, [তথা] জাগরিতান্তম্' জাগরিত-মধ্যং, জাগরিত-বিজ্ঞেয়ং বস্তুজাতম্, 'চ উভৌ যেন [লোকঃ]

তাহারা সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয়। কিন্তু জ্ঞানীরা নিত্য অমৃতত্বকে জানিয়া সংসারে অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না।

৩। যাঁহাদ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, ও মৈথুন স্পর্শ জানা যায়, [সেই আত্মাকে জানিলে] এখানে কি জানিবার অবশিষ্ট থাকে? তুমি যাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর ইনিই সেই আত্মা।

৪। যাঁহাদ্বারা লোকে স্বপ্ন-মধ্যস্থ ও জাগরণ-মধ্যস্থ বস্তুসমূহ দেখিতে পায়, সেই মহান্ সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে জানিয়া জ্ঞানী শোকাতীত হন।

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানম্ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈতৎ ॥ ৫ ॥
যঃ পূর্ব্বন্তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়তঃ।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্ব্যপশ্যত। এতদ্বৈতৎ॥ ৬॥

অনুপশ্যতি তম্ মহান্তম্' 'বিভুং,' সর্ব্বব্যাপিনম্ 'আত্মানম্ মত্বা ধীরঃ ন শোচতি' ॥ ৪ ॥

'যঃ ইমম্' 'মধ্বদং' মধু-অদম্' মধু-পাতার', কর্ম্মফলভুজম্ ইত্যর্থঃ জীবম্ আত্মানম্' 'অন্তিকাৎ' অন্তিকে, সমীপে, [তথা পরমার্থতঃ] 'ভূতভব্যস্য' ভূতভবিষ্যতোঃ 'ঈশানং' নিয়ন্তারম্ 'বেদ' জানাতি, [সঃ] 'ততঃ' তদ্বিজ্ঞানাৎ ঊর্দ্ধং [কিঞ্চিদপি] 'ন বিজুগুপ্সতে' ন গোপায়িতুম্ ইচ্ছতি, আত্মনঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ। 'এতৎ বৈ তৎ' ॥ ৫ ॥

'পূর্ব্বং' প্রথমং 'তপসঃ' ব্রহ্মণঃ সঙ্কল্পাৎ 'জাতম্,' [তথা সর্ব্বপ্রাণিনঃ['গুহাং' হৃদয়াকাশং 'প্রবিশ্য' 'ভূতেভিঃ' পঞ্চভূতৈঃ সহ, 'তিষ্ঠন্তং' [হিরণ্য-গর্ভং,]—'যঃ' [হিরণ্যগর্ভঃ] 'অদ্ভ্যঃ পূর্ব্বম্ অজায়ত,' [তং যঃ] 'ব্যপশ্যত' পশ্যতি [সঃ তস্য কারণরূপং ব্রহ্ম এব পশ্যতি ইতি শেষঃ] 'এতৎ বৈ তৎ' ॥ ৬ ॥

৫। যিনি এই মধুপায়ী অর্থাৎ কর্ম্ম-ফল-ভোগী জীবরূপ আত্মাকে নিকটস্থ [এবং পরমার্থতঃ] ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা বলিয়া জানেন, তিনি তৎপরে অর্থাৎ এরূপ জ্ঞানলাভান্তে কিছুই গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না। ইনিই সেই আত্মা।

৬। ব্রহ্মের তপস্যা অর্থাৎ সংকল্প হইতে প্রথমে জাত এবং সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হইয়া পঞ্চভূতের সহিত অবস্থিত [হিরণ্যগর্ভ,] যিনি জলের পূর্ব্বে জন্মিয়াছেন, তাঁহাকে যিনি দেখেন [তিনি তাঁহার কারণরূপী ব্রহ্মকেই দেখেন]। ইনিই সেই আত্মা।

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী ।

গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত । এতদ্বৈতৎ ॥৭॥

অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা

গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ ।

দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভি-

র্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ । এতদ্বৈতৎ ॥ ৮ ॥

'যা' দেবতাময়ী' সর্ব্বদেবাত্মিকা 'অদিতিঃ' 'প্রাণেন' হিরণ্যগর্ভরূপেণ 'সম্ভবতি' জায়তে, 'যা' [চ] 'ভূতেভিঃ' পঞ্চভূতৈঃ সহ 'ব্যজায়ত' উৎপন্না বভূব, [সর্ব্বপ্রাণিনঃ] গুহাম্ প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং [তাম্ যঃ পশ্যতি, সঃ তস্যাঃ কারণম্ ব্রহ্ম এব পশ্যতি ইতি] । 'এতৎ বৈ তৎ' ॥ ৭ ॥

৮ । 'অরণ্যোঃ' অগ্নিপ্রজ্জ্বলন-কাষ্ঠয়োঃ 'নিহিতঃ' স্থাপিতঃ 'গর্ভিণীভিঃ গর্ভঃ ইব' 'সুভৃতঃ' সুরক্ষিতঃ 'জাগৃবদ্ভিঃ' জাগরণশীলৈঃ, অপ্রমত্তৈঃ, 'হবিষ্মদ্ভিঃ' ইজ্যাদিমদ্ভিঃ 'মনুষ্যেভিঃ' মনুষ্যৈঃ 'দিবে দিবে' অহনি অহনি 'ঈড্যঃ' স্তুত্যঃ 'অগ্নিঃ' । 'এতৎ বৈ তৎ (কার্য্যকারণয়োঃ মৌলিকৈকত্বাৎ) ॥ ৮ ॥

৭ । যে সর্ব্বদেবাত্মিকা অদিতি প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ রূপে সম্ভূত হইয়াছেন, যিনি পঞ্চভূত সহ উৎপন্ন হইয়াছেন, আর যিনি সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হইয়া স্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে যিনি দেখেন, [তিনি তাঁহার কারণরূপী ব্রহ্মকেই দেখেন] । ইনিই সেই আত্মা ।

৮ । অগ্নিপ্রজ্জ্বলন-কাষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে স্থাপিত, গর্ভিণীদ্বারা রক্ষিত গর্ভের ন্যায় সুরক্ষিত, জাগরণশীল অর্থাৎ অপ্রমত্ত ও যজ্ঞীয় সামগ্র্যাদি-সম্পন্ন মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক প্রতিদিন স্তবনীয় অগ্নি, ইনিই সেই আত্মা (কার্য্যকারণের মৌলিক একত্ববশতঃ ।)

যতশ্চোদেতি সূর্য্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ॥৯॥

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ১০॥

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুঙ্গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ১১॥

'যতঃ চ সূর্য্যঃ উদেতি, যত্র চ অস্তং গচ্ছতি, তং সর্ব্বে দেবাঃ' 'অর্পিতাঃ' স্থিতাঃ; 'তৎ উ কশ্চন ন' 'অত্যেতি' অতিক্রামতি। 'এতৎ বৈ তৎ'॥ ৯॥

'যৎ এব ইহ, তৎ এব অমুত্র, যৎ অমুত্র তৎ অনু ইহ।' 'যঃ' 'ইহ' ব্রহ্মণি 'নানা ইব পশ্যতি, সঃ মৃত্যোঃ মৃত্যুম্ আপ্নোতি'॥ ১০॥

'মনসা এব ইদম্ আপ্তব্যম্, ন ইহ কিঞ্চন নানা অস্তি। যঃ ইহ নানা ইব পশ্যতি সঃ মৃত্যোঃ মৃত্যুং গচ্ছতি'॥ ১১॥

৯। যাঁহা হইতে সূর্য্য উদিত হন, আর যাঁহাতে অস্ত যান, তাঁহাতে সমুদায় দেবতা স্থিত রহিয়াছেন, তাঁহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই আত্মা

১০। যিনি এখানে, তিনিই সেখানে; যিনি সেখানে তিনিই এখানে। যে ইঁহাকে নানারূপে দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অধীন হয়।

১১। ইনি মনদ্বারাই প্রাপ্তব্য, ইঁহাতে নানা ভাব কিছুই নাই। যে ইঁহাকে নানারূপ দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অধীন হয়।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈতৎ।১২।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ। এতদ্বৈতৎ। ১৩।
যথোদকন্দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি। ১৪।

'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ' অঙ্গুষ্ঠপরিমাণঃ, হৃদয়- সুষিব-ব্যাপী, অতঃ তৎপরিমাণঃ ইব 'পুরুষঃ' 'মধ্যে আত্মনি' শরীরস্য মধ্যে 'তিষ্ঠতি'। [সঃ হি] 'ভূতভব্যস্য' ভূতভবিষ্যতোঃ 'ঈশানঃ' নিয়ন্তা। [তং জ্ঞাত্বা সাধকঃ] 'ততঃ ন বিজুগুপ্সতে' ॥ ১২ ॥

'অনুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ অধূমকঃ জ্যোতিঃ ইব [প্রকাশমানঃ, তথা 'ভূত-ভব্যস্য ঈশানঃ'। 'সঃ এব' 'অদ্য' ইদানীম্ [বর্ত্তমানঃ], 'সঃ উ' 'শ্ব' পরদিনে [বর্ত্তিষ্যতে] 'এতৎ বৈ তৎ' ॥ ১৩ ॥

'যথা উদকম্' 'দুর্গে' দুর্গমে উচ্ছ্রিতে দেশে 'বৃষ্টম্' সিক্তম্ 'পর্ব্বতেষু'

১২। অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ অর্থাৎ হৃদয়চ্ছিদ্রব্যাপী বলিয়া যেন তৎপরিমাণ পুরুষ শরীরমধ্যে স্থিতি করিতেছেন। ইনি ভূতভবিষ্যতের নিয়ন্তা; ইঁহাকে জানিয়া সাধক কিছুই গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না। ইনিই সেই আত্মা।

১৩। অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ পুরুষ ধূমশূন্য জ্যোতির ন্যায় প্রকাশমান এবং ভূতভবিষ্যতের নিয়ন্তা। তিনি অদ্য আছেন, কল্যও থাকিবেন। ইনিই সেই আত্মা।

১৪। জল উচ্চ দুর্গম ভূমিতে বৃষ্ট হইলে যেমন পর্ব্বত সমূহ দিয়া

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবম্মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ১৫ ॥

'বিধাবতি' বিকীর্ণং ধাবতি, 'এবং' 'ধর্ম্মান্' সত্ত্বাদি-গুণান্ [আত্মনঃ] 'পৃথক্ পশ্যন্' 'তান্' গুণান্ 'এব' 'বিধাবতি' অনুবর্ত্ততে, পুনঃ পুনঃ শরীরভেদম্ প্রতিপদ্যতে, ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

হে 'গৌতম,' যথা শুদ্ধম্ উদকং শুদ্ধে [উদকে] 'আসিক্তম্' বৃষ্টম্ তাদৃক্ এব ভবতি, এবং 'বিজানত', একত্বং জানতঃ 'মুনেঃ আত্মা' [তাদৃক্ এব, আত্মভূতঃ এব] ভবতি ॥ ১৫ ॥

বিকীর্ণভাবে ধাবিত হয়, সেই রূপ যে সত্ত্বাদি গুণসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া দেখে, সে তাহাদেরই অর্থাৎ গুণসমূহেরই অনুবর্ত্তন করে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ শরীরভেদ প্রাপ্ত হয়।

১৫। যেমন নির্ম্মল জলে নির্ম্মল জল বৃষ্ট হইলে সেই রূপই থাকে, এই রূপ যে মুনি একত্ব জানেন, তাঁহার আত্মা সেই রূপই অর্থাৎ আত্মভূতই থাকে।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমা বল্লী
আদিতশ্চতুর্থী বল্লী সমাপ্তা।

কঠোপনিষৎ

দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী

(আদিতঃ পঞ্চমী বল্লী)

—— ০ঃ০ঃ০ ——

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।

অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে। এতদ্বৈতৎ ॥ ১ ॥

হংস শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষস-

দ্ধোতা বেদিসদতিথির্দুরোণসৎ।

নৃষদ্ বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা

গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্ বৃহৎ ॥ ২ ॥ (ঋক্ ৪।৪০।৫)

'অজস্য' জন্ম-রহিতস্য 'অবক্রচেতসঃ' নিত্য-প্রকাশরূপস্য [আত্মনঃ] 'একাদশদ্বারম্' 'পুরং' নগরম্ [অস্তি] [অস্য পুরস্য স্বামিনম্] 'অনুষ্ঠায়' ধ্যাত্বা [সাধকঃ] 'ন শোচতি' 'চ' অপি 'বিমুক্তঃ' অবিদ্যাকৃতৈঃ কামকর্ম্ম-বন্ধনৈঃ বিযুক্তঃ সন্ [সংসারাৎ] 'বিমুচ্যতে'। 'এতৎ বৈ তৎ' ॥ ১ ॥

[সঃ আত্মা] 'শুচিষৎ' শুচৌ দিবি সীদতি বসতি ইতি, 'হংসঃ' হন্তি গচ্ছতি ইতি সূর্য্যঃ, 'অন্তরিক্ষসৎ' অন্তরিক্ষে সীদতি বসতি ইতি 'বসুঃ'

১। জন্মরহিত ও অবক্রচেতা অর্থাৎ নিত্য-প্রকাশরূপ আত্মার একাদশ দ্বারযুক্ত এক নগর আছে। এই নগরস্বামীকে ধ্যান করিয়া সাধক বীতশোক হইয়া থাকেন এবং অবিদ্যাকৃত কামকর্ম্মবন্ধন হইতে বিযুক্ত হইয়া সংসার হইতে মুক্তি লাভ করেন। ইনিই সেই আত্মা।

২। সেই আত্মা আকাশবাসী সূর্য্য, অন্তরীক্ষবাসী বায়ু, বেদিবাসী অগ্নি ও কলসবাসী সোমরস। তিনি মনুষ্য, দেবতা, যজ্ঞ ও আকাশে

ঊর্দ্ধম্প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে॥ ৩॥
অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈতৎ॥ ৪॥

বায়ুঃ 'বেদিষৎ' বেদ্যাং সীদতি ইতি, 'হোতা' অগ্নি, 'দুরোণসৎ' দুরোণে কলসে সীদতি ইতি, 'অতিথিঃ' সোমঃ, 'নৃষৎ' নৃষু মনুষ্যেষু সীদতি ইতি, 'বরসৎ' বরেষু দেবেষু সীদতি ইতি, 'ঋতসৎ' ঋতে যজ্ঞে সীদতি ইতি, 'ব্যোমসৎ' ব্যোম্নি আকাশে সীদতি ইতি, 'অব্জা' অপ্সু শঙ্খশুক্তিমকরাদিরূপেণ জায়তে ইতি, 'গোজাঃ' গবি পৃথিব্যাম্ ব্রীহিযবাদিরূপেণ জায়তে ইতি, 'ঋতজাঃ' যজ্ঞাঙ্গরূপেণ জায়তে ইতি, 'অদ্রিজাঃ' পর্ব্বতেভ্যঃ নদ্যাদিরূপেণ জায়তে ইতি, [সঃ] 'ঋতং' সত্যং 'বৃহৎ' মহান্ [চ]॥ ২॥

[সঃ আত্মা] 'প্রাণম্' প্রাণবায়ুম্ 'ঊর্দ্ধম্ উন্নয়তি' ঊর্দ্ধং গময়তি, 'অপানম্' অপানবায়ুম্ 'প্রত্যক্' অধঃ 'অস্যতি' ক্ষিপ্যতি। 'মধ্যে' হৃদয়াকাশে 'আসীনং' [তম্] 'বামনং' সম্ভজনীয়ং 'বিশ্বে' সর্ব্বে 'দেবাঃ' চক্ষুরাদয়ঃ প্রাণাঃ 'উপাসতে'॥ ৩॥

'অস্য শরীরস্থস্য' 'বিস্রংসমানস্য' ভ্রংশ্যমানস্য, 'দেহাৎ বিমুচ্যমানস্য'

আছেন। তিনি শঙ্খ, শুক্তি, মকরাদিরূপে জলে উৎপন্ন হন, ব্রীহিযবাদিরূপে পৃথিবীতে উৎপন্ন হন, যজ্ঞাঙ্গরূপে যজ্ঞে উৎপন্ন হন, এবং নদ্যাদিরূপে পর্ব্বতে উৎপন্ন হন। তিনি সত্য ও মহান্।

৩। সেই আত্মা প্রাণবায়ুকে ঊর্দ্ধগামী করেন ও অপানবায়ুকে অধোগামী করেন। মধ্যে অর্থাৎ হৃদয়াকাশে আসীন সেই বামনকে অর্থাৎ সম্ভজনীয়কে সমুদায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ উপাসনা করে।

৪। এই শরীরস্থ ভ্রংশ্যমান আত্মা দেহ হইতে বিমুক্ত হইলে ইহাতে অর্থাৎ দেহেতে আর কি অবশিষ্ট থাকে? ইনিই সেই আত্মা।

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥ ৫ ॥
হন্ত ত ইদম্প্রবক্ষ্যামি গুহ্যম্ ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ৬ ॥
যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ ॥ ৭ ॥

'দেহিনঃ' আত্মনঃ 'অত্র' দেহে 'কিম্' 'পরিশিষ্যতে' অবশিষ্যতে? ন কিঞ্চন ইত্যর্থঃ। 'এতৎ বৈ তৎ' ॥ ৪ ॥

'কঃ চন মর্ত্ত্যঃ' ন প্রাণেন ন অপানেন জীবতি'। [সর্ব্বে এব মর্ত্ত্যাঃ] 'ইতরেণ' অন্যেন, পরমাত্মনা ইত্যর্থঃ, 'জীবন্তি,' 'যস্মিন্' [পরমাত্মনি] 'এতৌ' প্রাণাপানৌ 'উপাশ্রিতৌ' স্থিতৌ ॥ ৫ ॥

হে 'গৌতম' গৌতমবংশীয় নচিকেতঃ, 'হন্ত' ইদানীম্ [অহং] 'তে' তুভ্যম্ ইদং গুহ্যং সনাতনং ব্রহ্ম, যথা চ মরণম্ প্রাপ্য আত্মা ভবতি' [তৎ] 'প্রবক্ষ্যামি' কথয়িষ্যামি ॥ ৬ ॥

'যথা কর্ম্ম' যৈঃ যাদৃশং কর্ম্ম ইহ জন্মনি কৃতং তদনুসারেণ 'যথাশ্রুতং'

৫। কোনও জীব প্রাণ বা অপান অর্থাৎ উর্দ্ধাধোগামী বায়ুদ্বারা জীবনধারণ করে না। ইহারা অন্য এক জন অর্থাৎ পরমাত্মাদ্বারা জীবিত থাকে, যাঁহাতে এই দুই বায়ু আশ্রিত রহিয়াছে।

৬। হে গৌতমবংশীয় নচিকেতঃ, এখন আমি তোমাকে এই গুহ্য সনাতন ব্রহ্মের বিষয় এবং মৃত্যুর পর আত্মা কিরূপ হয় তাহা বলিব।

৭। আপন আপন কৃত কর্ম্ম ও আপন আপন উপার্জ্জিত বিজ্ঞান অনুসারে কোনও কোনও আত্মা শরীর গ্রহণার্থ প্রাণিগর্ভে প্রবেশ করে, অন্য কেহ কেহ স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়।

য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।

তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।

তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে

তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ ॥ ৮ ॥

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা

রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ৯ ॥

যৈঃ যাদৃশং বিজ্ঞানম্ উপার্জ্জিতং তদনুসারেণ, 'অন্যে' কেচিৎ দেহিনঃ 'শরীরত্বায়' শরীরগ্রহণার্থং 'যোনিম্' প্রাণিগর্ভং 'প্রপদ্যন্তে' প্রবিশন্তি। 'অন্যে' 'স্থাণুম্' স্থাবরভাবম্ 'অনুসংয়ন্তি' অনুগচ্ছন্তি ॥ ৭ ॥

[সর্ব্ব-প্রাণিষু] 'সুপ্তেষু' [সৎসু] 'যঃ এষঃ পুরুষঃ' কামং কামং' কাম্যবস্তুপরম্পরাং ' নির্ম্মিমাণঃ' নিষ্পাদয়ন্ 'জাগর্ত্তি, তৎ এব' 'শুক্রম্' উজ্জ্বলং, 'তৎ এব ব্রহ্ম, তৎ এব অমৃতম্ উচ্যতে'। তস্মিন্' 'সর্ব্বে লোকাঃ' পৃথিব্যাদয়ঃ 'শ্রিতাঃ' আশ্রিতাঃ, 'কঃ চন লোকঃ তৎ উ ন, অতি-এতি' অতিক্রামতি। 'এতৎ বৈ তৎ ॥ ৮ ॥

'যথা একঃ অগ্নিঃ ভুবনম্ প্রবিষ্টঃ [সন্] 'রূপং রূপং' দাহ্যবস্তুরূপ-

৮। যখন সমুদায় প্রাণী নিদ্রিত থাকে, তখন যে পুরুষ জাগ্রৎ থাকিয়া কাম্যবস্তু পরম্পরা নির্ম্মাণ করেন, তিনিই উজ্জ্বল, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত হন। পৃথিব্যাদি সমুদায় লোক তাঁহাতে আশ্রিত রহিয়াছে। কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই আত্মা।

৯। যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্যবস্তুর রূপভেদে

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ১০ ॥

সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু
র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥ ১১ ॥

ভেদেন 'প্রতিরূপঃ' তৎ-তৎ-রূপঃ বভূব' 'তথা একঃ' 'সর্ব্বভূত-অন্তরাত্মা' সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম্ অভ্যন্তরঃ আত্মা 'রূপং রূপং নানাবস্তুভেদেন 'প্রতি-রূপঃ' তৎ-তৎ রূপঃ বভূব', [সর্ব্বভূতানাম্] 'বহিঃ চ' [তিষ্ঠতি] ॥ ৯ ॥

'যথা একঃ বায়ুঃ ইত্যাদি সর্ব্বমেব পূর্ব্ববৎ ॥ ১০ ॥

'সর্ব্বলোকস্য চক্ষুঃ সূর্য্যঃ, যথা' 'চাক্ষুষৈঃ' চক্ষুগ্রাহ্যৈঃ 'বাহ্যদোষৈঃ' বহিঃস্থৈঃ অশুচ্যাদি-বস্তুভিঃ সহ ন লিপ্যতে, 'তথা একঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা

তত্তদ্রূপ হইযাছেন, তেমনি সর্ব্বভূতের এক অন্তরাত্মা নানা বস্তুভেদে তত্তদ্‌বস্তুরূপ হইযাছেন, এবং সমুদায পদার্থের বাহিরেও আছেন।

১০। যেমন একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইযা নানা বস্তুভেদে তত্তদ্রূপ হইয়াছেন, তেমনি সর্ব্বভূতের একই অন্তরাত্মা নানা বস্তুভেদে তত্তদ্বস্তু-রূপ হইয়াছেন, এবং সমুদায় পদার্থের বাহিরেও আছেন।

১১। সর্ব্বলোকের চক্ষুস্বরূপ সূর্য্য যেমন চক্ষু-গ্রাহ্য বাহ্য অশুচি বস্তুর সহিত লিপ্ত হন না, তেমনি একমাত্র সর্ব্বভূতান্তরাত্মা জগৎসম্বন্ধ দুঃখের সহিত লিপ্ত হন না, কারণ তিনি স্বতন্ত্রস্বভাব।

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম ॥ ১২ ॥
নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥ ১৩ ॥

লোকদুঃখেন [সহ] ন লিপ্যতে, [যতঃ সঃ] 'বাহ্যঃ' নির্লিপ্তঃ স্বতন্ত্র-স্বভাবঃ ॥ ১১ ॥

'একঃ' 'বশী' নিয়ন্তা 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, যঃ [তস্য] একং রূপং বহুধা করোতি, তং যে ধীরাঃ আত্মস্থম্ অনুপশ্যন্তি, তেষাম্' [এব] 'শাশ্বতং' নিত্যং 'সুখম্' [ভবতি], 'ন ইতরেষাম্' অপরেষাং তৎ ন ভবতি ॥ ১২ ॥

'অনিত্যানাম্ [মধ্যে] নিত্যঃ,' 'চেতনানাং' চেতনবতাং 'চেতনঃ' যঃ একঃ বহূনাং' 'কামান্' কাম্যবস্তূনি 'বিদধাতি' দদাতি, 'তম্ যে ধীরাঃ আত্মস্থম্ অনুপশ্যন্তি তেষাং শাশ্বতীঃ শান্তিঃ, ন ইতরেষাম্' ॥ ১৩ ॥

১২। *যিনি এক, সকলের নিয়ন্তা, এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, যিনি* স্বীয় এক রূপকে বহু প্রকার করেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ, অন্যের নহে।

১৩। যিনি অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, যিনি চেতনাবান্-দিগের চেতন, যিনি একাকী অনেকের কাম্যবস্তু সকল বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য শান্তি, অপরের নহে।

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যম্পরমং সুখম্।
কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥ ১৪ ॥
ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১৫ ॥

[যতয়ঃ যৎ ব্রহ্ম] 'তৎ এতৎ ইতি' [মত্বা] অনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখং মন্যন্তে, তৎ [অহং] কথং নু বিজানীয়াম্' ? [তৎ] 'কিম্ উ' 'ভাতি' স্বতঃ দীপ্যতে 'বা' 'বিভাতি' প্রকাশান্তরেণ দীপ্যতে ? ॥ ১৪ ॥

'তত্র' ব্রহ্মণি 'সূর্য্যঃ ন ভাতি,' তৎ ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তি ইত্যর্থঃ, 'চন্দ্রতারকং ন ভাতি, ইমাঃ বিদ্যুতঃ ন ভান্তি, অয়ম্ অগ্নিঃ কুতঃ' ? 'তম' 'ভান্তং' দীপ্যমানম্ 'এব সর্ব্বম' 'অনুভাতি' অনুদীপ্যতে, 'তস্য' [ব্রহ্মণঃ এব] 'ভাসা' দীপ্ত্যা 'সর্ব্বম্ ইদম্ বিভাতি' ॥ ১৫ ॥

১৪। যোগিগণ যাঁহাকে 'তিনি এই' এরূপ প্রত্যক্ষভাবে জানিয়া অনির্ব্বচনীয় পরম সুখ অনুভব করেন, তাঁহাকে আমি কি রূপে জানিব ? তিনি স্বীয় জ্যোতিতে দীপ্তি পান কি অন্যের জ্যোতিতে দীপ্তি পান ?

১৫। সেখানে সূর্য্য কিরণ দেয় না অর্থাৎ সূর্য্য ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্রতারকা কিরণ দেয় না, এই বিদ্যুৎসমূহও প্রকাশ পায় না। এ অগ্নি কোথায় ? অর্থাৎ এই অগ্নি কিরূপে তাঁহাকে প্রকাশ করিবে ? সমুদয় বস্তু সেই দীপ্যমানেরই প্রকাশে অনুপ্রকাশিত, তাঁহারই দীপ্তিতে সকলে দীপ্তি পাইতেছে।

কঠোপনিষৎ

দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী

(আদিতঃ ষষ্ঠী বল্লী)

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে
তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ ॥ ১ ॥
যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ২ ॥

'ঊর্দ্ধমূলঃ' ঊর্দ্ধং সর্ব্বাতীতং ব্রহ্ম মূলম্ অস্য ইতি, 'অবাক্‌শাখঃ' অবাচ্যঃ নিম্নগামিন্যঃ শাখাঃ অস্য ইতি, 'এষঃ' 'সনাতনঃ' অনাদিত্বাৎ চিরপ্রবৃত্তঃ, 'অশ্বত্থঃ' সংসারবৃক্ষঃ। যৎ এতৎ সংসারবৃক্ষস্য মূলম্ তৎ এব ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। পঞ্চমবল্ল্যা অষ্টম শ্লোকো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ১ ॥

'যৎ কিঞ্চ ইদং জগৎ সর্ব্বম্ [প্রাণস্বরূপাৎ ব্রহ্মণঃ] নিঃসৃতম্ [সৎ] 'প্রাণে' [এব] 'এজতি' কম্পতে, প্রচলতি, নিয়মেন চেষ্টতে, [তৎ ব্রহ্ম]

১। ঊর্দ্ধমূল অর্থাৎ সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ও নিম্নগামী শাখাযুক্ত এই চিরন্তন অশ্বত্থ অর্থাৎ সংসার-বৃক্ষ। এই সংসার বৃক্ষের মূল যিনি, তিনিই উজ্জ্বল, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃতরূপে উক্ত হন। পৃথিব্যাদি সমুদায় লোক তাঁহাতে আশ্রিত রহিয়াছে। কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই আত্মা।

২। এই সমস্ত যাহা কিছু চঞ্চল বস্তু প্রাণরূপ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ৩ ॥
ইহ চেদশকদ্ বোদ্ধুম্প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে ॥ ৪ ॥
যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।

'উদ্যতং বজ্রম্ ইব মহৎ' 'ভয়ম্' ভয়ানকম্। 'যে এতৎ বিদুঃ, তে অমৃতাঃ ভবন্তি' ॥ ২ ॥

'অস্য ভয়াৎ অগ্নিঃ' 'তপতি' জ্বলতি, [অস্য এব] 'ভয়াৎ সূর্য্যঃ' 'তপতি' তাপং দদাতি, [অস্য এব] 'ভয়াৎ ইন্দ্রঃ চ বায়ু চ [চত্বারঃ তথা] 'পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ' 'ধাবতি' স্বকীয়ং কর্ম্ম করোতি ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

'চেৎ' যদি 'ইহ শরীরস্য' 'বিস্রসঃ' অবস্রংসনাৎ, পতনাৎ, 'প্রাক্' পূর্ব্বম্ [জীবঃ ব্রহ্ম] বোদ্ধুম্ 'অশকৎ' ন শক্নুয়াৎ, 'ততঃ' [সঃ] 'সর্গেষু' সৃজ্যন্তে যেষু স্রষ্টব্যাঃ প্রাণিনঃ ইতি সর্গাঃ পৃথিব্যাদয়ঃ, তেষু লোকেষু 'শরীরত্বায়' শরীরভাবায় 'কল্পতে' সমর্থঃ ভবতি, শরীরং গৃহ্লাতি ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

হইয়া প্রাণে অর্থাৎ প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মে কম্পিত হইতেছে অর্থাৎ যথানিয়মে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় অতি ভয়ানক। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হন।

৩। ইঁহার ভয়ে অগ্নি জ্বলিতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, এবং ইঁহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়, এই চারি এবং পঞ্চম মৃত্যু ধাবমান হইতেছে অর্থাৎ আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করিতেছে।

৪। যদি এখানে শরীর-পতনের পূর্ব্বে জীব ব্রহ্মকে জানিতে না পারে, তবে সৃষ্ট জীবের আবাসভূমিরূপ লোক সমূহে সে পুনরায় শরীর ধারণ করে।

যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥ ৫ ॥
ইন্দ্রিয়ানাম্ পৃথগ্ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৬ ॥
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥

'যথা আদর্শে' [লোকঃ প্রতিবিম্বভূতম্ আত্মানম্ পশ্যতি] 'তথা আত্মনি' [ব্রহ্মদর্শনম্ ভবতি], 'যথা স্বপ্নে' [জাগ্রদ্বাসনোদ্ভূতম্ আত্মদর্শনম্ ভবতি] 'তথা পিতৃলোকে' [ব্রহ্মদর্শনম্ ভবতি], যথা অপ্সু' [লোকঃ আত্মানম্] 'পরিদদৃশে' পশ্যতি 'ইব, তথা গন্ধর্ব্বলোকে' [ব্রহ্মদর্শনম্ ভবতি এবং চ] 'ছায়াতপয়োঃ [আত্মদর্শনম্] ইব ব্রহ্মলোকে' [ব্রহ্মদর্শনম্ ভবতি] ॥৫॥

'পৃথক্ উৎপদ্যমানানাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ পৃথক্ ভাবম্, যৎ চ [তেষাম্] 'উদয়াস্তময়ৌ' জাগ্রত-নিদ্রে, [তৎ মত্বা] 'ধীরঃ ন শোচতি' ॥ ৬ ॥

'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ' 'পরং' শ্রেষ্ঠম্, 'মনসঃ' 'সত্ত্বং' বুদ্ধিঃ 'উত্তমং' শ্রেষ্ঠতমং,

৫। যেমন আদর্শে লোক প্রতিবিম্বরূপে আপনাকে দেখিতে পায়, তেমনি আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন হয়, যেমন স্বপ্নে জাগ্রদ্বাসনোদ্ভূত আত্মদর্শন হয়, তেমনি পিতৃলোকে ব্রহ্মদর্শন হয়; যেমন জলে লোকে আত্মরূপ দর্শন করে, তেমনি গন্ধর্ব্বলোকে ব্রহ্মদশন হয়, এবং ছায়াতপ আত্মদর্শনের ন্যায় ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মদর্শন হয়।

৬। পৃথক্‌রূপে উৎপদ্যমান ইন্দ্রিয়সমূহের পৃথক্ ভাব, আর তাহাদের যে উদয়াস্ত অর্থাৎ জাগ্রৎ ও নিদ্রাবস্থা, তাহা জানিয়া জ্ঞানী শোকাতীত হন।

৭। ইন্দ্রিয়সমুহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে সত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ,

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮ ॥

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্৯প্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৯ ॥

'সত্ত্বাৎ মহান্ আত্মা' 'অধি' 'অধিকঃ, 'মহতঃ, [আত্মনঃ] অব্যক্তম্' 'উত্তমং' শ্রেষ্ঠতমম্ ॥ ৭ ॥

'অব্যক্তাৎ তু ব্যাপকঃ' 'অলিঙ্গঃ' অশরীরঃ 'এব চ পুরুষঃ পরঃ', যং জ্ঞাত্বা জন্তুঃ মুচ্যতে অমৃতত্বং চ' 'গচ্ছতি' প্রাপ্নোতি ॥ ৮ ॥

'অস্য' আত্মনঃ 'রূপং' 'সন্দৃশে' দর্শনবিষয়ে 'ন তিষ্ঠতি, কঃ চন এনং চক্ষুষা ন পশ্যতি'। 'হৃদা' 'মনীষা মনঃ ঈষ্টে ইতি মনীট্, সংশয়রহিতা বুদ্ধিঃ, তয়া, 'মনসা' মননরূপেণ সম্যক্-দর্শনেন [সঃ] 'অভিক্৯প্তঃ' প্রকাশিতঃ [ভবতি]। 'যে' 'এতৎ' এতম্ আত্মানম্ 'বিদুঃ,' তে অমৃতাঃ ভবন্তি ॥ ৯ ॥

সত্ত্ব হইতে মহান্ আত্মা অধিক, মহৎ অর্থাৎ মহান্ আত্মা হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ।

৮। অব্যক্ত হইতে ব্যাপক এবং অশরীর পুরুষ শ্রেষ্ঠ, যাঁহাকে জানিয়া জীব মুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।

৯। ইঁহার রূপ দর্শনের বিষয় হয় না, কেহ তাঁহাকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না। হৃদয়, সংশয়রহিত বুদ্ধি এবং মননদ্বারা তিনি প্রকাশিত হন। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হন।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাঙ্গতিম্॥ ১০॥
তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ॥ ১১॥
নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥ ১২।

'যদা পঞ্চ' 'জ্ঞানানি' চক্ষুরাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি 'মনসা সহ অবতিষ্ঠন্তে, বুদ্ধিঃ চ ন' 'বিচেষ্টতে' স্বব্যাপারং চেষ্টতে, ব্যাপ্রিয়তে, 'তাম্' [অবস্থাং] [জ্ঞানিনঃ] 'পরমাং গতিম্ আহুঃ' ॥ ১০॥

'তাং স্থিরাম্ ইন্দ্রিয়ধারণাং' [যোগতত্ত্বজ্ঞাঃ] 'যোগম্ ইতি মন্যন্তে'। 'তদা [যোগী] অপ্রমত্তঃ ভবতি' 'হি' যস্মাৎ 'যোগঃ' 'প্রভবাপ্যয়ৌ' উৎপত্ত্যপায়ধর্ম্মকঃ। অপায়-পরিহারায় অপ্রমাদঃ কর্ত্তব্যঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ॥১১॥

[পরমাত্মা] 'ন এব বাচা, ন মনসা, ন চক্ষুষা প্রাপ্তুং শক্যঃ'। [সঃ] 'অস্তি ইতি ব্রুবতঃ' অস্তিত্ববাদিনঃ 'অন্যত্র' জগতঃ মূলম্ আত্মা নাস্তি ইতি মন্যমানে 'কথম্ তৎ উপলভ্যতে' ॥ ১২॥

১০। যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্থির হইয়া থাকে, আর বুদ্ধি নিজ বিষয় চেষ্টা করে না, সেই অবস্থাকে জ্ঞানিগণ পরম গতি বলেন।

১১। সেই স্থির ইন্দ্রিয়ধারণাকে যোগ বলে। তখন যোগী অপ্রমত্ত হন। যেহেতু যোগ উৎপত্তি ও অপায়ধর্ম্মাত্মক অর্থাৎ যোগের উৎপত্তিও আছে, অপায়ও আছে, অতএব অপায় পরিহারের জন্য অপ্রমত্ত থাকা উচিত।

১২। পরমাত্মাকে বাক্য, মন বা চক্ষুদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যাঁহারা 'তিনি আছেন' এরূপ বলেন, তাঁহারা ব্যতীত অন্যেরা অর্থাৎ নাস্তিকেরা কিরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে?

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥ ১৩ ॥

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ॥
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্ ॥ ১৫ ॥

[পরমাত্মা] 'অস্তি ইতি উপলব্ধব্যঃ', 'তত্ত্বভাবেন' চিন্ময়মাত্রভাবেন 'চ' [উপলব্ধব্যঃ], 'উভয়োঃ' সোপাধিক-নিরুপাধিকয়োঃ [ভাবঃ জ্ঞাতব্যঃ]। [পূর্ব্বম্] 'অস্তি' সোপাধিকরূপেণ, বিশ্বরূপেণ, অস্তি, 'ইতি উপলব্ধস্য' [পরমাত্মনঃ] 'তত্ত্বভাবঃ' নিরুপাধিক-চিন্ময়মাত্রভাবঃ [পশ্চাৎ] 'প্রসীদতি' অভিমুখী ভবতি ॥ ১৩ ॥

'যে কামাঃ' 'অস্য' মর্ত্ত্যস্য 'হৃদি' 'শ্রিতাঃ' আশ্রিতাঃ 'তে সর্ব্বে যদা' 'প্রমুচ্যন্তে' বিশীর্য্যন্তে, বিনশ্যন্তি, 'অথ' তদা 'মর্ত্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি,' 'অত্র' ইহ এব 'ব্রহ্ম' 'সমশ্নুতে' প্রাপ্নোতি ॥ ১৪ ॥

১৩। 'তিনি আছেন', এই রূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, এবং তত্ত্বভাবে অর্থাৎ নির্ব্বিষয় চিন্ময়মাত্রভাবেও উপলব্ধি করিতে হইবে। সোপাধিক ও নিরুপাধিক, এই উভয় ভাবই জ্ঞাতব্য। পূর্ব্বে 'আছেন' অর্থাৎ সোপাধিক রূপে, বিশ্বরূপে, আছেন, এই রূপে উপলব্ধি করিলে তাঁহার তত্ত্বভাব অর্থাৎ নিরুপাধিক চিন্ময়মাত্রভাব পশ্চাৎ প্রকাশিত হয়।

১৪। যে সকল কামনা মর্ত্ত্য জীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সমুদয় যখন বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্ত্য অমর হয়, এবং এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্য-
স্তাসাম্ মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি
বিষ্বঙ্ঙ্ন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥ ১৬ ॥
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্ মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥ ১৭ ॥

'যদা ইহ হৃদয়স্য সর্ব্বে গ্রন্থয়ঃ প্রভিদ্যন্তে, অথ মর্ত্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি, এতাবৎ' [এব অস্য শাস্ত্রস্য] 'অনুশাসনম্' উপদেশঃ ॥ ১৫ ॥

'হৃদয়স্য' 'শতম্' শত-সংখ্যকাঃ 'চ একা চ নাড্যঃ' [সন্তি], 'তাসাম্ একা [সুষুম্না নাম] মূর্দ্ধানম্ [ভিত্ত্বা অভিনিঃসৃতা]। 'তয়া উর্দ্ধম্' 'আয়ন্' আগচ্ছন্ [মর্ত্ত্যঃ] 'অমৃতত্বম্' 'এতি' প্রাপ্নোতি। 'বিষ্বক্' নানাবিধগতয়ঃ 'অন্যাঃ' [নাড্যঃ] 'উৎক্রমণে' বহির্গমনে, সংসারগতি-প্রাপ্তৌ [নিমিত্তম্] 'ভবন্তি' ॥ ১৬ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ অন্তরাত্মা জনানাম্ হৃদি সদা সন্নিবিষ্টঃ' [অস্তি]।

১৫। যখন ইহলোকে হৃদয়ের গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হয়, তখন মর্ত্ত্য অমর হয়, এইমাত্র এই শাস্ত্রের উপদেশ।

১৬। হৃদয়ের এক শত এক নাড়ী আছে, তাহাদের মধ্যে (সুষুম্নানাম্নী) একটী নাড়ী মস্তক ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে। [অন্তকালে] জীব এই নাড়ীদ্বারা উর্দ্ধে আসিয়া অমরত্ব লাভ করে। নানাবিধ গতিবিশিষ্ট অন্যান্য নাড়ী বহির্গমনের অর্থাৎ সংসারগতি প্রাপ্তির কারণ হয়।

১৭। অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ অন্তরাত্মা পুরুষ সর্ব্বজনের হৃদয়ে সর্ব্বদা সন্নিবিষ্ট

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা
বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্।
ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যু-
রন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেবম্ ॥ ১৮ ॥

'মুঞ্জাৎ' মুঞ্জতৃণাৎ 'ইষীকাং' মুঞ্জতৃণকাষ্ঠিকাম্ 'ইব' 'তং' 'স্বাৎ' স্বকীয়াৎ 'শরীরাৎ' ধৈর্য্যেণ। সহ | 'প্রবৃহেৎ' পৃথককুর্য্যাৎ, প্রভেদেন জানীয়াৎ ইত্যর্থঃ। 'তং শুক্রম্ অমৃতম্ [চ] বিদ্যাৎ'। 'তম্ বিদ্যাৎ' ইত্যাদি দ্বিবচনম্ উপনিষৎ-সমাপ্ত্যর্থমিতি ॥ ১৭ ॥

'অথ নচিকেতা মৃত্যুপ্রোক্তাং এতাং বিদ্যাং' 'কৃৎস্নং' সর্ব্বং 'যোগবিধিং চ লব্ধ্বা ব্রহ্মপ্রাপ্ত' [সন্] 'বিরজঃ' নির্ম্মলঃ 'বিমৃত্যুঃ' অমরঃ [চ] 'অভূৎ'। 'অন্যঃ যঃ এবম্' 'অধ্যাত্মম' আত্মবিদ্যাম্ 'বিৎ' বিজানাতি, [স] 'অপি এবম্' [ভবিষ্যতি] ॥ ১৮ ॥

বলিয়াছেন। মুঞ্জা হইতে ইষীকা গ্রহণের ন্যায় আপনার শরীর হইতে তাঁহাকে ধৈর্য্যপূর্ব্বক পৃথক করিবে অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া জানিবে। তাঁহাকে উজ্জ্বল ও অমৃত বলিয়া জানিবে, তাঁহাকে উজ্জ্বল ও অমৃত বলিয়া জানিবে। (শেষ বাক্যের দ্বিবচন উপনিষৎ-সমাপ্তি-ব্যঞ্জক)।

১৮। তৎপরে নচিকেতা মৃত্যু-কথিত এই বিদ্যা এবং সমুদয় যোগবিধি লাভ করিয়া এবং ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া নির্ম্মল ও অমর হইলেন। অন্য যে ব্যক্তি এইরূপে আত্মবিদ্যা লাভ করিবে, সে ব্যক্তিও এরূপ হইবে।

ইতি তৃতীয়া বল্লী, আদিতঃ ষষ্ঠী বল্লী।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ইতি কঠোপনিষৎ সমাপ্তা।

প্রশ্নোপনিষৎ

(অথর্ব্ববেদীয়া)

প্রথমঃ প্রশ্নঃ

সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ সৌর্য্যায়ণী চ গার্গ্যঃ কৌশল্যশ্চাশ্বলায়নো ভার্গবো বৈদর্ভিঃ কবন্ধী কাত্যায়নস্তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণা এষ হ বৈ তৎ সর্ব্বং বক্ষ্যতীতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ ॥ ১ ॥

ভারদ্বাজঃ' ভরদ্বাজ-পুত্রঃ 'সুকেশা' 'চ' তথা 'শৈব্যঃ' শিবি-পুত্রঃ 'চ' সত্যকামঃ' 'সৌর্য্যায়ণী' সৌর্য্য-পুত্রঃ ; ঈকারঃ ছান্দসঃ, 'গার্গ্যঃ' গর্গ-গোত্রোৎপন্নঃ 'অশ্বলায়নঃ' অশ্বল-পুত্রঃ 'কৌশল্যঃ' চ' 'ভার্গবঃ' ভৃগুপুত্রঃ 'বৈদর্ভিঃ' বিদর্ভে প্রভবঃ যস্য, 'কাত্যায়নঃ কত্যপুত্রঃ 'কবন্ধী,' তে হ এতে ব্রহ্মপরাঃ ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ' [আসন্], 'তে হ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণাঃ' পরব্রহ্মণঃ অন্বেষণং কুর্ব্বাণাঃ 'এষঃ হ বৈ তৎ সর্ব্বং বক্ষ্যতি' ইতি' [মত্বা] 'সমিৎ-পাণয়ঃ' সমিদ্ভার-গৃহীতহস্তাঃ সন্তঃ 'ভগবন্তম্ পূজাবন্তম্ 'পিপ্পলাদম্' 'উপসন্নাঃ' উপজগ্মুঃ, তস্য সমীপং গতবন্তঃ ॥ ১ ॥

১। ভরদ্বাজ-পুত্র সুকেশা, শিবিপুত্র সত্যকাম, সৌর্য্যপুত্র গার্গ্য, অশ্বল-পুত্র কৌশল্য, ভৃগু-পুত্র বৈদর্ভি (বিদর্ভে জাত) কত্য-পুত্র কবন্ধী, ইঁহারা ব্রহ্মপরায়ণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন, ইঁহারা পরব্রহ্মের অন্বেষণ-পর হইয়া 'ইনি আমাদিগকে সেই সমস্ত বলিবেন' এই ভাবিয়া ভগবান্ পিপ্পলাদের নিকট সমিৎ-হস্তে উপস্থিত হইলেন।

তান্ হ স ঋষিরুবাচ ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছথ যদি বিজ্ঞাস্যামঃ সর্ব্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি ॥ ২ ॥

অথ কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য পপ্রচ্ছ। ভগবন্ কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি ॥ ৩ ॥

তস্মৈ স হোবাচ প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে। রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেত্যেতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি ॥ ৪ ॥

'সঃ ঋষিঃ তান্ হ উবাচ,—ভূয়ঃ এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া চ সহ সংবৎসরং' 'সংবৎস্যথ' তিষ্ঠত, [ততঃ] 'যথাকামং প্রশ্নান্' 'পৃচ্ছথ' পৃচ্ছত; 'যদি বিজ্ঞাস্যামঃ [তদা] সর্ব্বং হ' 'বঃ' যুষ্মান্ 'বক্ষ্যামঃ ইতি' ॥ ২ ॥

'অথ' সংবৎসরাদূর্দ্ধম্ 'কাত্যায়নঃ কবন্ধী [ঋষিম] উপেত্য পপ্রচ্ছ,— 'ভগবন্, কুতঃ হ বৈ ইমাঃ' 'প্রজাঃ' প্রাণিনঃ 'প্রজায়ন্তে' উৎপদ্যন্তে 'ইতি' ॥ ৩ ॥

'সঃ তস্মৈ হ উবাচ,—প্রজাপতিঃ বৈ' 'প্রজাকামঃ' প্রাণি-সিসৃক্ষুঃ সন্ 'সঃ' 'তপঃ অতপ্যত' সঙ্কল্পং কৃতবান্, ইত্যর্থঃ, 'সঃ তপঃ তপ্ত্বা'—এতৌ মে

২। সেই ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'পুনরায় তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা অবলম্বনপূর্ব্বক সংবৎসর যাপন কর, তৎপর ইচ্ছানুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও, যদি আমার জানা থাকে, তবে তোমাদিগকে সমুদায় বলিব।'

৩। তৎপর কত্য-পুত্র কবন্ধী ঋষির নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্, এই প্রাণীসকল কোথা হইতে জন্মে?'

৪। তিনি তাহাকে বলিলেন,—প্রজাপতি প্রজাকাম অর্থাৎ প্রাণীদের উৎপত্তিবিষয়ে ইচ্ছুক হইয়া তপস্যা করিলেন অর্থাৎ সঙ্কল্প

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা রয়ির্ব্বা এতৎ সর্ব্বং যন্ মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ তস্মান্ মূর্ত্তিরেব রয়িঃ ॥ ৫ ॥

অথাদিত্য উদয়ন যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি তেন প্রাচ্যান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে। যদ্ দক্ষিণাং যৎ প্রতীচীং যদুদীচীং যদধো যদূর্দ্ধং যদন্তরা দিশো যৎ সর্ব্বং প্রকাশয়তি তেন সর্ব্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে ॥ ৬ ।

বহুধা প্রজাঃ করিষ্যতঃ—ইতি [মত্বা] সঃ 'রয়িম্' অন্নম্ আদিভূতং চ 'প্রাণং' চৈতন্যং 'চ' [এতৎ] 'মিথুনম্' 'উৎপাদয়তে' অসৃজৎ ॥ ৪ ॥

'আদিত্যঃ হ বৈ প্রাণঃ, রয়িঃ এব চন্দ্রমাঃ। যৎ মূর্ত্তম্ অমূর্ত্তং চ এতৎ সর্ব্বং বৈ রয়িঃ। তস্মাৎ মূর্ত্তিঃ রয়িঃ এব।' মূর্ত্তসাহিত্যাৎ অমূর্ত্তমপি যৎ রয়িত্বেন গৃহ্যতে, তৎ মূর্ত্তেঃ রয়িত্বে কাপি বক্তব্যতা,—ইতি আচার্য্য-সামশ্রমি-সম্মত। ব্যাখ্যা ॥৫ ॥

'অথ আদিত্যঃ উদয়ন্' 'যৎ' যদা প্রাচীং দিশং প্রবিশতি,' [তদা সঃ] 'তেন' স্বপ্রকাশব্যাপ্ত্যা 'প্রাচ্যান্ প্রাণান্ [তদীয়েষু] রশ্মিষু' 'সন্নিধত্তে' সন্নিবেশয়তি, আত্মভূতান্ করোতি। 'যৎ' যদা [সঃ] দক্ষিণাং যৎ প্রতীচীং

করিলেন, তিনি তপস্যা করিয়া 'ইহারা আমার জন্য বহুবিধ প্রাণী উৎপাদন করিবে' এই ভাবিয়া রয়ি অর্থাৎ আদিভূত এবং প্রাণ অর্থাৎ চৈতন্য, এই মিথুন উৎপাদন করিলেন।

৫। আদিত্যই প্রাণ, চন্দ্রমাই রয়ি, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত সংশ্লিষ্ট যাহা কিছু এই সমস্তই রয়ি; তন্মধ্যগত মূর্ত্তবস্তু ত রয়ি বটেই।

৬। যখন আদিত্য উদিত হইয়া পূর্ব্বদিকে প্রবেশ করেন, তখন তিনি তদ্দ্বারা অর্থাৎ স্বপ্রকাশব্যাপ্তিদ্বারা পূর্ব্বদিকস্থ প্রাণসমূহকে তাঁহার রশ্মিতে গ্রহণ করেন। যখন দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, অধঃ, উর্দ্ধ এবং

স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোঽগ্নিরুদয়তে। তদেতদৃচাভ্যুক্তম্ ॥ ৭ ॥

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং
পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্ত্তমানঃ
প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ ॥ ৮ ॥

যং উদীচীং যং অধঃ যং ঊর্দ্ধং যং' 'অন্তরাঃ দিশঃ' কোণদিশঃ, অবান্তরদিশঃ 'যৎ সর্ব্বং প্রকাশয়তি [তদা সঃ] তেন সর্ব্বান্ প্রাণান্ [তদীয়েষু] রশ্মিষু সন্নিধত্তে' ॥ ৬ ॥

'সঃ এষঃ' 'বৈশ্বানরঃ' সর্ব্বজীবাত্মকঃ, 'বিশ্বরূপঃ' সর্ব্বপ্রপঞ্চাত্মকঃ 'প্রাণঃ অগ্নিঃ' সূর্য্যঃ 'উদয়তে' উদেতি। 'তৎ এতৎ' ঋচা ছন্দোবদ্ধ-মন্ত্রেণ 'অভ্যুক্তম্' বিশিষ্টম্ উক্তম্ ॥ ৭॥

'বিশ্বরূপং' 'হরিণং' রশ্মিমন্তং 'জাতবেদসং' জাতপ্রজ্ঞানম্ 'পরায়ণং' সর্ব্বপ্রাণাশ্রয়ং 'জ্যোতিরেকং' সর্ব্বপ্রাণিনাং চক্ষুর্ভূতম্ অদ্বিতীয়ং 'তপন্তং' তাপক্রিয়াং কুর্ব্বাণং [সূর্য্যং ব্রহ্মবিদঃ বিজ্ঞাতবন্তঃ]। 'এষঃ সহস্ররশ্মিঃ' 'শতধা' প্রাণিভেদেন অনেকধা 'বর্ত্তমানঃ প্রজানাম প্রাণঃ সূর্য্যঃ' 'উদয়তি' উদেতি ॥ ৮ ॥

অবান্তর দিক্ সকল এই সমুদায় প্রকাশ করেন, তখন তদ্দ্বারা সমুদায় প্রাণকে তাঁহার রশ্মিতে গ্রহণ করেন।

৭। এই সেই সর্ব্বজীবাত্মক, সর্ব্বপ্রপঞ্চাত্মক প্রাণ ও অগ্নিরূপ সূর্য্য উদিত হইতেছেন। ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রদ্বারা এই বিষয় কথিত হইয়াছে।

৮। বিশ্বরূপ, রশ্মিমান্, জ্ঞানবান্, পরমাশ্রয়, অদ্বিতীয় জ্যোতি ও তাপক্রিয়াকারী সূর্য্যকে [ব্রহ্মবিদেরা জানেন]। এই সহস্ররশ্মি,

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিস্তস্যায়নে দক্ষিণঞ্চোত্তরঞ্চ। তদ্ যে হ বৈ তদিষ্টাপূর্ত্তে কৃতমিত্যুপাসতে। তে চান্দ্রমসমেব লোকমভিজয়ন্তে। ত এব পুনরাবর্ত্তন্তে তস্মাদেতে ঋষয়ঃ প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে। এষঃ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযাণঃ ॥ ৯ ॥

অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্তে এতদ্ বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎ পরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্ত ইত্যেষ নিরোধস্তদেষ শ্লোকঃ ॥১০॥

'সংবৎসরঃ বৈ প্রজাপতিঃ, তস্য দক্ষিণং চ উত্তরং চ' [ইতি দ্বে] 'অয়নে' মার্গৌ [স্তঃ]। 'যে হ বৈ' 'তৎ' তত্র 'ইষ্টাপূর্ত্তে' ইষ্টং যাগাদি কর্ম্ম, পূর্ত্তং বাপীকূপ-খননাদি কর্ম্ম, 'কৃতম্' কার্য্যম্ 'ইতি' [মত্বা] 'উপাসতে' অনুতিষ্ঠন্তি, 'তে চন্দ্রমসং লোকম্ এব' 'অভিজয়ন্তে' লভন্তে। 'তে পুনঃ এব' 'আবর্ত্তন্তে' প্রত্যাগচ্ছন্তি, তস্মাৎ এতে' প্রজাকামাঃ' সন্তানার্থিনঃ 'ঋষয়ঃ দক্ষিণং [মার্গম] 'প্রতিপদ্যন্তে' গচ্ছন্তি। 'এষঃ হ বৈ রয়িঃ যঃ' 'পিতৃযাণঃ' পিতৃণাং পন্থা ॥ ৯ ॥

'অথ পক্ষান্তরে [অন্যে] 'তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়া আত্মানম্ অন্বিষ্য উত্তরেণ মার্গেণ' 'আদিত্যং' সূর্য্যলোকম্ 'অভিজয়ন্তে'। 'এতৎ'

প্রাণিভেদে শতধা বর্ত্তমান এবং প্রাণীদিগের প্রাণ সূর্য্য উদিত হইতেছেন।

৯। সংবৎসরই প্রজাপতি, ইহার উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই অয়ন অর্থাৎ পথ আছে। যাহারা ইষ্টাপূর্ত্তকে কার্য্য বলিয়া অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কেবল চন্দ্রলোকই প্রাপ্ত হন এবং তাঁহারা পুনরাবর্ত্তন করেন, অতএব সন্তানার্থী ঋষিরা দক্ষিণমার্গে গমন করেন। এই রয়িই পিতৃযাণ অর্থাৎ পিতৃগণের পথ।

১০। কিন্তু অন্যেরা ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও জ্ঞানদ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং
দিব আহুঃ পরে অর্দ্ধে পুরীষিণম্।
অথেমে অন্য উ পরে বিচক্ষণং
সপ্তচক্রে ষড়র আহুরর্পিতমিতি ॥ ১১ ॥

(ঋক্, ১।১৬৪।১২)

এষঃ সূর্য্যলোকঃ 'বৈ প্রাণানাম' 'আয়তনম্' আশ্রয়ঃ, 'এতৎ অমৃতম্ অভয়ম্ এতৎ' 'পরায়ণম' পরা গতিঃ, 'এতস্মাৎ ন [কশ্চিৎ] পুনঃ আবর্ত্তন্তে, ইতি' [অতঃ] 'এষঃ' নিরোধঃ' নিরুদ্ধা অনেন সংসারগতিঃ ইতি, নিরুদ্ধাঃ অস্মাৎ অবিদ্বাংসঃ—ইতি ভাষ্যভাবঃ। 'তৎ' তস্মিন অর্থে "এষঃ শ্লোকঃ' [কথিতঃ] ॥ ১০ ॥

[কালবিদঃ এতম্ সংবৎসরাত্মানম্ আদিত্যম্] 'পঞ্চপাদং' পঞ্চ ঋতবঃ পাদাঃ ইব যস্য ইতি, হেমন্ত-শিশিরৌ একীকৃত্য ইয়ং কল্পনা, 'দ্বাদশাকৃতিং দ্বাদশ মাসাঃ আকৃতিঃ ইব যস্য ইতি 'পিতরং' [তথা] 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'পরে অর্দ্ধে' 'পুরীষিণম্' উদকবৃষ্টি-কারিণম্ 'আহুঃ'। 'অথ অন্যে ইমে' 'বিচক্ষণং' নিপুণং, জ্ঞানিনম [আদিত্যং] 'সপ্তচক্রে ষড়্-অরে' [রথে] 'অর্পিতং' স্থিতম্ 'ইতি আহুঃ' ॥ ১১ ॥

করিয়া উত্তরমার্গদ্বারা সূর্য্যলোক লাভ করেন, ইহা অর্থাৎ সূর্য্যলোকই সমুদায় প্রাণের আশ্রয়, ইহা অমৃত ও অভয়, ইহা পরম আশ্রয়, ইহা হইতে কেহ পুনরাবর্ত্তন করে না, অতএব ইহা শেষ গতি। এতদর্থে এই মন্ত্র কথিত হইয়াছে।

১১। কালবিদেরা এই সংবৎসরাত্মক আদিত্যকে পঞ্চপাদ ও দ্বাদশাকৃতি পিতা এবং দ্যুলোকের পরার্দ্ধে উদকবৃষ্টিকারী বলিয়া থাকেন। কিন্তু অন্যেরা জ্ঞানী আদিত্যকে সপ্তচক্র ও ষড়্-অর-যুক্ত রথে স্থাপিত বলিয়া বলেন। ('পঞ্চপাদ'—হেমন্ত ও শিশিরকে এক ধরিয়া পঞ্চ ঋতু যাহার পাদ-স্বরূপ। 'দ্বাদশাকৃতি'—দ্বাদশ মাস যাহার আকৃতি স্বরূপ)।

মাসো বৈ প্রজাপতিস্তস্য কৃষ্ণপক্ষ এব রয়ি শুক্লঃ প্রাণস্তস্মাদেতে ঋষয়ঃ শুক্ল ইষ্টিং কুর্ব্বন্তীতর ইতরস্মিন্॥ ১২॥

অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিস্তস্যাহরেব প্রাণো রাত্রিরেব রয়িঃ প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি। যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ যদ্ রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে॥ ১৩॥

অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততো হ বৈ তদ্ রেতস্তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি॥ ১৪॥

'মাসঃ বৈ প্রজাপতিঃ, তস্য কৃষ্ণপক্ষঃ এব রয়িঃ' 'শুক্লঃ' শুক্লপক্ষঃ 'প্রাণঃ'। 'তস্মাৎ এতে ঋষয়ঃ শুক্লে' 'ইষ্টিং' যাগং 'কুর্ব্বন্তি,' 'ইতরে' অন্যে 'ইতরস্মিন্' অন্যস্মিন্, কৃষ্ণপক্ষে, ইত্যর্থঃ, [ইষ্টিং কুর্ব্বন্তি]॥ ১২॥

'অহোরাত্রঃ বৈ প্রজাপতিঃ, তস্য অহঃ এব প্রাণঃ, রাত্রিঃ এব রয়িঃ; যে দিবা অহনি রত্যা সংযুজ্যন্তে এতে প্রাণং বৈ' 'প্রস্কন্দন্তি' নির্গময়ন্তি। 'যৎ' যে 'রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে' 'তৎ' তে 'ব্রহ্মচর্য্যম্ এব [আচরন্তি]॥১৩॥

'অন্নম্ বৈ প্রজাপতিঃ, ততঃ হ বৈ তৎ' 'রেতঃ' শুক্রম্ [জায়তে] 'তস্মাৎ' [রেতসঃ] ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ইতি'॥ ১৪॥

১২। মাসই প্রজাপতি, কৃষ্ণপক্ষই ইহার রয়ি, এবং শুক্লপক্ষ প্রাণ। অতএব এই ঋষিরা শুক্লপক্ষে যাগ করেন, এবং অন্যেরা অপর পক্ষে করেন।

১৩। অহোরাত্রই প্রজাপতি, অহঃই ইহার প্রাণ এবং রাত্রিই রয়ি। যাহারা দিবসে রতিক্রিয়া করে তাহারা স্বীয় প্রাণক্ষয় করে, আর যাহারা রাত্রিতে রতিক্রিয়া করে তাহারা ব্রহ্মচর্য্যই আচরণ করে।

১৪। অন্নই প্রজাপতি, তাহা হইতে সেই রেত অর্থাৎ শুক্র উৎপন্ন হয় এবং ইহা হইতে এই সকল প্রাণী জন্মে।

তদ্ যে হ তৎ প্রজাপতিব্রতং চরন্তি তে মিথুনমুৎপাদয়ন্তে। তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মমনৃতং মায়া চেতি ॥ ১৬ ॥

'তৎ' তস্মাৎ হেতোঃ 'যে হ তৎ' 'প্রজাপতিব্রতং' ঋতৌ ভার্য্যাগমনং 'চরন্তি' অনুতিষ্ঠন্তি 'তে' 'মিথুনম্' পুত্রং দুহিতরং চ 'উৎপাদয়ন্তে'। 'তেষাম্ এব এষঃ' 'ব্রহ্মলোকঃ' চান্দ্রমসঃ পিতৃযাণলক্ষণঃ 'যেষাং তপঃ ব্রহ্মচর্য্যং [চ অস্তি] যেষু [চ] সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্' ॥ ১৫ ॥

'তেষাম্ অসৌ' 'বিরজঃ' শুদ্ধঃ 'ব্রহ্মলোকঃ' দেবযানলক্ষণঃ সূর্য্যলোকঃ 'ন যেষু' জিহ্মং' কৌটিল্যম্ 'অনৃতম্ মায়া চ ইতি' ॥ ১৬ ॥

১৫। অতএব যাঁহারা সেই প্রজাপতি-ব্রত (ঋতুকালে ভার্য্যাগমন) অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা মিথুন অর্থাৎ পুত্র-কন্যা উৎপাদন করেন। যাঁহাদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য আছে, এবং যাঁহাদিগের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে, এই ব্রহ্মলোক (অর্থাৎ পিতৃযাণলক্ষণ চন্দ্রলোক) তাঁহাদেরই। ১৫।

১৬। সেই শুদ্ধ ব্রহ্মলোক অর্থাৎ দেবযানলক্ষণ সূর্য্যলোক তাঁহাদের, যাঁহাদের মধ্যে কৌটিল্য, অসত্য ও মায়া নাই।

ইতি প্রথমঃ প্রশ্নঃ।

দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ

—ঃ(০)ঃ—

অথ হৈনং ভার্গবো বৈদর্ভিঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্ কত্যেব দেবাঃ প্রজাং বিধারয়ন্তে কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে কঃ পুনরেষাং বরিষ্ঠ ইতি ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচাকাশো হ বা এষ দেবো বায়ুরগ্নিরাপঃ পৃথিবী বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ। তে প্রকাশ্যাভিবদন্তি বয়মেতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামঃ ॥ ২ ॥

'অথ হ এনম্' এতম্ পিপ্পলাদম্ 'ভার্গবঃ বৈদর্ভিঃ পপ্রচ্ছ,—ভগবন্,' 'কতি' কিয়ৎসংখ্যাকাঃ 'এব' 'দেবাঃ' শক্তয়ঃ 'প্রজাম্' প্রাণিশরীরম্ 'বিধারয়ন্তে'? 'কতরে' বুদ্ধীন্দ্রিয়-কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং মধ্যে কে 'এতৎ' [প্রকাশনং] স্বমাহাত্ম্য-প্রখ্যাপনম 'প্রকাশয়ন্তে'? 'কঃ পুনঃ এষাং' 'বরিষ্ঠঃ' শ্রেষ্ঠতমঃ 'ইতি' ॥ ১ ॥

'তস্মৈ সঃ হ উবাচ,—আকাশঃ হ বৈ এষঃ দেবঃ, বায়ুঃ, অগ্নিঃ, আপঃ, পৃথিবী, বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্রং চ। তে [একদা স্বস্বমাহাত্ম্যম্] প্রকাশ্য অভিবদন্তি, বয়ম্ এতৎ' 'বাণম্' 'বীণাং', শরীরম্ ইত্যর্থঃ 'অবষ্টভ্য' ধাপ্য 'বিধারয়ামঃ' ॥ ২ ॥

১। তৎপর তাঁহাকে অর্থাৎ পিপ্পলাদ ঋষিকে ভৃগু-পুত্র বৈদর্ভি বলিলেন, "ভগবন্, কত সংখ্যক শক্তি প্রাণি-শরীরকে ধারণ করে, তাহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ শক্তি স্বস্বমাহাত্ম্য প্রকাশ করে, এবং ইহাদের মধ্যে কোন্ শক্তিই বা শ্রেষ্ঠতম?"

২। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "সেই সকল শক্তি আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, বাক্, মন, চক্ষু ও শ্রোত্র। ইহারা একদা নিজ নিজ

তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ। মা মোহমাপদ্যথাহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্ বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি তেঽশ্রদ্দধানা বভূবুঃ ॥ ৩ ॥

সোঽভিমানাদূর্দ্ধমুৎক্রামত ইব তস্মিন্নুৎক্রামত্যথেতরে সর্ব্ব এবোৎক্রামন্তে তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্ব এব প্রাতিষ্ঠন্তে। তদ্যথা মক্ষিকা মধুকররাজানমুৎক্রামন্তং সর্ব্বা এবোৎক্রামন্তে তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্বা এব প্রাতিষ্ঠন্ত এবং বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ তে প্রীতাঃ প্রাণং স্তুবন্তি ॥ ৪ ॥

[তদা] 'বরিষ্ঠঃ প্রাণঃ তান্ উবাচ,—মা মোহম্' 'আপদ্যথ' আপদ্যত, প্রাপ্নুত, অবিবেকতয়া মিথ্যাভিমানং মা কুরুত, ইত্যর্থঃ। 'অহম্ এব' 'এতৎ' এতম্ আত্মানম্ 'পঞ্চধা প্রবিভজ্য এতৎ বাণম অবষ্টভ্য বিধারয়ামি ইতি'। 'তে' [প্রাণোক্তে বিষয়ে] 'অশ্রদ্দধানাঃ' অবিশ্বসন্তঃ 'বভূবুঃ' ॥ ৩ ॥

[তদা] 'সঃ অভিমানাৎ ঊর্দ্ধম্' 'উৎক্রামতে' উৎক্রামতি, ঊর্দ্ধম্ বহিঃ গচ্ছতি 'ইব'। 'তস্মিন্ উৎক্রামতি' [সতি] 'অথ' তদা 'ইতরে সর্ব্বে এব'

মাহাত্ম্য প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, 'আমরা প্রত্যেকে এই বাণ অর্থাৎ শরীরকে ব্যাপিয়া রক্ষা করিতেছি'।

৩। তখন শ্রেষ্ঠতম প্রাণ তাহাদিগকে বলিলেন, 'মোহ প্রাপ্ত হইও না অর্থাৎ অবিবেক-বশতঃ মিথ্যাভিমান করিও না, আমিই আপনাকে পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত করিয়া এই শরীরকে ব্যাপিয়া রক্ষা করিতেছি।' তাঁহারা এই কথা প্রত্যয় করিলেন না।

৪। তাহাতে তিনি অভিমান-বশতঃ যেন উৎক্রান্ত অর্থাৎ ঊর্দ্ধদিকে বহির্গত হইলেন। তিনি উৎক্রান্ত হওয়াতে অন্য সকলেই উৎক্রান্ত

এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য এষ পর্জ্জন্যো মঘবানেষ বায়ুরেষ
পৃথিবী রয়ির্দেব সদসচ্চামৃতঞ্চ যৎ ॥ ৫ ॥

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঋচো যজূংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ ॥ ৬ ॥

'উৎক্রামন্তে' উৎক্রামন্তি, 'তস্মিন্ চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্বে এব প্রাতিষ্ঠন্তে'। তৎ যথা মধুকর-রাজানাম্ উৎক্রামন্তং সর্ব্বাঃ এব [মক্ষিকাঃ] উৎক্রামন্তে, তস্মিন্ চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্বাঃ এব প্রাতিষ্ঠন্তে, এবং বাক্ মনঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ [অকুর্ব্বন। অতঃ] তে প্রীতাঃ প্রাণং স্তুবন্তি' ॥ ৪ ॥

এষঃ অগ্নিঃ [সন্] তপতি, এষঃ সূর্য্যঃ, এষঃ' 'পর্জ্জন্যঃ' মেঘঃ 'এষঃ' 'মঘবান্' ইন্দ্রঃ, 'এষঃ বায়ুঃ, এষঃ পৃথিবী, [এষঃ] দেবঃ' 'রয়িঃ' চন্দ্রঃ। যৎ' 'সৎ' মূর্ত্তম্, 'অসৎ' অমূর্ত্তম্, 'অমৃতং চ' [এষঃ তৎ এব] ॥ ৫ ॥

'রথনাভৌ অরাঃ ইব প্রাণে সর্ব্বম্ প্রতিষ্ঠিতম্। ঋচঃ, যজূংষি, সামানি, যজ্ঞঃ,' 'ক্ষত্রং' ক্ষত্রিয়ঃ বর্ণঃ, 'ব্রহ্ম' ব্রহ্মণ্যঃ বর্ণঃ 'চ' [ইতি সর্ব্বম্ প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্] ॥ ৬ ॥

হইলেন, তিনি স্থির হওয়াতে সকলেই স্থির হইলেন। যেমন মধুকর-রাজ উড্ডীন হইলে সমুদয় মধুমক্ষিকাই উড্ডীন হয়, এবং সে স্থির হইলে সকলেই স্থির হয়, বাক্, মন, চক্ষু ও শ্রোত্রও তাহাই করিলেন। অতঃপর তাহারা প্রীত হইয়া প্রাণের স্তব করিতে লাগিলেন। ৪।

৫। ইনি অগ্নি রূপে প্রজ্বলিত হন, ইনি সূর্য্য, ইনি পর্জ্জন্য অর্থাৎ মেঘ, ইনি ইন্দ্র, ইনি বায়ু, এই দেব রয়ি অর্থাৎ চন্দ্র, যাহা সৎ অর্থাৎ আকারযুক্ত, অসৎ অর্থাৎ আকারশূন্য এবং অমৃত, তাহাও তিনি।

৬। যেমন রথচক্রের নাভিতে অরসমূহ সংলগ্ন থাকে, তেমনি সমস্তই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঋক্, যজু, সাম, যজ্ঞ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বর্ণ সকলই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত।

প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে।
তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি ॥৭॥

দেবানামসি বহ্নিতমঃ পিতৄণাং প্রথমা স্বধা।
ঋষীণাঞ্চরিতং সত্যমথর্ব্বাঙ্গিরসামসি ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোঽসি পরিরক্ষিতা।
ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্য্যস্ত্বং জ্যোতিষাম্পতিঃ ॥ ৯ ॥

ত্বম্ এব প্রজাপতিঃ, [ত্বম্ এব] গর্ভে চরসি,' [ত্বম্ এব] 'প্রতিজায়সে' পিতুঃ মাতুঃ চ প্রতিরূপঃ সন্ জায়সে। হে 'প্রাণ, যঃ' 'প্রাণৈঃ' চক্ষুরাদিভিঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ 'প্রতিতিষ্ঠসি,' 'ইমাঃ প্রজাঃ' 'তু' পাদপূরণে, 'তুভ্যং' ত্বদর্থং [চক্ষুরাদিদ্বারৈঃ] 'বলিং' দৃশ্যাদি-ভোগ্য-পদার্থনিচয়ং 'হরন্তি' আহরন্তি ॥৭॥

[ত্বম্] 'দেবানাম্' 'বহ্নিতমঃ' হবিষাং শ্রেষ্ঠতমঃ বাহকঃ, [তথা] 'পিতৄণাম্ প্রথমা' 'স্বধা' নান্দীমুখে শ্রাদ্ধে পিতৃভ্যঃ যৎ অন্নং দীয়তে তৎ দেবপ্রদানম্ অপেক্ষ্য প্রথমং ভবতি, তস্য অপি পিতৃভ্যঃ প্রাপয়িতা ত্বম্ এব ইত্যর্থঃ। [ত্বং] 'ঋষীণাং চরিতং সত্যং' ঋষীণাং সত্যাচরণং, তস্য কারণম্ ইত্যর্থঃ। অথবা ঋষীণাং চক্ষুরাদীনাং চরিতং চেষ্টিতং সত্যম্ অবিতথং 'দেহধারণাদি-উপকার-লক্ষণম্' ইতি ভাষ্যকারঃ। [ত্বম্] 'আঙ্গিরসাম্' অঙ্গিরসভূতানাং ঋষীণাম্ 'অথর্ব্বা অসি' ॥ ৮ ॥

৭। তুমিই প্রজাপতি, তুমিই গর্ভমধ্যে বিচরণ কর, এবং পিতা মাতার প্রতিরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ কর। হে প্রাণ, যে চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়গণ সহ বাস করিতেছ, তোমার জন্যই এই প্রাণিসমূহ চক্ষুরাদি-যোগে বলি অর্থাৎ দৃশ্যাদি ভোগ্য বস্তু আহরণ করে।

৮। তুমি দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠতম হবি-বাহক, তুমি পিতৃদিগের প্রথম স্বধা অর্থাৎ স্বধা-বাহক। তুমি ঋষিদিগের সত্যাচরণ স্বরূপ অর্থাৎ সত্যাচরণের কারণ, এবং আঙ্গিরস ঋষিদিগের মধ্যে তুমিই অথর্ব্বা।

যদা ত্বমভিবর্ষস্যথেমাঃ প্রাণ তে প্রজাঃ।
আনন্দরূপাস্তিষ্ঠন্তি কামায়ান্নং ভবিষ্যতীতি ॥ ১০ ॥
ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈকঋষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ।
বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্বনঃ ॥ ১১ ॥

হে 'প্রাণ, ত্বং' 'তেজসা' বীর্য্যেণ 'ইন্দ্রঃ,' [ত্বম্] 'পরিরক্ষিতা রুদ্র-[অসি]। 'ত্বম্ অন্তরীক্ষে চরসি, ত্বং জ্যোতিষাম্ পতিঃ [সূর্য্যঃ]' ॥ ৯ ॥
হে 'প্রাণ, যদা [পর্জ্জন্যঃ ভূত্বা বারি] অভিবর্ষসি, অথ তে ইমাঃ প্রজাঃ' 'কামায়' ইচ্ছাতঃ 'অন্নং' ভবিষ্যতি ইতি [মত্বা] আনন্দরূপাঃ [সত্যঃ] তিষ্ঠন্তি'। অথবা 'প্রাণতে' ইতি পাঠে, 'ইমাঃ প্রজাঃ' 'প্রাণতে' প্রাণচেষ্টাং কুর্ব্বন্তি ॥ ১০ ॥

হে 'প্রাণ, ত্বম্' 'ব্রাত্যঃ' প্রথমজত্বাৎ অন্যস্য সংস্কর্ত্তুঃ অভাবাৎ অসংস্কৃতঃ স্বভাবতঃ এব শুদ্ধঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ। 'একর্ষিঃ' অথর্ব্বণাং প্রসিদ্ধঃ একর্ষিঃ নাম অগ্নিঃ, 'বিশ্বস্য' সর্ব্বস্য ভক্ষ্যদ্রব্যস্য 'অত্তা' ভক্ষকঃ, [তথা] 'সৎপতিঃ'। 'বয়ং' [তব] 'আদ্যস্য' ভক্ষ্যদ্রব্যস্য 'দাতারঃ, ত্বং' 'মাতরিশ্বনঃ, বায়োঃ 'পিতা,' অথবা পাঠান্তরে, হে 'মাতরিশ্বন্,' [ত্বং] 'নঃ' অস্মাকম 'পিতা' ॥ ১১ ॥

৯। হে প্রাণ, বলে তুমি ইন্দ্র, রক্ষকরূপে রুদ্র। তুমি অন্তরীক্ষে বিচরণ কর, তুমি সমুদায় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পতিস্বরূপ সূর্য্য।

১০। যখন তুমি মেঘ হইয়া বারি বর্ষণ কর, তখন তোমার সৃষ্ট এই প্রাণিসমূহ 'ইচ্ছানুরূপ অন্ন হইবে' এই ভাবিয়া আনন্দিত হয়।

১১। হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য অর্থাৎ অসংস্কৃত,—প্রথমজাত বলিয়া অন্য সংস্কার-কর্ত্তার অভাবে অসংস্কৃত, অর্থাৎ স্বভাবতঃই শুদ্ধ,—তুমি একর্ষি অর্থাৎ অথর্ব্বদিগের একর্ষি নামক অগ্নি, সমুদায় ভক্ষ্য দ্রব্যের ভক্ষক, এবং সৎপতি। আমরা তোমার ভক্ষ্যদ্রব্যের দাতা। তুমি বায়ুর পিতা (অথবা, পাঠান্তরে,) হে বায়ো, তুমি আমাদের পিতা।

যা তে তনূর্ব্বাচি প্রতিষ্ঠিতা যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি।
যা চ মনসি সন্ততা শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ॥ ১২॥
প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি ন ইতি॥১৩॥

'যা' 'তে' তব 'তনূঃ বাচি প্রতিষ্ঠিতা, যা শ্রোত্রে, যা চ চক্ষুষি [প্রতিষ্ঠিতা] যা চ মনসি' 'সন্ততা' সমনুগতা, ব্যাপ্তা, 'তাং' [তনুং]. 'শিবাং' শান্তাং 'কুরু, মা উৎক্রমীঃ' ॥ ১২ ॥

'ইদং সর্ব্বং, যৎ' [চ] 'ত্রিদিবে' তৃতীয়স্যাং দিবি, স্বর্গে ইত্যর্থঃ 'প্রতিষ্ঠিতং', [তৎ সর্ব্বং] 'প্রাণস্য বশে' [অস্তি]। [হে প্রাণ, ত্বম অস্মান্] 'মাতা পুত্রান্ ইব রক্ষস্ব', 'নঃ' অস্মভ্যং 'শ্রীঃ' শ্রিয়ঃ 'চ প্রজ্ঞাং চ' 'বিধেহি' বিধৎস্ব 'ইতি' ॥ ১৩ ॥

১২। তোমার যে তনু বাক্যে, শ্রোত্রে ও চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, যাহা মনে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই তনুকে শান্ত কর, তুমি উৎক্রান্ত হইও না।

১৩। এই সমস্ত, এবং যাহা স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই সমস্তই প্রাণের বশে আছে। হে প্রাণ, মাতা যেমন পুত্রদিগকে রক্ষা করেন, তেমনি তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। আমাদিগকে শ্রী ও প্রজ্ঞা প্রদান কর।

ইতি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ।

তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ

—ঃ০ঃ—

অথ হৈনং কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্ কুত এষ প্রাণো জায়তে কথমায়াত্যস্মিঞ্ছরীর আত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে কেনোৎক্রমতে কথং বাহ্যমভিধত্তে কথমধ্যাত্মমিতি। ১।

তস্মৈ স হোবাচাতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি ব্রহ্মিষ্ঠোঽসীতি তস্মাত্তেঽহং ব্রবীমি ॥ ২ ॥

'অথ হ এনম্ আশ্বলায়নঃ কৌসল্যঃ চ পপ্রচ্ছ, ভগবন্, কুতঃ এষঃ প্রাণঃ জায়তে? কথম্ অস্মিন্ শরীরে আয়াতি? কথং বা আত্মানম্ প্রবিভজ্য' 'প্রাতিষ্ঠতে' প্রতিতিষ্ঠতি? 'কেন' [বৃত্তি-বিশেষেণ অস্মাৎ শরীরাৎ] 'উৎক্রমতে' উৎক্রামতি, বহির্গচ্ছতি? 'কথম্' 'বাহ্যম্' ভূতানি দেবতাশ্চ, 'কথম্' 'অধ্যাত্মম্' 'অন্তর্ভূতান্ জীবাত্মনঃ 'অভিধত্তে' ধারয়তি? 'ইতি' ॥ ১ ॥

'তস্মৈ সঃ হ উবাচ',—'অতিপ্রশ্নান্' বিষমান্ প্রশ্নান্ 'পৃচ্ছসি'। 'ব্রহ্মিষ্ঠ অসি, ইতি তস্মাৎ তে অহম্ ব্রবীমি' ॥ ২ ॥

১। তৎপর অশ্বল-পুত্র কৌসল্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, এই প্রাণ কোথা হইতে জন্মে? এই শরীরে কিরূপে আসে? আপনাকে বিভাগ করিয়া কিরূপেই বা থাকে? কোন্ বৃত্তিবিশেষ-দ্বারা এই শরীর হইতে উৎক্রামণ করে? কিরূপে বাহ্য বস্তু অর্থাৎ ভূত ও দেবতাদিগকে এবং আধ্যাত্মিক বস্তু অর্থাৎ জীবাত্মাদিগকে ধারণ করে?"

২। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি ব্রহ্মিষ্ঠ, স্নতরাং আমি তোমাকে বলিতেছি"।

আত্মন এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে ছায়ৈতস্মিন্নেত-দাততং মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে। ৩।

যথা সম্রাড়েবাধিকৃতান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে। এতান্ গ্রামানেতা-গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেত্যেবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক পৃথগেব সন্নিধত্তে। ৪।

পায়ূপস্থেঽপানং চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে মধ্যে তু সমানঃ। এষ হ্যেতদ্ধুতমন্নং সমং নয়তি তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চ্চিষো ভবন্তি। ৫।

'আত্মনঃ এষঃ প্রাণঃ জায়তে। যথা পুরুষে এষা ছায়া, [তথা] এতস্মিন্ [আত্মনি] 'এতৎ' এষঃ প্রাণঃ 'আততম্' বিস্তৃতম্, আশ্রিতম্। [এষঃ] 'মনোকৃতেন' মনঃকৃতেন, মনসঃ সঙ্কল্পেন, সন্ধিঃ আর্ষঃ, 'অস্মিন্ শরীরে আয়াতি' ॥ ৩ ॥

'যথা সম্রাট্ এব' 'অধিকৃতান্' ভৃত্যান্, কর্ম্মচারিণঃ, 'এতান্ গ্রামান্, এতান্ গ্রামান্ অধিতিষ্ঠস্ব ইতি' 'বিনিযুঙ্‌ক্তে' আজ্ঞাপয়তি, 'এবম্ এব এষঃ প্রাণঃ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথক্ এব' 'সন্নিধত্তে' সন্নিবেশয়তি ॥৪॥

'পায়ূপস্থে' পায়ৌ মলদ্বারে, উপস্থে জননেন্দ্রিয়ে, 'অপানং' [সন্নিবেশয়তি] ; 'প্রাণঃ স্বয়ম মুখনাসিকাভ্যাং [নির্গচ্ছন্] চক্ষুঃ শ্রোত্রে প্রাতিষ্ঠতে'।

৩। প্রাণ আত্মা হইতে জন্মে। যেমন মনুষ্যের এই ছায়া, তেমনি ইহাতে অর্থাৎ আত্মাতে ইহা বিস্তৃত অর্থাৎ আশ্রিত রহিয়াছে। মনের সঙ্কল্পবশতঃ ইহা এই শরীরে আসে।

৪। যেমন সম্রাট্ কর্ম্মচারিদিগকে 'এই সকল গ্রাম শাসন কর, এই সকল গ্রাম শাসন কর' এই বলিয়া আদেশ করেন, তেমনি এই প্রাণ অন্যান্য প্রাণসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ সন্নিবেশিত করেন।

৫। মলদ্বারে ও জননেন্দ্রিয়ে অপানকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন ;

হৃদি হ্যেষ আত্মা। অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং শতং শতমেকৈকস্যাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ী সহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি। ৬।

'মধ্যে তু সমানঃ' [অবস্থিতঃ]। 'এষঃ হি এতৎ', 'হুতম্' জঠরাগ্নৌ প্রক্ষিপ্তম্ 'অন্নং' 'সমং নয়তি', সমভাগেন শরীরাংশেষু বহতি, 'তস্মাৎ' অশিত-পীতেন্ধনাৎ অগ্নেঃ ঔদার্য্যাৎ 'এতাঃ' 'সপ্তার্চ্চিষঃ' সপ্তসংখ্যকাঃ দীপ্তয়ঃ, "দর্শনদ্বয়ং শ্রবণদ্বয়ং প্রাণদ্বয়ং মুখঞ্চৈকমিতি সপ্তার্চ্চিষঃ" ইতি আনন্দগিরিঃ, 'ভবন্তি' ॥ ৫ ॥

'হৃদি হি এষঃ আত্মা' [অস্তি]। 'অত্র' অস্মিন্ হৃদয়ে 'নাড়ীনাং এতৎ' 'একশতং' একোত্তর শতং [অস্তি তাসাং, নাড়ীনাম্] 'এক-একস্যাং' [শতং শতং শাখাভূতম্ অস্তি, তাসাং চ] 'প্রতিশাখানাড়ী' এক-একস্যাং শাখা-নাড়ীং প্রতি 'দ্বাসপ্ততিঃ' দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি, [নাড্যঃ] 'ভবন্তি, আসু' [নাড়ীষু] 'ব্যানঃ' ব্যাপনাৎ, সর্ব্বদেহং সংব্যাপ্য বর্ত্ততে ইতি, 'চরতি' ॥৬॥

প্রাণ স্বয়ং মুখ ও নাসিকাদ্বারা নির্গত হইয়া চক্ষু ও কর্ণে বাস করেন। মধ্যে সমান অবস্থিত। ইনিই জঠরাগ্নিতে হুত অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত অন্ন সমান করেন অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শরীরাংশে সমানভাবে বহন করেন, তাহা হইতেই অর্থাৎ উদরস্থ অন্নরূপ ইন্ধন হেতুক উদরাগ্নির উত্তাপ বশতঃ সপ্ত দীপ্তি হয়। (সপ্তদীপ্তি—চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, ঘ্রাণদ্বয় ও মুখ)।

৬। হৃদয়েই এই আত্মা আছেন। এখানে অর্থাৎ হৃদয়ে এই একোত্তর শত নাড়ী আছে, সেই নাড়ীসমূহের এক একটীতে এক শত করিয়া শাখা-নাড়ী আছে, আবার তাহাদের মধ্যে এক একটী শাখা-নাড়ী প্রতি দ্বাসপ্ততি সহস্রবার করিয়া নাড়ী আছে; এই সকল নাড়ীতে ব্যান অর্থাৎ যিনি সমুদায় দেহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন তিনি বিচরণ করেন

অথৈকয়োর্দ্ধ উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্। ৭।

আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণ উদয়ত্যেষ হ্যেনং চাক্ষুষং প্রাণমনুগৃহ্নানঃ। পৃথিব্যাং যা দেবতা সৈষা পুরুষস্যাপানমবষ্টভ্যান্তরা যদাকাশঃ স সমানো বায়ুর্ব্যানঃ॥ ৮॥

'অথ একয়া' [ঊর্দ্ধগয়া সুষুম্নাখ্যয়া নাড্যা] 'ঊর্দ্ধঃ' ঊর্দ্ধগতঃ সন্ 'উদানঃ' কণ্ঠস্থঃ বায়ুঃ 'পুণ্যেন' পুণ্যকর্ম্মণা 'পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপং' [লোকম্] 'উভাভ্যাম' পুণ্যপাপাভ্যাম্ 'এব মনুষ্যলোকং' [নয়তি]॥৭॥

'আদিত্য হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণঃ, এষঃ হি এনং' 'চাক্ষুষং' চক্ষুষি ভবং 'প্রাণম্' 'অনুগৃহ্নানঃ' রূপোপলব্ধৌ চক্ষুষঃ আলোকং কুর্ব্বন 'উদযতি'। 'পৃথিব্যাং যা দেবতা' পৃথিব্যভিমানিনী দেবতা [অস্তি] 'সা এষা পুরুষস্য অপানম্' 'অবষ্টভ্য' আক্রম্য, বশীকৃত্য, [অধঃ এব অপকর্ষণেন অনুগ্রহং কুর্ব্বতী বর্ত্ততে]। 'অন্তরা' মধ্যে 'যৎ' যঃ 'আকাশঃ সঃ' 'সমানঃ' সমানম্

৭। তন্মধ্যে একটি নাড়ী অর্থাৎ ঊর্দ্ধগামী 'সুষুম্না' নাড়ীদ্বারা উদান ঊর্দ্ধগত হইয়া জীবকে পুণ্যকর্ম্মদ্বারা পুণ্যলোকে, পাপ কর্ম্মদ্বারা পাপ-লোকে, এবং পাপপুণ্য উভয়বিধ কর্ম্মদ্বারাই মনুষ্যলোকে লইয়া যান।

৮। আদিত্যই বাহ্য প্রাণ। ইনি এই চক্ষুঃস্থিত প্রাণকে সাহায্য করতঃ অর্থাৎ রূপোপলব্ধির জন্য চক্ষুতে আলোক প্রদান করতঃ উদিত হইতেছেন। পৃথিবীতে যে দেবতা আছেন অর্থাৎ যে দেবতা 'আমি পৃথিবী' এরূপ মনে করেন, তিনি মনুষ্যের অপানকে ধারণ করিয়া আছেন অর্থাৎ অপানকে অধোদিকে আকর্ষণ করিয়া সাহায্য করিতেছেন'। মধ্যে যে আকাশ, তিনি সমান অর্থাৎ সমানকে সাহায্য করতঃ বর্ত্তমান, আছেন। (আকাশ ও সমান উভয়েই মধ্যবর্ত্তী,

তেজো হ বা উদানস্তস্মাদুপশান্ততেজাঃ। পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ ॥ ৯ ॥

যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ। সহাত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি ॥ ১০ ॥

অনুগৃহ্ণানঃ বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। মধ্যবর্ত্তিত্বসামান্যাৎ আকাশ-সমানয়োঃ একত্বম্। 'বায়ুর্ব্যানঃ' বায়ুঃ ব্যানম্ অনুগৃহ্ণানঃ বর্ত্ততে ইত্যভিপ্রায়ঃ। ব্যাপ্তি-সামান্যাৎ বায়ুব্যানয়োঃ একত্বম্ ॥ ৮ ॥

'তেজঃ' বাহ্যতেজঃ 'হ বৈ উদানঃ' সঃ স্বেন প্রকাশেন উদানবায়ুম্ অনুগৃহ্ণানঃ বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ, 'তস্মাৎ' উপশান্ততেজাঃ' ক্ষীণায়ুঃ পুরুষঃ 'মনসি' 'সম্পদ্যমানৈঃ' প্রবিশদ্ভিঃ 'ইন্দ্রিয়ৈঃ' [সহ] পুনর্ভবং শরীরান্তরম্ [প্রতিপদ্যতে] ॥ ৯ ॥

[এষঃ জীবঃ মরণকালে] 'যচ্চিত্তঃ' যাদৃক্-চিত্তঃ [ভবতি]'তেন' [চিত্তেন] 'এব' [সহ] 'প্রাণম্' মুখ্যপ্রাণবৃত্তিম্ 'আয়াতি' ক্ষীণেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ সন্ মুখ্যযা প্রাণবৃত্ত্যা এব অবতিষ্ঠতে ইত্যর্থঃ। 'প্রাণঃ' 'তেজসা' উদানবৃত্ত্যা [সহ]

এই সাদৃশ্যেই উভয়ের একত্ব।) বায়ু ব্যান অর্থাৎ ব্যানকে সাহায্য করতঃ বর্ত্তমান আছেন। (ব্যাপ্তি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকাতেই বায়ু ও ব্যানের একত্ব)।

৯। তেজ অর্থাৎ বাহ্য তেজই উদান, অর্থাৎ বাহ্য তেজ উদান বায়ুকে সাহায্য করতঃ বর্ত্তমান আছেন। সেই জন্য যে মনুষ্যের তেজ উপশান্ত হইয়াছে, অর্থাৎ আয়ু ক্ষীণ হইয়াছে, সে মনোমধ্যে প্রবিষ্ট ইন্দ্রিয়গণ সহ শরীরান্তর প্রাপ্ত হয়।

১০। মরণকালে এই জীবের চিত্ত যেরূপ থাকে, সেরূপ চিত্তের সহিত তিনি প্রাণকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ক্ষীণেন্দ্রিয়বৃত্তি হইয়া কেবল প্রধান প্রাণবৃত্তির সহিত অবস্থিতি করেন। প্রাণ তেজের অর্থাৎ উদানবৃত্তির

য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ।

ন হাস্য প্রজা হীয়তেঽমৃতো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ॥ ১১॥

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা।

অধ্যাত্মঞ্চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে

বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে ইতি॥ ১২॥

'যুক্তঃ' [সন্] 'আত্মনা' জীবাত্মনা [সহ পুণ্যপাপকর্ম্মবশাৎ] 'যথাসঙ্কল্পিতং' যথাভিপ্রেতং 'লোকং নয়তি'॥ ১০॥

'যঃ বিদ্বান্ প্রাণম্ এবং বেদ, ন হ অস্য' 'প্রজাঃ' পুত্রপৌত্রাদয়ঃ 'হীয়তে' হীয়ন্তে, ছিদ্যন্তে, [সঃ] 'অমৃতঃ ভবতি'। 'তৎ' এতস্মিন্ অর্থে [সংক্ষেপাভিধায়কঃ] 'এষঃ' 'শ্লোকঃ' মন্ত্রঃ [উক্তঃ ভবতি]॥ ১১॥

'প্রাণস্য উৎপত্তিম্' 'আয়তিম্' আগমনম্, 'স্থানং' স্থিতিম্, 'বিভুত্বং' কর্ত্তৃত্বং 'চ এব পঞ্চধা' [বিভাগম্], 'অধ্যাত্মম্' অভ্যন্তরত্বং 'চ এব বিজ্ঞায়' [লোকঃ] 'অমৃতম্' অমরত্বম্ 'অশ্নুতে'॥ ১২॥

সহিত যুক্ত হইয়া আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পুণ্যপাপ কর্ম্ম বশতঃ যথা-সঙ্কল্পিত লোকে লইয়া যান।

১১। যে জ্ঞানী ব্যক্তি প্রাণকে এই রূপে জানেন, তাঁহার সন্তান বিনষ্ট হয় না, এবং তিনি অমর হন। এই উদ্দেশ্যে [সংক্ষেপাভিধায়ক] এই শ্লোক কথিত হইতেছে।

১২। প্রাণের উৎপত্তি, আগমন, স্থিতি, কর্ত্তৃত্ব, পঞ্চ প্রকার বিভাগ ও অভ্যন্তরত্ব জানিয়া লোকে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়।

ইতি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ।

চতুর্থঃ প্রশ্নঃ

— ০ঃ#ঃ০ —

অথ হৈনং সৌর্য্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছঃ। ভগবন্নেতস্মিন্ পুরুষে কানি স্বপন্তি কান্যস্মিন্ জাগ্রতি কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি কস্যৈতৎ সুখং ভবতি কস্মিন্ নু সর্ব্বে সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতি ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ। যথা গার্গ্য মরীচয়োহর্কস্যাস্তং গচ্ছতঃ সর্ব্বা এতস্মিংস্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি। তাঃ পুনঃ পুনরুদয়তঃ

'অথ হ এনং' 'সৌর্য্যায়ণী' সৌর্য্যায়ণিঃ 'গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ,— ভগবন্, এতস্মিন্' 'পুরুষে' জীবদেহে 'কানি' [করণানি] 'স্বপন্তি' স্বাপং কুর্ব্বন্তি,—স্বব্যাপারাৎ উপরমন্তে ? 'কানি অস্মিন্' 'জাগ্রতি' স্বব্যাপারান্ কুর্ব্বন্তি ? 'কতরঃ এষঃ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি ? 'কস্য' 'এতৎ' জাগ্রৎ-স্বপ্নাদিষু অনুভূতং 'সুখম্ ভবতি ? কস্মিন্ নু সর্ব্বে সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ ভবন্তি ইতি' ॥ ১ ॥

'তস্মৈ সঃ হ উবাচ—[হে] গার্গ্য, যথা অস্তং গচ্ছতঃ অর্কস্য সর্ব্বাঃ' 'মরিচয়ঃ' রশ্ময়ঃ 'এতস্মিন্ তেজোমণ্ডলে' সূর্য্যে 'একীভবন্তি,' [তস্য অর্কস্য

১। তৎপর সৌর্য্যপুত্র গার্গ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, এই পুরুষে অর্থাৎ জীবদেহে কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় নিদ্রিত হয় অর্থাৎ নিজ নিজ কার্য্য হইতে উপরত হয় ? ইহাতে কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় জাগরিত থাকে অর্থাৎ নিজ নিজ কার্য্য করে ? কোন্ শক্তি স্বপ্ন দেখে ? এই (অর্থাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্নাদিতে অনুভূত) সুখ কাহার হয় অর্থাৎ কে অনুভব করে ? কাহাতে সকলে সম্প্রতিষ্ঠিত থাকে" ?

২। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "হে গার্গ্য, যেমন সূর্য্য অস্তমিত

প্রচরন্ত্যেবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পরে দেবে মনস্যেকীভবন্তীতি। তেন তর্হ্যেষ পুরুষো ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন জিঘ্রতি ন রসয়তে ন স্পৃশতে নাভিবদতে নাদত্তে নানন্দয়তে ন বিসৃজতে নেয়ায়তে স্বপিতীত্যাচক্ষতে ॥ ২ ॥

প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি। গার্হপত্যো হ বা এষোঽপানো ব্যানোঽন্বাহার্য্যপচনো যদ্ গার্হপত্যাৎ প্রণীয়তে প্রণয়নাদাহবনীয়ঃ প্রাণঃ ॥ ৩ ॥

এব] 'পুনঃ উদযতঃ তাঃ' [পুনঃ] 'প্রচরন্তি' বিকীর্যান্তে, 'এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং' [বিষয়েন্দ্রিয়াণিজাতং] 'পরে' 'দেবে' দ্যোতনবতি 'মনসি একীভবন্তি'। 'তেন' [হেতুনা] 'তর্হি' তদা 'এষঃ পুরুষঃ ন শৃণোতি, ন পশ্যতি, ন 'জিঘ্রতি' আঘ্রাণং করোতি, 'ন' 'রসয়তে' আস্বাদতে, 'ন স্পৃশতে, ন অভিবদতে', 'ন' 'আদত্তে' গৃহ্ণাতি, 'ন আনন্দয়তে, ন বিসৃজতে, ন' 'ইয়ায়তে' গচ্ছতি, [তদা সঃ] 'স্বপিতি' [লোকাঃ] 'ইতি, 'আচক্ষতে' কথয়ন্তি ॥ ২ ॥

[তদা] 'এতস্মিন্' 'পুরে' পুর-রূপিণি দেহে 'প্রাণাগ্নয়ঃ' গৃহরক্ষিতাঃ অগ্নয়ঃ ইব প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চ বাযবঃ 'এব জাগ্রতি'। [তেষাং মধ্যে] এষঃ

হইলে সমুদয় সূর্য্যরশ্মি এই তেজোমণ্ডলে অর্থাৎ সূর্য্যে একীভূত হয়, এবং পুনরায় সূর্য্য উদিত হইলে সেই রশ্মিসমূহ পুনর্ব্বার বিকীর্ণ হয়, তেমনই তৎসমস্ত অর্থাৎ বিষয় ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শক্তি মনে একীভূত হয়। সেই জন্য তখন এই পুরুষ শ্রবণ, দর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ, অভিবাদন, গ্রহণ, আনন্দানুভব, মলত্যাগ, গমন, কিছুই করেন না, তখন 'ইনি নিদ্রিত,' লোকে এই কথা বলে।

৩। তখন এই শরীররূপ পুরীর মধ্যে কেবল প্রাণাগ্নিসমূহ অর্থাৎ গৃহরক্ষিত অগ্নিসমূহের ন্যায় প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু জাগরিত থাকে।

তদুচ্ছ্বাসনিশ্বাসাবেতাবাহুতী সমং নয়তীতি স সমানঃ। মনো হ বাব যজমান ইষ্টফলমেবোদানঃ স এনং যজমান-মহরহর্ব্রহ্ম গময়তি ॥ ৪ ॥

অপানঃ হ বৈ' 'গার্হপত্যঃ' তন্নামা যজ্ঞীয় প্রধানঃ অগ্নিঃ, 'ব্যানঃ' 'অন্বাহার্য্যপচনঃ' দক্ষিণাগ্নিঃ। ব্যানঃ দক্ষিণ-সুষির-দ্বারেণ হৃদয়াৎ নির্গচ্ছতি, ইতি দক্ষিণদিক্‌সম্বন্ধাৎ দ্বয়োঃ সাম্যম্। 'যৎ' যস্মাৎ 'প্রণয়নাৎ' প্রণীয়তে অস্মাৎ ইতি প্রণয়নঃ, তস্মাৎ 'গার্হপত্যাৎ' প্রণীয়তে 'আহবনীয়ঃ' [অগ্নিঃ] [অতঃ] প্রাণঃ [আহবনীয়ঃ]! যথা আহবনীয়াগ্নিঃ গার্হপত্যাৎ প্রণীয়তে, তথা প্রাণঃ অপি সুষুপ্তৌ অপানাৎ প্রণীয়তে, ইতি সাম্যম্ ॥ ৩॥

'যৎ' যস্মাৎ [সমানঃ অগ্নিহোত্রযাগস্য] 'আহুতী' [ইব] 'এতৌ উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসৌ' [শরীরস্থিতিভাবায়] 'সমং নয়তি ইতি সমানঃ' 'সঃ' হোতা ইত্যর্থঃ। 'মনঃ হ বৈ এব যজমানঃ' [কর্ত্তৃত্বাৎ ফলভোক্তৃত্বাৎ চ,] 'উদানঃ

তন্মধ্যে এই অপানই গার্হপত্য (যজ্ঞীয় প্রধান অগ্নি), ব্যান অন্বাহার্য্যপচন অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি। (ব্যান দক্ষিণ ছিদ্র দ্বারা হৃদয় হইতে নির্গত হন, এইরূপ দক্ষিণদিকের সহিত উভয়ের সম্বন্ধ থাকাতে দুয়ের সমত্ব)। যে হেতু প্রণয়ন অর্থাৎ যাহা হইতে অন্যান্য অগ্নি প্রণীত হয় সেই গার্হপত্য হইতে আহবনীয় প্রণীত হয়, অতএব প্রাণ আহবনীয, অর্থাৎ যেরূপ আহবনীয় অগ্নি গার্হপত্য অগ্নি হইতে প্রণীত হইয়া থাকে, সুষুপ্তিকালে প্রাণও সেই রূপ অপান হইতে প্রণীত হইয়া থাকে।

৪। যে হেতু সমান অগ্নিহোত্র যজ্ঞের প্রধান আহুতিদ্বয় স্বরূপ এই উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসকে শরীর-রক্ষার্থ সমভাবে বহন করেন, সেই জন্য সমান তিনি অর্থাৎ হোতা। মনই যজমান (যে হেতু তিনি কর্ত্তা ও ফলভোক্তা)। উদানই যজ্ঞফল, যে হেতু তিনি মন নামক যজমানকে প্রতিদিন

অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি। যদ্ দৃষ্টং দৃষ্টমনুপশ্যতি শ্রুতং শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃ পুনঃ প্রত্যনুভবতি দৃষ্টঞ্চাদৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চাশ্রুতঞ্চানুভূতঞ্চাননুভূতঞ্চ সচ্চাসচ্চ সর্ব্বং পশ্যতি সর্ব্বঃ পশ্যতি ॥ ৫ ॥

স যদা তেজসাহভিভূতো ভবতি। অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ ন পশ্যত্যথ তদৈতস্মিঞ্ছরীরে এতৎ সুখং ভবতি ॥ ৬ ॥

এব 'ইষ্টফলং' যাগফলং, [যতঃ] 'সঃ এনম্ [মনঃ-আখ্যং যজমানম্] অহঃ-অহঃ [সুষুপ্তৌ] 'ব্রহ্ম গময়তি'। প্রপঞ্চোপশমাৎ পরমানন্দময়ত্বাৎ চ অত্র মতে সুষুপ্তেঃ ব্রহ্মভাবঃ ॥ ৪ ॥

'অত্র' উপরতেষু শ্রোত্রাদিষু 'এষঃ দেবঃ [মনঃ] স্বপ্নে' 'মহিমানং' বিষয়-বৈচিত্র্যলক্ষণাম্ বিভূতিম্ 'অনুভবতি'। 'সৎ [পূর্ব্বং] দৃষ্টং [ইব] অনু পশ্যতি, শ্রুতম্ অর্থম্ শ্রুতম্ এব অনুশৃণোতি 'দেশদিগন্তরৈঃ' নানাদেশেষু দিক্ষু চ 'প্রত্যনুভূতং পুনঃ পুনঃ প্রত্যনুভবতি; দৃষ্টং চ অদৃষ্টং চ, শ্রুতং চ অশ্রুতং চ, অনুভূতং চ অননুভূতং চ, সৎ চ অসৎ চ, [এতৎ] সর্ব্বং [মনঃ] পশ্যতি' 'সর্ব্বঃ' সর্ব্বরূপঃ সন্ মনোদেবঃ 'পশ্যতি' ॥ ৫ ॥

'সঃ যদা তেজসা অভিভূতঃ ভবতি, অত্র [সুষুপ্তৌ] এষঃ দেবঃ স্বপ্নান্

সুষুপ্তিকালে ব্রহ্ম প্রাপ্তি করান। (সুষুপ্তিকালে প্রপঞ্চ উপশান্ত হয় ও পরমানন্দ অনুভূত হয়, এই জন্য এই মতে ইহার ব্রহ্মভাব)।

৫। এই অবস্থায় এই দেবতা অর্থাৎ মন স্বপ্নে মহিমা অর্থাৎ বিষয়-বৈচিত্র্যরূপ বিভূতি অনুভব করেন। যাহা পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে তাহা দৃষ্ট বলিয়া দেখেন, শ্রুত বিষয় শ্রুত বলিয়া শুনেন এবং নানা দেশ ও দিকে অনুভূত বস্তু পুনঃ পুনঃ অনুভব করেন;—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, শ্রুত ও অশ্রুত, অনুভূত ও অননুভূত, সৎ ও অসৎ, এই সমস্ত মন দর্শন করেন, মনই সর্ব্বরূপ হইয়া দর্শন করেন।

স যথা সোম্য বয়াংসি বাসো বৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে। এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৭ ॥

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চাপশ্চাপোমাত্রা চ তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চাকাশশ্চাকাশমাত্রা চ চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ শ্রোত্রঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ ঘ্রাণঞ্চ ঘ্রাতব্যঞ্চ রসশ্চ রসয়িতব্যঞ্চ ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যঞ্চ বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ হস্তৌ চাদাতব্যঞ্চোপস্থশ্চানন্দ-

ন পশ্যতি অথ তদা এতস্মিন্ শরীরে এতৎ [সুষুপ্তি-লব্ধং] সুখম্ ভবতি' ॥৬॥

হে 'সোম্য,' 'সঃ' তদ্বিষয়কঃ দৃষ্টান্তঃ—'যথা' 'বয়াংসি' পক্ষিণঃ 'বাসো বৃক্ষম্' বাসার্থং বৃক্ষং 'সম্প্রতিষ্ঠন্তে, এবং হ বৈ তৎ [বক্ষ্যমাণং] সর্ব্বং পরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে' ॥ ৭ ॥

'পৃথিবী চ' 'পৃথিবীমাত্রা' পৃথিব্যাঃ মূলোপকরণং 'চ' আপঃ চ আপোমাত্রা চ, তেজঃ চ তেজো-মাত্রা চ, বায়ুঃ চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশঃ চ আকাশমাত্রা চ, চক্ষুঃ চ দ্রষ্টব্যং চ, শ্রোত্রং চ শ্রোতব্যং চ, ঘ্রাণং চ ঘ্রাতব্যং চ, রসঃ চ রসয়িতব্যং চ, ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যং চ, বাক্ চ বক্তব্যং চ, হস্তৌ চ আদাতব্যং চ, উপস্থঃ চ আনন্দয়িতব্যং চ, পায়ুঃ চ

৬। তিনি যখন তেজে অভিভূত হন, তখন অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে, সেই দেব স্বপ্ন দেখেন না, তখন এই শরীরে এই সুখ অর্থাৎ সুষুপ্তিলব্ধ সুখ হয়।

৭। হে সোম্য, সেই বিষয়ক দৃষ্টান্ত এই—যেমন পক্ষিগণ বাসার্থ বৃক্ষ আশ্রয় করে, তেমনি যে সকল বস্তুর নাম করা হইতেছে সেই সমস্তই পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৮। পৃথিবী ও পৃথিবীমাত্রা অর্থাৎ পৃথিবীর মূলোপকরণ, জল ও জলমাত্রা, তেজ ও তেজোমাত্রা, বায়ু ও বায়ুমাত্রা, আকাশ ও আকাশমাত্রা, চক্ষু ও দ্রষ্টব্য, শ্রোত্র ও শ্রোতব্য, ঘ্রাণ ও ঘ্রাতব্য, আস্বাদেন্দ্রিয় ও

য়িতব্যঞ্চ পায়ুশ্চ বিসর্জ্জয়িতব্যঞ্চ পাদৌ চ গন্তব্যঞ্চ মনশ্চ মন্ত-ব্যঞ্চ বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্যঞ্চাহঙ্কারশ্চাহঙ্কর্ত্তব্যঞ্চ চিত্তঞ্চ চেতয়িত-ব্যঞ্চ তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যঞ্চ প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যঞ্চ ॥ ৮ ॥

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। স পরেঽক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৯ ॥

বিসর্জ্জয়িতব্যং চ, পাদৌ চ গন্তব্যং চ, মনঃ চ মন্তব্যং চ, বুদ্ধিঃ চ বোদ্ধব্যং চ,' 'অহংকারঃ' অভিমানলক্ষণম্ অন্তঃকরণং 'চ' 'অহঙ্কর্ত্তব্যম্ অহঙ্কার-বিষয়ঃ চ, চিত্তং চ চেতয়িতব্যং চ, তেজঃ চ' 'বিদ্যোতয়িতব্যম্' প্রকাশয়িতব্যং চ, 'প্রাণঃ চ' 'বিধারয়িতব্যম্' প্রাণেন সংগ্রন্থনীয়ং চ,— সর্ব্বং কার্য্যকারণজাতং সংহতং নামরূপাত্মকম্ এতাবৎ, এতৎ সর্ব্বং সুষুপ্তৌ পরমাত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে, ইতি শেষঃ ॥ ৮ ॥

'এষঃ হি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা,' 'বিজ্ঞানাত্মা' বিজ্ঞাতৃ-স্বভাবঃ 'পুরুষঃ সঃ পরে অক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে' ॥ ৯ ॥

আস্বাদয়িতব্য, ত্বক্ ও স্পর্শয়িতব্য, বাক্ ও বক্তব্য, হস্ত ও গ্রহীতব্য, উপস্থ ও আনন্দয়িতব্য, পায়ূ ও বিসর্জ্জয়িতব্য, পদ ও গন্তব্য, মন ও মন্তব্য, বুদ্ধি ও বোদ্ধব্য, অহংবোধ ও তদ্বিষয়, চিত্ত ও চেতয়িতব্য অর্থাৎ চিন্তার বিষয়, আলোক ও প্রকাশয়িতব্য, প্রাণ ও প্রাণদ্বারা সংগ্রন্থনীয় [সমুদয় কার্য্য-কারণ নাম-রূপাত্মক বস্তু, এই সমস্ত সুষুপ্তিকালে আত্মাতে সম্প্রতিষ্টিত থাকে]।

৯। এই যে দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা ও বিজ্ঞানাত্মা অর্থাৎ বিজ্ঞাতৃ-স্বভাব পুরুষ, তিনি অক্ষর পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীর-
মলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য। স সর্ব্বজ্ঞঃ
সর্ব্বো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১০ ॥

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য
স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশেতি ॥ ১১ ॥

হে 'সোম্য, যঃ হ বৈ তৎ' 'অচ্ছায়ং' তমোবর্জ্জিতম্, 'অশরীরম্,' 'অলোহিতং' লোহিতাদি-সর্ব্ব-গুণ-বর্জ্জিতং, 'শুভ্রম্' উজ্জ্বলম, 'অক্ষরম্ বেদয়তে, সঃ পরম্ অক্ষরম্' 'প্রতিপদ্যতে' প্রাপ্নোতি। 'সঃ সর্ব্বজ্ঞঃ' 'সর্ব্বঃ' সর্ব্বাত্মকম্ ব্রহ্ম এব 'ভবতি'। 'তৎ' তস্মিন্ বিষয়ে 'এষঃ শ্লোকঃ' [উক্তঃ ভবতি] ॥ ১০ ॥

হে 'সোম্য,' 'যত্র' যস্মিন্ অক্ষরে 'বিজ্ঞানাত্মা, প্রাণাঃ, ভূতানি [চ] সর্ব্বৈঃ' 'দেবৈঃ' অগ্ন্যাদিভিঃ, চক্ষুরাদিভিঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ বা 'সহ' 'সম্প্রতিষ্ঠন্তি' 'তৎ অক্ষরম্ যঃ তু' 'বেদয়তে' 'সঃ সর্ব্বজ্ঞঃ [সন্] সর্ব্বম্ এব' 'আবিবেশ' আবিশাত 'ইতি' ॥ ১১ ॥

হে সৌম্য, যিনি সেই তমোবর্জ্জিত, অশরীর, অলোহিত অর্থাৎ লোহিতাদি-সর্ব্বগুণ-বর্জ্জিত, উজ্জ্বল অক্ষরকে জানেন, তিনি পরম অক্ষরকে প্রাপ্ত হন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বরূপ ব্রহ্মই হন। সেই বিষয়ে এই শ্লোক উক্ত হইতেছে।

১১। হে সৌম্য, যাঁহাতে বিজ্ঞানাত্মা, প্রাণসমূহ ও ভূতসমূহ দেবগণের সহিত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই অক্ষরকে যিনি জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া সমুদায়ের মধ্যেই প্রবেশ করেন।

ইতি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ।

পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ

অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ। স যো হ বৈ তদ্ ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত। কতমং বাব স তেন লোকং জয়তীতি ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ। এতদ্ বৈ সত্যকাম পরাঞ্চপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ। তস্মাদ্ বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি ॥২॥

স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত স তেনৈব সংবেদিস্তূর্ণমেব

'অথ হ এনং শৈবঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্, মনুষ্যেষু সঃ যঃ হ বৈ' 'প্রায়ণান্তম্' মরণান্তম্ যাবজ্জীবনম্ 'তৎ ওঁকারম্ অভিধ্যায়ীত, সঃ বৈ এব তেন কতমং লোকং জয়তি ? ইতি' ॥ ১ ॥

হে 'সত্যকাম', 'যৎ' যস্মাৎ 'ওঁকারঃ এতৎ বৈ পরং চ অপরং চ ব্রহ্ম, তস্মাৎ বিদ্বান্ এতেন' 'আয়তনেন অবলম্বনেন এব একতরম্ 'অন্বেতি' অনুগচ্ছতি ॥ ২ ॥

'সঃ যদি' 'একমাত্রম্' অকারম্ ইত্যর্থঃ 'অভিধ্যায়ীত, সঃ তেন এব'

১। তৎপরে শিবি-পুত্র সত্যকাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, মনুষ্যদিগের মধ্যে যিনি মরণকাল পর্য্যন্ত ওঁকারের ধ্যান করেন তিনি তদ্দ্বারা কোন্ লোক প্রাপ্ত হন ?"।

২। তাঁহাকে তিনি বলিলেন, "হে সত্যকাম, এই যে ওঁকার, ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম, সুতরাং এই উপায়দ্বারাই জ্ঞানী ব্যক্তি এই দুয়ের এককে প্রাপ্ত হন।

জগত্যামভিসম্পদ্যতে। তমৃচো 'মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি ॥ ৩ ॥

অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভি-রুন্নীয়তে স সোমলোকম্। স সোমলোকে বিভূতিমনুভুয় পুনরাবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥

যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষ-

'সংবেদিতঃ' সম্বোধিতঃ, লব্ধজ্ঞানঃ সন্ 'তূর্ণং' শীঘ্রম্ 'এব' 'জগত্যাম্' পৃথিব্যাং 'অভিসম্পদ্যতে' জন্ম প্রাপ্নোতি। 'তম্ ঋচঃ মনুষ্যলোকম্' 'উপনয়ন্তে' আনয়ন্তি। 'সঃ তত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া [চ] সম্পন্নঃ মহিমানম্ অনুভবতি' ॥ ৩ ॥

'অথ যদি' [সঃ] 'দ্বিমাত্রেণ' দ্বিমাত্রম্ —দ্বিতীয়মাত্রারূপম্ উকারম্ 'মনসি' 'সম্পদ্যতে' অভিধ্যায়ীত, [তদা] 'সঃ অন্তরিক্ষং' 'সম্পদ্যতে' গচ্ছতি। 'সঃ' যজুভিঃ', যজুর্ম্মন্ত্রৈঃ 'সোমলোকম্ উন্নীয়তে'। সঃ সোমলোকে' বিভূতিম্' মহিমানম্ 'অনুভূয়' [মনুষ্যলোকে] পুনঃ আবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥

'পুনঃ, যঃ ওঁ ইতি এতেন ত্রিমাত্রেণ অক্ষরেণ এব এতম্ পরম্

৩। যদি তিনি কেবল এক মাত্রা অর্থাৎ অকার মাত্র ধ্যান করেন, তবে তিনি তদ্দ্বারাই সম্বোধিত হইয়া শীঘ্রই পৃথিবীতে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাকে ঋঙ্মন্ত্র সমূহ মনুষ্যলোকে আনয়ন করে, তিনি সেখানে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইয়া মহিমা অনুভব করেন।

৪। যদি তিনি দ্বিতীয় মাত্রা অথাৎ উকার মনে অভিধ্যান করেন, তবে তিনি অন্তরীক্ষে গমন করেন। তিনি যজুর্মন্ত্র সমূহদ্বারা সোম-লোকে উন্নীত হন। সোমলোকে মহিমা অনুভব করিয়া তিনি মনুষ্য-লোকে ফিরিয়া আসেন।

মভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যত এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ ॥ ৫ ॥

তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা
অন্যোন্যসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ।

পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত, সঃ' 'তেজসি' তেজোময়ে 'সূর্য্যে' সূর্য্যলোকে 'সম্পন্নঃ' 'উপনীতঃ' [ভবতি]। 'যথা' 'পাদোদরঃ' সর্পঃ 'ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যতে, এবং হ বৈ সঃ পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্তঃ [ভবতি]'। 'সঃ' 'সামভিঃ' সামমন্ত্রৈঃ 'ব্রহ্মলোকং' হিরণ্যগর্ভস্য সত্যাখ্যং লোকম্ 'উন্নীয়তে'। 'এতস্মাৎ' 'জীবঘনাৎ' সর্ব্বজীবাধার-হিরণ্যগর্ভাৎ, তৎপদাৎ ইত্যর্থঃ, 'সঃ পরাৎ পরং' 'পুরিশয়ং' সর্ব্বশরীরানুপ্রবিষ্টম্ 'পুরুষম্' 'ঈক্ষতে' পশ্যতি। 'তং' তত্র বিষয়ে 'এতৌ শ্লোকৌ' [উক্তৌ] 'ভবতঃ' ॥ ৫ ॥

'তিস্রঃ মাত্রাঃ' ওঁকারস্য অকার-ওকার-মকারাঃ ইতি [একৈকস্যাং ব্রহ্মদৃষ্টিং বিনা] 'মৃত্যুমত্যঃ' তদুপাসকানাং মৃত্যুগোচরাঃ, এতৈঃ মৃত্যুঃ

৫। পুনশ্চ, যিনি ওঁ এই ত্রিমাত্রাযুক্ত অক্ষরদ্বারা এই পরম পুরুষের ধ্যান করেন, তিনি তেজোময় সূর্য্যে অর্থাৎ সূর্য্যলোকে উপনীত হন। যেমন সর্প ত্বক্ হইতে মুক্ত হয়, তেমনি তিনি পাপ হইতে মুক্ত হন। তিনি সামমন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের সত্যলোকে উন্নীত হন। সেই জীবঘন অর্থাৎ সর্ব্বজীবাধার হিরণ্যগর্ভ হইতে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভপদ হইতে তিনি পরাৎপর পুরিশয় অর্থাৎ সর্ব্বশরীরানুপ্রবিষ্ট পুরুষকে দর্শন করেন। সেই বিষয়ে এই শ্লোকদ্বয় উক্ত হইতেছে।

৬। তিন মাত্রা অর্থাৎ ওঁকারের অকার, উকার, মকার এই মাত্রা-

ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু
সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ ॥ ৬ ॥
ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং
সামভির্যত্তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্
যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি ॥ ৭ ॥

অনতিক্রমণীয়ঃ ইত্যর্থঃ। [কিন্তু এতাঃ এব] 'সম্যক্' 'প্রযুক্তাসু' সম্পাদিতাসু 'বাহ্যাভ্যন্তর-মধ্যমাসু' জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত-স্থান-পুরুষাভি-ধ্যান-লক্ষণাসু 'ক্রিযাসু' 'অন্যোন্যসক্তাঃ' পরস্পর-সম্বদ্ধাঃ 'অনবিপ্রযুক্তা' সংশ্লিষ্টাঃ সত্যঃ 'প্রযুক্তাঃ' [চেৎ] 'জ্ঞঃ' ওঁকারস্য তত্ত্বাভিজ্ঞঃ উপাসকঃ 'ন কম্পতে' ন বিচলতি ॥ ৬ ॥

[সঃ বিদ্বান্] 'ঋগ্‌ভিঃ এতং [লোকং], যজুর্ভিঃ অন্তরিক্ষং' [প্রাপ্নোতি], 'সামভিঃ যৎ' [লোকং] 'কবয়ঃ' বিদ্বাংসঃ [এব] 'বেদয়ন্তে' জানন্তি [তং ব্রহ্মলোকং প্রাপ্নোতি]। 'তং [ব্রহ্মলোকং] বিদ্বান্ ওঁকারেণ' 'আয়তনেন' সাধনেন 'এব' 'অন্বেতি' অনুগচ্ছতি। 'যৎ শান্তম্, অজরম্, অমৃতম্, অভ-য়ম্, পরং চ ইতি, তৎ' [তেন এব সাধনেন বিদ্বান্ অনুগচ্ছতি] ॥ ৭ ॥

ত্রয় [স্বতন্ত্ররূপে এবং ব্রহ্মদৃষ্টি ব্যতীত] মৃত্যুগোচর অর্থাৎ তদুপাসকগণ তদ্দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারেন না। কিন্তু এই মাত্রাত্রয় সম্যক্‌রূপে সম্পাদিত বাহ্য, অভ্যন্তর ও মধ্যম অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা পুরুষের অভিধ্যানরূপ ক্রিয়াসমূহে পরস্পর-সম্বদ্ধ ও সংশ্লিষ্ট হইয়া প্রযুক্ত হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি বিচলিত হন না।

৭। তিনি ঋঙ্‌মন্ত্র দ্বারা এই লোক প্রাপ্ত হন, যজুর্মন্ত্রদ্বারা অন্তরিক্ষ প্রাপ্ত হন, এবং সামমন্ত্রদ্বারা সেই লোক প্রাপ্ত হন যাহা জ্ঞানীগণ জানেন। জ্ঞানী ব্যক্তি সেই ব্রহ্মলোক ওঁকারযুক্ত সাধনদ্বারাই লাভ করেন। যিনি শান্ত, অজর, অমর, অভয় ও শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে জ্ঞানী [সেই সাধনদ্বারাই লাভ করেন]।

ইতি পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ।

ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ

—:*:—

অথ হৈনং সুকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ কৌসল্যো রাজপুত্রো মামুপেত্যৈতং প্রশ্নমপৃচ্ছত। ষোড়শকলং ভারদ্বাজ পুরুষং বেত্থ তমহং কুমারমব্রুবং নাহমিমং বেদ যদ্যহ-মিমমবেদিষং কথং তে নাবক্ষ্যমিতি সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতি তস্মান্নার্হাম্যনৃতং বক্তুং স তূষ্ণীং রথমারুহ্য প্রবব্রাজ। তং ত্বা পৃচ্ছামি ক্বাসৌ পুরুষ ইতি ॥ ১ ॥

'অথ হ এনং ভারদ্বাজঃ সুকেশা পপ্রচ্ছ,—ভগবন্', 'কৌসল্যঃ' কোসলায়াং ভবঃ 'হিরণ্যনাভঃ [নাম] রাজপুত্রঃ মাম্ উপেত্য এতম্ প্রশ্নম্ অপৃচ্ছত,—[হে] ভারদ্বাজ, [কিং ত্বং] 'ষোড়শকলং' ষোড়শ-সংখ্যকাঃ কলাঃ অবয়বাঃ—পঞ্চ প্রাণাঃ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, অহঙ্কারঃ চ ইতি যস্মিন্ পুরুষে সন্তি সঃ ষোড়শকলঃ, তম্ 'পুরুষং' 'বেত্থ' জানাসি? 'তং কুমারম্ অহম্ অব্রুবম্—অহম্ ইমং ন বেদ, যদি অহম্ ইমম্' 'অবেদিষম্' বিদিতবান্ অস্মি [তদা] 'কথং তে ন' 'অবক্ষ্যম্' উক্তবান্ অস্মি 'ইতি'? 'যঃ অনৃতম্ অভিবদতি, এষঃ বৈ সমূলঃ পরিশুষ্যতি, তস্মাৎ

১। তৎপরে ভরদ্বাজ-পুত্র সুকেশা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, কোসলবাসী হিরণ্যনাভ নামক রাজপুত্র আমার নিকট আসিয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে ভরদ্বাজ-পুত্র, তুমি ষোড়শকল পুরুষকে জান কি?' আমি সেই কুমারকে বলিলাম, 'আমি তাঁহাকে জানি না, যদি আমি তাঁহাকে জানিতাম, তবে তোমাকে বলিব না কেন? যে মিথ্যা কথা কহে সে সমূলে শুষ্ক হয়। সুতরাং আমি কখনই মিথ্যা বলিব না।'

তস্মৈ স হোবাচ। ইহৈবান্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষো যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রভবন্তীতি ॥ ২ ॥

স ঈক্ষাঞ্চক্রে কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি ॥ ৩ ॥

স প্রাণমসৃজত প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ম্ মনোঽন্নমন্নাদ্বীর্য্যং তপো মন্ত্রাঃ কর্ম্মলোকা লোকেষু চ নাম চ ॥ ৪ ॥

অন্যতম্ বক্তুং ন অর্হামি।' [এবমুক্তঃ] 'সঃ তূষ্ণীং রথম্ আরুহ্য' 'প্রবব্রাজ' প্রগতবান্। 'তম্ পুরুষং' 'ত্বা' ত্বাম্ 'পৃচ্ছামি'; 'ক্ব' কুত্র 'অসৌ পুরুষঃ' [বর্ত্ততে] 'ইতি'? ॥ ১ ॥

'তস্মৈ সঃ হ উবাচ, [হে] সোম্য, ইহ এব' 'অন্তঃ-শরীরে' হৃদয়ে 'সঃ পুরুষঃ [অস্তি] যস্মিন্ এতাঃ ষোড়শ কলাঃ' 'প্রভবন্তি' উৎপদ্যন্তে ॥ ২ ॥

'সঃ ঈক্ষাং চক্রে' চিন্তয়ামাস, 'কস্মিন্ উৎক্রান্তে অহম্ উৎক্রান্তঃ ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামি ইতি' ॥ ৩ ॥

[অতঃ] 'সঃ' 'প্রাণং' সর্ব্বপ্রাণং হিরণ্যগর্ভম্ 'অসৃজত', 'প্রাণাৎ' শ্রদ্ধাং

এই কথা শুনিয়া তিনি নীরবে রথারোহণ-পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। আপনাকে তাঁহার অর্থাৎ সেই পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই পুরুষ কোথায়?"

২। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "হে সৌম্য, যাঁহাতে এই ষোড়শ কলা উৎপন্ন হয়, সেই পুরুষ এখানেই অন্তঃশরীরে অর্থাৎ হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন।

৩। তিনি চিন্তা করিলেন, 'দেহ হইতে কে উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত হই, আর কে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমি প্রতিষ্ঠিত থাকি?'

৪। তৎপরে তিনি প্রাণ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণরূপী হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করিলেন

স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ ॥ ৫ ॥

প্রাণিনাং শুভ-কর্ম্ম-প্রবৃত্তি-হেতুভূতাম্ 'অসৃজত'; [ততঃ] 'খং, বায়ুঃ, জ্যোতিঃ, আপঃ, পৃথিবী,' 'ইন্দ্রিয়ম্' ইন্দ্রিয়াণি, 'মনঃ' [চ সমুৎপন্নম্; অথ] 'অন্নম্' [অসৃজত,] অন্নাৎ বীর্য্যং, তপঃ, মন্ত্রাঃ, কর্ম্ম, লোকাঃ, লোকেষু চ নাম চ' [উৎপন্নম্] ॥ ৪ ॥

'সঃ' তদ্বিষয়কঃ দৃষ্টান্তঃ,—'যথা ইমাঃ' 'স্যন্দমানাঃ' প্রবহমাণাঃ, 'সমুদ্রায়ণাঃ' সমুদ্রং গমনশীলাঃ 'নদ্যঃ সমুদ্রম্ প্রাপ্য' [তস্মিন্] 'অস্তং গচ্ছন্তি' বিলীনাঃ ভবন্তি, 'তাসাং নামরূপে' 'ভিদ্যেতে' নশ্যতঃ, [তদা] 'সমুদ্রঃ ইতি এবম্ প্রোচ্যতে, এবম্ এব অস্য, 'পরিদ্রষ্টুঃ' পরিদর্শনকর্ত্তুঃ জীবাত্মনঃ 'পুরুষায়ণাঃ' পরম পুরুষং প্রতি গমনশীলাঃ 'ইমাঃ ষোড়শকলাঃ [তম্] পুরুষম্ প্রাপ্য [তস্মিন্] অস্তং গচ্ছন্তি, তাসাং নামরূপে ভিদ্যেতে, [তদা] পুরুষঃ

প্রাণ হইতে সর্ব্বপ্রাণীর শুভকর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতু শ্রদ্ধা সৃষ্টি করিলেন, তাহা হইতে আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, ও মন উৎপন্ন হইল। তিনি তৎপর অন্ন সৃষ্টি করিলেন; অন্ন হইতে বীর্য্য, তপস্যা, মন্ত্র, কর্ম্ম ও লোকসমূহ এবং লোকসমূহে নাম উৎপন্ন হইল।

৫। সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই,—যেমন প্রবহমাণা ও সমুদ্রাভিমুখিনী নদীসমূহ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে অস্ত যায় অর্থাৎ বিলীন হয় এবং তাহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয়, তখন কেবল সমুদ্রই বলা যায়, তদ্রূপ এই জীবরূপ পরিদ্রষ্টার পরম পুরুষের প্রতি গমনশীল এই ষোড়শ কলা সেই পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাতে বিলীন হয়, তাহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয়,

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি ॥৬॥
তান্ হোবাচৈতাবদেবাহমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ।
নাতঃ পরমস্তীতি ॥ ৭ ॥
তে তমর্চ্চয়ন্তস্ত্বং হি নঃ পিতা যোহস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং

ইতি এবম্ প্রোচ্যতে ; স এষঃ অকলঃ অমৃতঃ [চ] ভবতি। তৎ এষঃ শ্লোকঃ' ॥ ৫ ॥

'যস্মিন্ রথনাভৌ অরাঃ ইব কলাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ তং বেদ্যং পুরুষম্' 'বেদ' জানীয়াৎ 'যথা, [হে শিষ্যা',] মৃত্যুঃ' 'বঃ' যুষ্মান 'মা পরিব্যথাঃ' পরিব্যথয়তু 'ইতি' ॥ ৬ ॥

[ঋষিঃ পিপ্পলাদঃ] 'তান্ হ উবাচ, অহম্ এতৎ পরম্ ব্রহ্ম এতাবৎ এব' 'বেদ' জানামি, 'অতঃপরম্' প্রকৃষ্টতরং কিঞ্চিদপি 'ন অস্তি ইতি' ॥ ৭ ॥

'তে তম্' 'অর্চ্চয়ন্তঃ' পূজাং কৃতবন্তঃ [ঊচুঃ,] 'ত্বং হি' 'নঃ' অস্মাকম্ পিতা যঃ' 'অস্মাকম্' অস্মান্ 'অবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি ইতি'। 'নমঃ'

তখন কেবল পুরুষমাত্রই বলা যায়, এবং তিনি কলারহিত ও অমর হন। সে বিষয়ে এই শ্লোক উক্ত হইতেছে।

৬। রথচক্রের নাভিতে অরসমূহ যেরূপ আশ্রিত থাকে, সেই রূপ কলাসমূহ যাঁহাতে আশ্রিত রহিয়াছে, সেই জ্ঞাতব্য পুরুষকে জ্ঞাত হও, যাহাতে [হে শিষ্যগণ,] মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যথা দিতে না পারে।

৭। পিপ্পলাদ ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "এই পরব্রহ্মকে আমি এই পর্য্যন্ত জানি। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই"।

৮। তাঁহারা তাঁহাকে প্রণামাদি দ্বারা পূজা করিয়া বলিলেন, "আপনি

পারং তারয়সীতি। নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরম-ঋষিভ্যঃ ॥ ৮ ॥

'পরমঋষিভ্যঃ' ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়-কর্তৃভ্যঃ, 'নমঃ পরমঋষিভ্যঃ'। দ্বিরুক্তিঃ গ্রন্থসমাপ্তিবোধনার্থা ॥ ৮ ॥

আমাদিগকে অবিদ্যার পরপারে উত্তীর্ণ করিলেন, আপনি আমাদের পিতা। [ব্রহ্মবিদ্যার সম্প্রদায়-কর্ত্তা] পরম-ঋষিদিগকে নমস্কার, পরম-ঋষিদিগকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

ইতি ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ।

ইতি প্রশ্নোপনিষৎ সমাপ্তা।

মুণ্ডকোপনিষৎ

(অথর্ব্ববেদীয়া)

প্রথম-মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ

—ঃ০ঃ—

ব্রহ্মা দেবানাম্ প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা-
মথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥ ১ ॥
অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা-
থর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।

'বিশ্বস্য কর্ত্তা, ভুবনস্য' 'গোপ্তা' পালয়িতা 'ব্রহ্মা দেবানাম্ [মধ্যে] প্রথমঃ' [সন্] 'সম্বভূব' প্রাদুর্ব্বভূব। 'সঃ [স্বস্য] জ্যেষ্ঠপুত্রায় অথর্ব্বায় 'সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং' সর্ব্ববিদ্যানাম্ আশ্রয়ম্ 'ব্রহ্মবিদ্যাম্ প্রাহ' ॥ ১ ॥

'ব্রহ্মা অথর্ব্বণে যাম্' 'প্রবদেত' অবদং 'অথর্ব্বা তাম্ ব্রহ্মবিদ্যাম্' 'পুরা' পূর্ব্বম্ 'অঙ্গিরে' অঙ্গির্-নাম্নে মুনয়ে 'উবাচ'। 'সঃ' 'ভারদ্বাজায়' ভরদ্বাজ-গোত্রায় 'সত্যবাহায়' সত্যবাহনাম্নে 'প্রাহ'; 'ভারদ্বাজঃ' [সত্যবাহঃ]

১। বিশ্বের কর্ত্তা ও ভুবনের পালয়িতা ব্রহ্মা দেবতাদিগের মধ্যে প্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বাকে সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা কহিয়াছিলেন।

২। ব্রহ্মা অথর্ব্বাকে যাহা বলিয়াছিলেন, অথর্ব্বা পূর্ব্বকালে সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গির্কে বলিয়াছিলেন। তিনি ভরদ্বাজ-গোত্রীয় সত্যবাহকে

স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ
ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্ ॥ ২ ॥

শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ। কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥৩॥

তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ ॥ ৪ ॥

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা

'পরাবরাম্' পরস্মাৎ পরস্মাৎ অবরেণ প্রাপ্তা ইতি পরাবরা, তাম্ পরাবরাম্; পরাবর-সর্ব্ববিদ্যা-বিষয়-ব্যাপ্তাং বা। '[ব্রহ্মবিদ্যাম্] অঙ্গিরসে [উবাচ]' ॥২॥

'মহাশালঃ' মহাগৃহস্থঃ 'শৌনকঃ অঙ্গিরসম্' 'বিধিবৎ' যথাশাস্ত্রম্ 'উপসন্নঃ' উপগতঃ সন্ 'পপ্রচ্ছ',—'ভগবঃ,' হে ভগবন্, 'কস্মিন্ নু বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিজ্ঞাতম্ ভবতি ? ইতি' ॥ ৩ ॥

'তস্মৈ সঃ হ উবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে' 'ইতি' ইদং 'হ স্ম' কিল 'ব্রহ্মবিদঃ বদন্তি, যৎ পরা চ এব অপরা চ' ॥ ৪ ॥

'তত্র' তয়োঃ পরাপরয়োঃ বিদ্যয়োঃ মধ্যে 'ঋগ্বেদঃ, যজুর্ব্বেদঃ,

বলিয়াছিলেন; ভারদ্বাজ সত্যবাহ পরম্পরায় শ্রেষ্ঠ হইতে অশ্রেষ্ঠকর্ত্তৃক প্রাপ্ত অথবা শ্রেষ্ঠ অশ্রেষ্ঠ সমুদায় বিদ্যার বিষয়ে ব্যাপ্ত এই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিরসকে বলিয়াছিলেন।

৩। মহাগৃহস্থ শৌনক অঙ্গিরসের সমীপে যথাবিধি উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—"হে ভগবন্, কি জানিলে এই সমস্ত জানা হয়" ?

৪। তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—"ব্রহ্মবিদেরা বলেন, দুই বিদ্যা জ্ঞাতব্য, পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা।

৫। ইহাদের মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা অর্থাৎ

কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ৫ ॥

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যম্। বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ ৬ ॥

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।

সামবেদঃ, অথর্ব্ববেদঃ,' 'শিক্ষা' উচ্চারণাদি-বোধকং বেদাঙ্গম্, 'কল্পঃ' বৈদিকক্রিয়াকলাপবোধকং বেদাঙ্গম্, 'ব্যাকরণং,' 'নিরুক্তম্' বেদব্যাখ্যা-প্রকারবোধকং বেদাঙ্গম্, 'ছন্দঃ জ্যোতিষম্ ইতি অপরা [বিদ্যা]'। 'অথ' পক্ষান্তরে 'যয়া তৎ অক্ষরম্' 'অধিগম্যতে' জ্ঞায়তে, [সা এব] 'পরা [বিদ্যা]' ॥ ৫ ॥

'যৎ তৎ' 'অদ্রেশ্যম্' অদৃশ্যম্, 'অগ্রাহ্যং,' কর্ম্মেন্দ্রিয়াবিষয়ম্, 'অগোত্রম্' অমূলং, কারণান্তর-নিরপেক্ষম্ 'অবর্ণম্, অচক্ষুঃশ্রোত্রম, তৎ অপাণিপাদং, নিত্যং,' 'বিভুং' সর্ব্বব্যাপিনং, 'সর্ব্বগতং, সুসূক্ষ্মং, তৎ অব্যয়ং, তৎ ভূত-যোনিং ধীরাঃ পরিপশ্যন্তি' ॥ ৬ ॥

'যথা ঊর্ণনাভিঃ' [স্বশরীরাৎ তন্তূন্] সৃজতে' সৃজতি, বহিঃ প্রসারয়তি

উচ্চারণাদিবোধক বেদাঙ্গ, কল্প অর্থাৎ বৈদিকক্রিয়াকলাপবোধক বেদাঙ্গ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত অর্থাৎ বেদব্যাখ্যার নিয়মাদিবোধক বেদাঙ্গ, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ, ইহারা অপরা বিদ্যা; পক্ষান্তরে যদ্দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা।

৬। যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়, অগোত্র অর্থাৎ অমূল, কারণান্তর-নিরপেক্ষ, অবর্ণ, অচক্ষুঃ ও অশ্রোত্র; সেই হস্তপদ-রহিত, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, সুসূক্ষ্ম ও অব্যয় ভূতযোনিকে জ্ঞানিগণ দর্শন করেন।

যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥ ৭ ॥
তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্ ॥৮॥
যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।

[পুনঃ তান্ এব] 'গৃহ্নতে' গৃহ্নাতি, [চ] 'যথা পৃথিব্যাম্ ওষধয়ঃ সম্ভবন্তি,' 'যথা' 'সতঃ' জীবতঃ 'পুরুষাৎ কেশলোমানি [জায়ন্তে] তথা' 'ইহ' সংসারমণ্ডলে 'অক্ষরাৎ' 'বিশ্বং' সমস্তং জগৎ 'সম্ভবতি' ॥ ৭ ॥

'তপসা' জ্ঞানেন, উৎপত্তিবিধিজ্ঞতয়া 'ব্রহ্ম' 'চীয়তে' প্রবৃদ্ধঃ ভবতি, —ইদং জগৎ উৎপিপাদয়িষৎ, 'ততঃ' উপচিতাৎ ব্রহ্মণঃ 'অন্নং'জগদুৎপত্তিবীজম্ 'অভিজায়তে' উৎপদ্যতে। 'অন্নাৎ' 'প্রাণঃ' হিরণ্যগর্ভঃ' 'মনঃ' 'সত্যম্' আকাশাদি ভূতপঞ্চকম্, 'লোকাঃ' ভূরাদয়ঃ, [তথা] 'কর্ম্মসু' কর্ম্মজম্ 'অমৃতম্' অবিনশ্বরং ফলম্ [অভিজায়তে] ॥ ৮ ॥

'যঃ' 'সর্ব্বজ্ঞঃ' সামান্যেন সর্ব্বং জানাতি ইতি, 'সর্ব্ববিৎ' বিশেষেণ সর্ব্বং

৭। যেমন ঊর্ণনাভ নিজ শরীর হইতে তন্তু বাহির করে এবং পুনরায় গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবীতে ওষধি জন্মে, যেমন জীবিত পুরুষ হইতে কেশ লোম জন্মে, তেমনি এখানে অর্থাৎ সংসার-মণ্ডলে অক্ষর পুরুষ হইতে সমুদায় উৎপন্ন হয়।

৮। তপস্যা অর্থাৎ উৎপত্তিবিধিজ্ঞতা দ্বারা ব্রহ্ম প্রবৃদ্ধ হইলেন অর্থাৎ এই জগৎ উৎপাদন করিতে ইচ্ছুক হইলেন, তাঁহা হইতে অর্থাৎ উপচিত ব্রহ্ম হইতে অন্ন অর্থাৎ জগদুৎপত্তির বীজ জন্মিল। অন্ন হইতে প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ, মন, সত্য অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূত, ভূরাদি লোকসমূহ এবং কর্ম্মজ অবিনশ্বর ফল উৎপন্ন হইল।

৯। যিনি সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ সাধারণতঃ সমুদায় জানেন, সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ

তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥ ৯ ॥

বেত্তি ইতি, 'যস্য তপঃ জ্ঞানময়ং তস্মাৎ' 'এতৎ ব্রহ্ম' হিরণ্যগর্ভঃ নাম, 'রূপম্, অন্নং চ জায়তে' ॥ ৯ ॥

বিশেষরূপে সমুদায় জানেন, যাঁহার তপ জ্ঞানময়, তাঁহা হইতে এই [হিরণ্যগর্ভাখ্য] ব্রহ্ম, নাম, রূপ এবং অন্ন জন্মিয়াছে।

ইতি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথম-মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

তদেতৎ সত্যম্,—

মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যং-

স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি।

তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা

এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে ॥ ১ ॥

যদা লেলায়তে হ্যর্চ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে।

তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েচ্ছ্রদ্ধয়া হুতম্ ॥২॥

'তৎ এতৎ সত্যম্'; 'মন্ত্রেষু' বেদমন্ত্রেষু 'কবয়ঃ' মেধাবিনঃ 'যানি কর্ম্মাণি' 'অপশ্যন্' দৃষ্টবন্তঃ, 'তানি' 'ত্রেতায়াং [যুগে] অথবা হোতা অধ্বর্য্যুঃ উদ্গাতা চ, এতৎ-ত্রিবিধ-ঋত্বিজাং কার্য্যস্থানে—যজ্ঞে ইত্যর্থঃ 'বহুধা' 'সন্ততানি' বিস্তৃতানি ; [যূয়ং] 'সত্যকামাঃ' [সন্তঃ] 'নিয়তং তানি' 'আচরথ' আচরত, কুরুত। 'সুকৃতস্য' স্বয়ং কৃতস্য কর্ম্মণঃ 'লোকে' ফলপ্রাপ্তৌ 'এষঃ' 'বঃ' যুষ্মাকম্ 'পন্থাঃ' ॥ ১ ॥

'সমিদ্ধে' সম্যক্ ইদ্ধে, প্রজ্বলিতে 'হব্যবাহনে' অগ্নৌ [সতি] 'যদা' 'অর্চ্চিঃ' অগ্নিশিখা 'লেলায়তে' চলতি, 'তদা' 'আজ্যভাগৌ' আজ্যভাগয়োঃ

১। ইহা সত্য,—বেদমন্ত্রে জ্ঞানিগণ যে সকল কর্ম্ম দেখিয়াছিলেন, সে সকল ত্রেতাতে অর্থাৎ ত্রেতাযুগে, অথবা হোতা অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা, এই ত্রিবিধ ঋত্বিক্‌গণের কার্য্যস্থান যজ্ঞে, নানাপ্রকারে বিস্তৃত অর্থাৎ প্রবৃত্ত হইয়াছে। তোমরা সত্যকাম হইয়া সেই সমস্ত আচরণ কর, ইহাই তোমাদের নিজ কৃত কর্ম্মের ফল প্রাপ্তির পথ।

২। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে যখন অগ্নিশিখা কম্পিত হইতে থাকে,

যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাস-
মচাতুর্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জ্জিতঞ্চ।
অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুত-
মাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি ॥ ৩ ॥
কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।

যাগসাধন-ঘৃতাদেঃ ভাগয়োঃ 'অন্তরেণ' মধ্যে 'শ্রদ্ধয়া হুতম্' শ্রদ্ধয়া অর্পিতেন উপহাররূপেণ 'আহুতীঃ' 'প্রতিপাদয়েৎ' প্রক্ষিপেৎ। এষঃ এব সুকৃতস্য ফলপ্রাপ্তৌ পন্থাঃ ইতি সম্বন্ধঃ 'পূর্ব্বশ্লোকেন ॥ ২ ॥

'যস্য' অগ্নিহোত্রং' তদাখ্যঃ যাগঃ 'অদর্শং' দর্শাখ্যেন অমাবস্যাযাগেন বর্জ্জিতম্, 'অপৌর্ণমাসং' পৌর্ণমাসকর্ম্মবর্জ্জিতম্, 'অচাতুর্ম্মাস্যং' চাতুর্ম্মাস্য-কর্ম্মবর্জ্জিতম্, 'অনাগ্রয়ণং' শরদাদিষু নূতনান্নেন কর্ত্তব্যম্ আগ্রয়ণম্, তদ্‌বর্জ্জিতম্, 'অতিথি-বর্জ্জিতম্' অক্রিয়মাণাতিথিপূজনম্' 'অহুতম্' অকালে অনুষ্ঠিতম্, 'অবৈশ্বদেবম্' বৈশ্বদেবকর্ম্মবর্জ্জিতম্, [তথা] 'অবিধিনা হুতম্' অযথাশাস্ত্রম্ অনুষ্ঠিতম্ 'তস্য' 'আসপ্তমান্' সপ্তমপর্য্যন্তান্ লোকান্ [ইদম্ অসম্যক্ অনুষ্ঠিতম্ অগ্নিহোত্রম] 'হিনস্তি' নাশয়তি ॥ ৩ ॥

তখন যাগসাধন ঘৃতাদির দুই অংশের মধ্যস্থলে শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত উপহারস্বরূপ আহুতিসমূহ প্রদান করিবে। [এরূপ যাগসাধনই কর্ম্মফল প্রাপ্তির পথ,—পূর্ব্বশ্লোকের সহিত এই সম্বন্ধ]।

৩। যাহার অগ্নিহোত্র নামক যজ্ঞ, দর্শযাগ (অমাবস্যাতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম) পৌর্ণমাস যাগ, চাতুর্ম্মাস্য কর্ম্ম-বর্জ্জিত, শরদাদি ঋতুতে নবান্ন দ্বারা কর্ত্তব্য আগ্রয়ণ যাগ, এবং অতিথি-বর্জ্জিত হয়, অথবা অকালে অনুষ্ঠিত হয়, বৈশ্বদেব অনুষ্ঠান-বর্জ্জিত হয়, কিংবা অবিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, এরূপ অসম্যক্ অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্র তাহার সপ্তলোক বিনাশ করে।

স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥ ৪ ॥
এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু
যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্।
তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো
যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ ॥ ৫ ॥
এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ
সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।

'কালী, করালী চ,' 'মনোজবা' মনোবৎ বেগবতী 'চ, সুলোহিতা, যা চ সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী,' 'দেবী' দীপ্তিশালিনী 'বিশ্বরুচী' সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যশালিনী [ইতি অগ্নেঃ] 'লেলায়মানাঃ' ইতস্ততঃ বিচাল্যমানাঃ 'সপ্ত জিহ্বাঃ' ॥ ৪ ॥

'যঃ এতেষু [অগ্নিজিহ্বাভেদেষু]' 'ভ্রাজমানেষু' দীপ্যমানেষু সৎসু 'যথাকালং চ' 'চরতি' অগ্নিহোত্রাদীন্ করোতি, 'তম্ এতাঃ' [আহুতয়ঃ] সূর্য্যস্য রশ্ময়ঃ [ভূত্বা]' সূর্য্যরশ্মিদ্বারৈঃ ইত্যর্থঃ 'আদদায়ন্' আদদানাঃ [তত্র] 'নয়ন্তি, যত্র দেবানাম্ একঃ পতিঃ' 'অধিবাসঃ' অধি সর্ব্বোপরি বসতি ইতি ॥ ৫ ॥

৪। কালী, করালী, মনোজবা [মনের ন্যায় বেগবতী], সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, এবং দীপ্তিশালিনী বিশ্বরুচী অর্থাৎ সর্ব্বসৌন্দর্য্য-শালিনী, অগ্নির এই ইতস্ততঃ বিচাল্যমান সপ্ত জিহ্বা।

৫। এই সকল অগ্নিশিখা দীপ্যমান হইলে এবং যথাকালে যে অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করে, এই আহুতি সকল সূর্য্যরশ্মি হইয়া অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মির ভিতর দিয়া তাহাকে সেই স্থানে লইয়া যায় যে স্থানে দেবতাদিগের একমাত্র রাজা সর্ব্বোপরি বাস করেন।

প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্য

এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥ ৬ ॥

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা

অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম ॥

এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া

জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥ ৭ ॥

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ

স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।

'সুবর্চ্চসঃ' দীপ্তিমত্যঃ 'আহুতয়ঃ' তং যজমানং 'এষঃ' 'বঃ' 'সুকৃতঃ পুণ্যকর্ম্মলব্ধঃ 'পুণ্যঃ' পবিত্রঃ 'ব্রহ্মলোকঃ, এহি এহি' 'ইতি' ইমাং 'প্রিয়াম্ বাচম্ অভিবদন্ত্যঃ [তথা] অর্চ্চয়ন্ত্যঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ বহন্তি' ॥ ৬ ॥

'এতে হি' 'অষ্টাদশ' ষোড়শ ঋত্বিজঃ, যজমানঃ, তৎপত্নী চ ইতি অষ্টাদশ, এতদাশ্রয়াঃ 'যজ্ঞরূপাঃ' 'প্লবাঃ' ভেলাঃ 'অদৃঢ়াঃ, যেষু' 'অবরম্ অশ্রেষ্ঠং 'কর্ম্ম' [শাস্ত্রেণ উক্তম]। 'যে মূঢ়াঃ এতৎ শ্রেয়ঃ ইতি' 'অভিনন্দন্তি' প্রশংসন্তি, 'তে পুনঃ এব জরামৃত্যুং 'যন্তি' গচ্ছন্তি ॥ ৭ ॥

৬। দীপ্তিমতী আহুতি সকল সেই যজমানকে "এসো এসো, এই তোমাদের পুণ্যকর্ম্ম-লব্ধ পবিত্র ব্রহ্মলোক", এই সকল প্রীতিকর বাক্য বলিয়া এবং অর্চ্চনা করিয়া সূর্য্যরশ্মির ভিতর দিয়া লইয়া যায়।

৭। এই অষ্টাদশাঙ্গ অর্থাৎ ষোড়শ পুরোহিত, যজমান ও তৎপত্নী, এই অষ্টাদশাশ্রয় যজ্ঞরূপ ভেলাসমূহ, যাহাতে শাস্ত্রকর্ত্তৃক অশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, এই সমস্ত অদৃঢ়। যে সকল মূর্খ ব্যক্তি ইহাকে শ্রেয়ঃ মনে করিয়া প্রশংসা করে, তাহারা পুনরায় জরা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ ৮ ॥
অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ৯ ॥

'অবিদ্যায়াম্' 'অন্তরে' মধ্যে 'বর্ত্তমানাঃ', [অপিচ] 'স্বয়ংধীরাঃ' বয়ম্ এব ধীরাঃ ইতি [আত্মানম্] 'পণ্ডিতম্ মন্যমানাঃ মূঢ়াঃ' 'জঙ্ঘন্যমানাঃ' জরা-রোগাদ্যনেকানর্থসমূহৈঃ ভৃশং হন্যমানাঃ, পীড্যমানাঃ, 'পরিয়ন্তি' বিভ্রমন্তি 'যথা অন্ধেন এব নীয়মানাঃ অন্ধাঃ' [পরিয়ন্তি] ॥ ৮ ॥

'অবিদ্যায়াম্ বহুধা বর্ত্তমানাঃ' 'বালাঃ' অজ্ঞানিনঃ 'বয়ং কৃতার্থাঃ' ইতি 'অভিমন্যন্তে' অভিমানং কুর্ব্বন্তি। 'যৎ' যস্মাৎ 'কর্ম্মিণঃ' 'রাগাৎ' কর্ম্মফলাসক্তিবশাৎ 'ন প্রবেদয়ন্তি' ব্রহ্মতত্ত্বং ন বিজানন্তি, 'তেন' [কারণেন] 'ক্ষীণলোকাঃ' ক্ষীণকর্ম্মফলাঃ [তে] 'আতুরাঃ' দুঃখার্ত্তাঃ [সন্তঃ স্বর্গলোকাৎ] 'চ্যবন্তে' পতন্তি ॥ ৯ ॥

৮। যাহারা অজ্ঞানতায় অবস্থিত, অথচ আপনাদিগকে বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তিরা জরা রোগাদি অনর্থ সমূহ দ্বারা অতিশয় পীড্যমান হইয়া অন্ধ-কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধদিগের ন্যায় পরিভ্রমণ করে।

৯। নানা প্রকারে অজ্ঞানতায় অবস্থিত থাকিয়া অর্থাৎ অজ্ঞানতা-প্রসূত নানা প্রকার কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত থাকিয়া অজ্ঞানীরা 'আমরা কৃতার্থ' এরূপ অভিমান করে। যে হেতু কর্ম্মীরা কর্ম্মফলে আসক্তি বশতঃ ব্রহ্মতত্ত্ব সবিশেষ জানিতে পারে না, সেই জন্য তাহাদের কর্ম্মফল ক্ষয় হইলে তাহারা দুঃখার্ত্ত হইয়া স্বর্গলোক হইতে পতিত হয়।

ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বে-
মং লোকং হীনতরং বাবিশন্তি ॥ ১০ ॥

তপঃ শ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষোহ্যব্যয়াত্মা ॥ ১১ ॥

'ইষ্টাপূর্ত্তম্' ইষ্টং যাগাদি কর্ম্ম, পূর্ত্তং বাপীকূপখননাদি কর্ম্ম, 'বরিষ্ঠং' প্রধানম্ 'মন্যমানাঃ প্রমূঢ়াঃ অন্যৎ শ্রেয়ঃ ন বেদয়ন্তে'। 'তে' 'সুকৃতে' পুণ্যকর্ম্মলব্ধে 'নাকস্য' স্বর্গস্য 'পৃষ্ঠে' উপরি স্থানে [কর্ম্মফলম্] 'অনুভূত্বা' অনুভূয় [পুনঃ] 'ইমং লোকম্' [অস্মাৎ] 'হীনতরং বা' [লোকম্] 'আবিশন্তি' প্রবিশন্তি ॥ ১০ ॥

'যে হি শান্তাঃ বিদ্বাংসঃ ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ অরণ্যে [বর্ত্তমানাঃ] তপঃ শ্রদ্ধাং' [চ] 'উপবসন্তি' সেবন্তে, সাধয়ন্তি, 'তে' 'বিরজাঃ' বিরজসঃ, বিগতং রজঃ যেষাম্,—বাসনাশূন্যাঃ ইত্যর্থঃ [সন্তঃ] 'সূর্য্যদ্বারেণ' [তত্র] 'প্রয়ান্তি' গচ্ছন্তি 'যত্র সঃ' 'অমৃতঃ' অবিনাশী 'অব্যয়াত্মা পুরুষঃ' [অস্তি] ॥ ১১ ॥

১০। অজ্ঞানী লোকেরা ইষ্ট অর্থাৎ যাগাদি কর্ম্ম ও পূর্ত্ত অর্থাৎ বাপী-কূপখননাদি কর্ম্মকে প্রধান মনে করে এবং অন্য শ্রেয়ঃ জানে না। তাহারা নিজ পুণ্যকর্ম্ম-লব্ধ স্বর্গের উপরি স্থানে কর্ম্মফল অনুভব করিয়া পুনরায় এই লোক কিংবা ইহা অপেক্ষা হীনতর লোকে প্রবেশ করে।

১১। যে সকল শান্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অরণ্যে থাকিয়া তপস্যা ও শ্রদ্ধা সাধন করেন, তাঁহারা বিরজ অর্থাৎ বাসনাশূন্য

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ ১২॥
তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥১৩॥

'কর্ম্মচিতান্' কর্ম্মলব্ধান্ 'লোকান্ পরীক্ষ্য ব্রাহ্মণঃ' 'নির্ব্বেদং' বৈরাগ্যম্ 'আয়াৎ' কুর্য্যাৎ; 'কৃতেন' কর্ম্মণা 'অকৃতঃ' নিত্যঃ পদার্থঃ 'নাস্তি' ন লভ্যঃ ইত্যর্থঃ। 'তৎবিজ্ঞানার্থং সঃ' 'সমিৎপাণিঃ' সমিধ্, হোমাগ্নিজ্বালনার্থং কাষ্ঠম্,—তদ্‌গৃহীতহস্তঃ সন্ 'শ্রোত্রিয়ং' বেদজ্ঞং 'ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুম্ এব' 'অভিগচ্ছেৎ' তৎসমীপং গচ্ছেৎ ইত্যর্থঃ॥ ১২॥

'সঃ বিদ্বান্ তস্মৈ সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়' 'উপসন্নায়' উপগতায়, সমীপং গতায় পুরুষায় 'যেন অক্ষরং সত্যং পুরুষং' 'বেদ' বিজানাতি 'তাম্ ব্রহ্মবিদ্যাং' 'তত্ত্বতঃ' যথাবৎ 'প্রোবাচ'॥ ১৩॥

হইয়া সূর্য্যদ্বার দিয়া সেই স্থানে যান যে স্থানে সেই অবিনাশী অব্যয়াত্মা পুরুষ আছেন।

১২। কর্ম্মলব্ধ লোকসকল পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন; কর্ম্মদ্বারা নিত্য পদার্থ লাভ করা যায় না। তাহা জানিবার জন্য তিনি সমিধ্ অর্থাৎ হোমাগ্নি-জ্বালনার্থ কাষ্ঠ হস্তে লইয়া বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে যাইবেন।

১৩। সেই বিদ্বান্ সম্যক্‌রূপে প্রশান্তচিত্ত, শমগুণান্বিত, তদীয় সমীপগত ব্যক্তিকে যদ্দ্বারা সেই অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায় সেই ব্রহ্মবিদ্যা যথাবৎ বলিলেন।

ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ইতি প্রথমমুণ্ডকং সমাপ্তম্।

দ্বিতীয়-মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ

-:*:—

তদেতৎ সত্যম্—

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ

সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।

তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥ ১ ॥

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।

অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥২॥

'তৎ এতৎ সত্যং,—যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ' 'সরূপাঃ' অগ্নিসলক্ষণাঃ 'বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ' 'প্রভবন্তে' প্রভবন্তি, নির্গচ্ছন্তি, 'তথা [হে] সোম্য, অক্ষরাৎ পুরুষাৎ বিবিধাঃ' 'ভাবাঃ' জীবাঃ 'প্রজায়ন্তে, তত্র চ এব অপি' 'যন্তি' অনুলীয়ন্তে, প্রতিগচ্ছন্তি ॥ ১ ॥

'সঃ দিব্যঃ পুরুষঃ হি অমূর্ত্তঃ' 'বাহ্যাভ্যন্তরঃ' 'বাহ্যাভ্যন্তরেণ বর্ত্ততে ইতি, 'হি' 'অজঃ' জন্মরহিতঃ 'অপ্রাণঃ' প্রাণাঃ প্রাণাপানাদয়ঃ পঞ্চ বায়বঃ যস্মিন্ ন বিদ্যন্তে 'হি' 'অমনাঃ' ইন্দ্রিয়প্রধানং মনঃ যস্মিন্ ন বিদ্যতে, 'শুভ্রঃ' শুদ্ধঃ ; 'হি' 'পরতঃ অক্ষরাৎ' হিরণ্যগর্ভাৎ 'পরঃ' শ্রেষ্ঠঃ ॥ ২ ॥

১। ইহা সত্য,—যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নিরূপ-বিশিষ্ট সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি, হে সৌম্য, অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়।

২। সেই দিব্য পুরুষ নিরাকার, বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী, জন্মরহিত, অপ্রাণ অর্থাৎ প্রাণাদি পঞ্চবিধ বায়ু-বর্জ্জিত, ইন্দ্রিয়-প্রধান মন-বিবর্জ্জিত, শুদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ অক্ষর পুরুষ হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ৩ ॥
অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং
পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥ ৪ ॥
তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ
সোমাৎ পর্জ্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্।
পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং
বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ ॥ ৫ ॥

'এতস্মাৎ [পুরুষাৎ] প্রাণঃ মনঃ সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়াণি চ খং বায়ুঃ জ্যোতিঃ আপঃ' [তথা] 'বিশ্বস্য' সর্ব্বস্য 'ধারিণী পৃথিবী জায়তে' ॥ ৩ ॥

'অগ্নিঃ' দ্যুলোকঃ [অস্য পুরুষস্য] 'মূর্দ্ধা' শিরঃ, 'চন্দ্র-সূর্য্যৌ চক্ষুষী, দিশঃ শ্রোত্রে', 'বিবৃতাঃ' উদ্ঘাটিতাঃ, প্রসিদ্ধাঃ 'বেদাঃ চ বাক্, বায়ুঃ প্রাণঃ, হৃদয়ং বিশ্বম্, অস্য পদ্ভ্যাম্ পৃথিবী [জাতা], হি এষঃ সর্ব্বভূত-অন্তরাত্মা' ॥ ৪ ॥

'তস্মাৎ' 'অগ্নিঃ' দ্যুলোকঃ [জাতঃ] 'সূর্য্যঃ যস্য' [দ্যুলোকস্য]

৩। এই পুরুষ হইতে প্রাণ, মন, সমুদয় ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু আলোক, জল এবং সমুদায়ের আধারভূতা পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে।

৪। অগ্নি অর্থাৎ দ্যুলোক ইঁহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষুর্দ্বয়, দিক-সকল কর্ণদ্বয়, উদ্ঘাটিত বা প্রকাশিত বেদসমূহ বাক্য, বায়ু প্রাণ, হৃদয় বিশ্ব, ইঁহার পাদদ্বয় হইতে পৃথিবী উৎপন্না হইয়াছে। ইনি সমুদায় প্রাণীর অন্তরাত্মা।

৫। সূর্য্য যাহার প্রকাশক, সেই দ্যুলোক তাঁহা হইতে উৎপন্ন

তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি দীক্ষা
যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ।
সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ
সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ ॥ ৬ ॥
তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ
সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।

'সমিধঃ' সমিৎ, প্রকাশকঃ, 'সোমাৎ' সোমরসাৎ 'পর্জ্জন্যঃ' বৃষ্টিঃ [সম্ভবতি] 'পৃথিব্যাম্ ওষধয়ঃ' [উদ্ভবন্তি] 'পুমান্' 'যোষিতায়াং' যোষিতি, স্ত্রিয়াং, 'রেতঃ' বীর্য্যম্ 'সিঞ্চতি' [এবং ক্রমেণ] 'পুরুষাৎ' 'বহ্বীঃ' বহ্ব্যঃ 'প্রজাঃ' জীবাঃ 'সম্প্রসূতাঃ' সমুৎপন্নাঃ ॥ ৫ ॥

'তস্মাৎ ঋচঃ, সামানি, যজূংষি, দীক্ষাঃ, সর্ব্বে যজ্ঞাঃ চ,' ক্রতবঃ' যূপবিশিষ্টাঃ যজ্ঞাঃ। যূপম্ পশুবন্ধন-কাষ্ঠবিশেষম্। 'দক্ষিণাঃ চ সংবৎসরঃ চ, যজমানঃ চ,' 'লোকাঃ' পৃথিব্যাদয়ঃ [উৎপন্নাঃ]; 'যত্র' 'সোমঃ' চন্দ্রঃ 'পবতে' পবিত্রকিরণৈঃ পুনাতি, 'যত্র সূর্য্যঃ' [চ পবতে] ॥ ৬ ॥

'তস্মাৎ চ দেবাঃ' 'বহুধা' বসুরুদ্রাদিভেদেন 'সম্প্রসূতাঃ' 'সাধ্যাঃ' দেব-বিশেষাঃ 'মনুষ্যাঃ, পশবঃ' 'বয়াংসি' পক্ষিণঃ [চ সম্প্রসূতাঃ]। 'প্রাণাপাণৌ'

হইয়াছে। সোম রস হইতে বৃষ্টি জন্মে, পৃথিবীতে ওষধিসমূহ উৎপন্ন হয়। পুরুষ স্ত্রীতে বীর্য্যপাত করে, এই রূপে পুরুষ হইতে বহু প্রাণি উৎপন্ন হইয়াছে।

৬। তাঁহা হইতে ঋক্, সাম ও যজু এই ত্রিবিধ মন্ত্র, দীক্ষা, সর্ব্ব প্রকার যজ্ঞ, ক্রতু (যে যজ্ঞে যূপ অর্থাৎ পশুবন্ধন-কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়), দক্ষিণা, সংবৎসর, যজমান এবং যেখানে সূর্য্য ও চন্দ্র পুণ্যকিরণ দ্বারা পবিত্র করেন, সেই পৃথিব্যাদি লোক সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

৭। তাঁহা হইতেই [বসু-রুদ্রাদি] নানা প্রকার দেবতা, সাধ্য

প্রাণাপাণৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ
শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ ॥ ৭ ॥
সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ
সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ।
সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি
প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥ ৮ ॥
অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বে-
ঽস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ।

প্রাণঃ ঊর্দ্ধগামী বায়ুঃ, অপানঃ অধোগামী বায়ুঃ, 'ব্রীহিযবৌ' ব্রীহিঃ ধান্যং যবঃ চ, 'তপঃ চ, শ্রদ্ধা, সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং, বিধিঃ চ' [সম্প্রসূতঃ] ॥ ৭ ॥

'সপ্ত' 'প্রাণাঃ' ইন্দ্রিয়াণি 'তস্মাৎ' 'প্রভবন্তি' উদ্ভবন্তি, 'সপ্ত' 'অর্চ্চিষঃ' দীপ্তয়ঃ,—বিষয়প্রকাশলক্ষণাঃ, 'সপ্ত' 'সমিধঃ' ইন্দ্রিয়গোচরাঃ বিষয়াঃ, 'সপ্ত' হোমাঃ বিষয়বিজ্ঞানানি, [তথা] 'ইমে সপ্ত লোকাঃ যেষু' 'গুহাশয়াঃ' গুহায়াং শরীরে হৃদয়ে বা নিদ্রাকালে শেরতে ইতি, [প্রতিপ্রাণি ধাত্রা] 'সপ্ত সপ্ত নিহিতাঃ প্রাণাঃ চরন্তি' [এতে সর্ব্বে তস্মাৎ প্রভবন্তি] ॥ ৮ ॥

'অতঃ' অস্মাৎ 'সমুদ্রাঃ সর্ব্বে গিরয়ঃ চ' [উৎপন্নাঃ] 'অস্মাৎ সর্ব্বরূপাঃ'

(দেবতাবিশেষ), মনুষ্য, পশু, পক্ষী, প্রাণ অর্থাৎ ঊর্দ্ধগামী বায়ু, অপান অর্থাৎ অধোগামী বায়ু, ব্রীহি অর্থাৎ ধান্য, যব, তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও বিধি উৎপন্ন হইয়াছে।

৮। সপ্ত ইন্দ্রিয়, সপ্ত দীপ্তি অর্থাৎ বিষয়-প্রকাশরূপ ইন্দ্রিয়-কার্য্য, সপ্ত সমিধ্ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়, সপ্ত হোম অর্থাৎ বিষয়জ্ঞান আর এই সপ্ত লোক, যাহাতে নিদ্রাকালে হৃদয়-নিহিত এবং প্রতি প্রাণীতে সপ্ত সপ্ত ক্রমে স্থাপিত প্রাণ সকল কার্য্য করে।

৯। ইহা হইতে সমুদ্র এবং সমুদায় পর্ব্বত উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা

অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ
 যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা ॥ ৯ ॥
পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম
 তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং
 সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥ ১০ ॥

'সিন্ধবঃ' নদ্যঃ 'স্যন্দন্তে' স্রবন্তি। 'অতঃ চ সর্ব্বাঃ ওষধয়ঃ রসঃ চ [সম্ভবতি] 'যেন [রসেন] হি এষঃ' 'অন্তরাত্মা', সূক্ষ্মশরীরম্ 'ভূতৈঃ' পঞ্চভিঃ স্থূলৈঃ ভূতৈঃ সহ [পরিবেষ্টিতঃ] 'তিষ্ঠতে' তিষ্ঠতি ॥ ৯ ॥

'কর্ম্ম, তপঃ', 'পরম্' অমৃতং 'ব্রহ্ম' হিরণ্যগর্ভঃ 'ইদং' বিশ্বম্' সর্ব্বং 'পুরুষঃ এব'। হে 'সোম্য', যঃ 'এতং' এতম্ পুরুষম্ 'গুহায়াং' হৃদয়ে 'নিহিতং বেদ, সঃ ইহ [এব] অবিদ্যাগ্রন্থিং' 'বিকিরতি' বিক্ষিপতি, নাশয়তি ॥১০॥

হইতে সর্ব্বপ্রকার নদী প্রবাহিত হইতেছে। ইহা হইতেই সমুদয় ওষধি এবং যে রসদ্বারা অন্তরাত্মা অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীর পঞ্চ স্থূলভূতদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া স্থিতি করিতেছে, সেই রস সম্ভূত হইয়াছে।

কর্ম্ম, তপ, শ্রেষ্ঠ ও অমৃত ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ, এই সমস্ত সেই পুরুষই। হে সৌম্য, যিনি এই পুরুষকে হৃদয়ে নিহিত বলিয়া জানেন, তিনি এখানে থাকিতেই নিজ অবিদ্যাগ্রন্থি বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ ছিন্ন করেন।

ইতি দ্বিতীয়-মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

দ্বিতীয়-মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

—:*:—

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরন্নাম

মহৎ পদমত্রৈতৎ সমর্পিতম।

এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং

পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্॥১॥

যদর্চ্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ

যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ।

[ব্রহ্ম] 'আবিঃ' প্রকাশমানম্, 'সন্নিহিতম্' প্রাণিনাম্ অন্তরস্থম্ 'গুহাচরৎ নাম' গুহায়াং হৃদি, চরতি বসতি, ইতি নাম, [তথা মহৎ পদম্' মহৎ আশ্রয়ম্; 'অত্র' এতস্মিন্ ব্রহ্মণি 'যৎ' 'এজৎ' চলৎ 'প্রাণৎ' প্রাণাপানাদিমৎ মনুষ্যপশ্বাদি, [তথা] 'নিমিষৎ' নিমিষাদি-ক্রিয়াবৎ, 'এতৎ' [সর্ব্বং] 'সমর্পিতম্' আশ্রিতম্। [এতৎ ব্রহ্ম] 'জানথ' জানত [যৎ] 'সৎ-অসৎ' স্থূল-সূক্ষ্মরূপম্, স্থূলসূক্ষ্মযোঃ কারণরূপম্ ইত্যর্থঃ, 'বরেণ্যম্' প্রার্থনীয়ম্, পূজনীয়ম্ বা, 'বরিষ্ঠম্' শ্রেষ্ঠতম্, [তথা] 'প্রজানাং' প্রাণিনাম্ 'বিজ্ঞানাৎ' 'পরং' ব্যতিরিক্তং, লৌকিকবিজ্ঞানাগোচরম্ ইত্যর্থঃ॥ ১॥

'যৎ' 'অর্চ্চিমৎ' দীপ্তিমৎ, 'যৎ' অণুভ্যঃ' সূক্ষ্মেভ্যঃ [অপি] 'অণু' সূক্ষ্মম্

১। ব্রহ্ম প্রকাশমান, প্রাণীদিগের অন্তরস্থ, গুহাচর অর্থাৎ হৃদয়বাসী এই নামধারী, এবং মহৎ আশ্রয়; চলনশীল, প্রাণাপান-বিশিষ্ট মনুষ্যপশ্বাদি এবং নিমিষ-ক্রিয়াযুক্ত জীব, এই সমস্ত ইহাতে আশ্রিত রহিয়াছে। যিনি সৎ-অসৎ অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্মরূপ, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ বস্তুর কারণরূপ, প্রার্থনীয় বা পূজনীয়, শ্রেষ্ঠ, এবং প্রাণীদিগের (লৌকিক) জ্ঞানের অতীত, তাঁহাকে তোমরা জ্ঞাত হও।

তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্‌মনঃ

তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি ॥ ২ ॥

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং

শরং হ্যুপাসা নিশিতং সন্ধয়ীত।

আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা

লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥ ৩ ॥

'চ', 'যস্মিন্ লোকাঃ' 'লোকিনঃ' লোকনিবাসিনঃ 'চ' 'নিহিতাঃ' স্থিতাঃ, 'তৎ এতৎ অক্ষরম্ ব্রহ্ম, সঃ প্রাণঃ, তৎ' 'উ' অপি 'বাক্ মনঃ'। 'তৎ এতৎ সত্যং, তৎ অমৃতং, তৎ' 'বেদ্ধব্যং' মনসা তাড়য়িতব্যম্, তস্মিন্ মনঃ সমাধানং কর্ত্তব্যম্ ইত্যর্থঃ, হে 'সোম্য' [তৎ] 'বিদ্ধি' তস্মিন্ চেতঃ সমাধৎস্ব ইত্যর্থঃ ।২।

'ঔপনিষদম্' উপনিষৎসু বিহিতম্ 'মহাস্ত্রং' ধনুঃ 'গৃহীত্বা,' 'উপাসা' উপাসনয়া 'নিশিতং শরং' 'সন্ধয়ীত' সন্ধানং কুর্য্যাৎ। হে 'সোম্য' 'তদ্ভাবগতেন' তস্মিন্ ব্রহ্মণি গতঃ ভাবঃ ভাবনা যস্য সঃ তদ্ভাবগতঃ, তেন 'চেতসা' [ধনুঃ] 'আয়ম্য' আকৃষ্য 'লক্ষ্যং তৎ এব অক্ষরং বিদ্ধি' ॥ ৩ ॥

২। যিনি দীপ্তিমান্, যিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, যাঁহাতে লোকসমূহ এবং লোকবাসিসমূহ স্থিতি করিতেছে, তিনি অক্ষর ব্রহ্ম, তিনি প্রাণ, তিনিই বাক্য ও মন। তিনি সত্য, তিনি অমৃত, তাঁহাকে মনের দ্বারা বিদ্ধ করিতে হইবে (অর্থাৎ তাঁহাতে মনঃ-সমাধান করিতে হইবে), হে সোম্য, তাঁহাকে বিদ্ধ কর।

৩। উপনিষৎ-বিহিত মহাস্ত্র ধনু গ্রহণ করিয়া উপাসনা-দ্বারা শাণিত শর সন্ধান করিবে। হে সৌম্য, তাঁহাতে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে ভাবনাগত চিত্ত দ্বারা ধনু আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্যস্বরূপ সেই ব্রহ্মকে বিদ্ধ কর

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৪ ॥
যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষম্
ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানম্
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥ ৫ ॥
অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ
স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।

'প্রণবঃ' ওঁকারঃ 'ধনুঃ' 'শরঃ হি আত্মা, ব্রহ্ম' 'তৎ' কথিতম্ 'লক্ষম উচ্যতে'। [তৎ লক্ষ্যম্] 'অপ্রমত্তেন' জিতেন্দ্রিয়েণ, একাগ্রচিত্তেন 'বেদ্ধব্যম্,' 'শরবৎ, তন্ময়ঃ ভবেৎ' শরঃ যথা লক্ষ্যে মগ্নঃ ভবতি তথা সাধকঃ ব্রহ্মণি নিমজ্জেৎ ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

'যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চ অন্তরিক্ষম্ সর্ব্বৈঃ প্রাণৈঃ সহ মনঃ চ' 'ওতম্' ধৃতম্, 'তম্ একম্ আত্মানম্ এব' 'জানথ' জানীথ, 'অন্যাঃ বাচঃ' 'বিমুঞ্চথ' বিমুঞ্চত, পরিত্যজত। 'এষঃ' 'অমৃতস্য' অমৃতভাবস্য, মোক্ষস্য 'সেতুঃ' মোক্ষ-প্রাপ্তয়ে উপায়ঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

'যত্র' হৃদয়ে ইত্যর্থঃ, 'নাড্যঃ রথনাভৌ অরাঃ ইব' 'সংহতাঃ' সম্প্রবিষ্টাঃ

৪। প্রণব অর্থাৎ ওঁকার ধনু, শর আত্মা, ব্রহ্মকে লক্ষ্য বলা যায়। একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে, এবং শরের ন্যায় তন্ময় হইবে, অর্থাৎ শর যেমন লক্ষ্যে মগ্ন হয়, তেমনি সাধক ব্রহ্মে মগ্ন হইবেন।

৫। যাঁহাতে দ্যুলোক, পৃথিবী ও আকাশ এবং সমুদায় প্রাণ সহ মন, ধৃত রহিয়াছে, সেই একমাত্র আত্মাকেই জান, অন্য কথা পরিত্যাগ কর ইনি অমৃতত্বের সেতু অর্থাৎ মোক্ষলাভের উপায়।

ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং
স্বস্তি বঃ পরায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৬ ॥
যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।
মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা
প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥ ৭ ॥

[তত্র] 'অন্তঃ' 'সঃ এষঃ' আত্মা [পশ্যন্, শৃণ্বন্, মন্বানঃ ইতি] বহুধা 'জায়মানঃ' ভবন্ 'চরতে' চরতি, বিরাজতে। 'ওঁ ইতি এবম্ আত্মানং' 'ধ্যাযথ' ধ্যায়ত, চিন্তয়ত; 'তমসঃ' অবিদ্যান্ধকারস্য 'পরস্তাৎ' 'পরায়' পরপার-তরণায় 'বঃ' যুষ্মাকং 'স্বস্তি' নির্ব্বিঘ্নম্ [অস্তু] ॥ ৬ ॥

'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ, সর্ব্ববিদ্, ভুবি যস্য এষঃ মহিমা [প্রকাশিতঃ] এষঃ আত্মা' 'দিব্যে' জ্ঞানদীপ্তে 'ব্রহ্মপুরে' হৃদয়ে 'ব্যোম্নি' হৃদয়াকাশে, হৃদয়মধ্যে ইত্যর্থঃ' 'প্রতিষ্ঠিতঃ'। 'মনোময়ঃ প্রাণ-শরীর-নেতা', [সঃ] 'অন্নে' পুণ্ডরীকছিদ্রে 'হৃদয়ং' বুদ্ধিং 'সন্নিধায়' অবস্থাপ্য 'প্রতিষ্ঠিতঃ'; 'যৎ আনন্দরূপম্ অমৃতং বিভাতি, তৎ ধীরাঃ' 'বিজ্ঞানেন' বিশিষ্টেন জ্ঞানেন 'পরিপশ্যন্তি' ॥ ৭ ॥

৬। যেখানে অর্থাৎ হৃদয়ে নাড়ীসকল রথনাভিতে অরের ন্যায় সম্প্রবিষ্ট হইয়া আছে, সেখানে সেই আত্মা দর্শক, শ্রোতা মননকারী এরূপ বহুরূপ হইয়া অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। ওঁ, এই রূপে আত্মাকে চিন্তা করিবে; অবিদ্যা অন্ধকারের পরপারে উত্তীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে তোমাদের স্বস্তি অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্ন হউক।

৭। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, ভূলোকে যাঁহার এই মহিমা প্রকাশিত রহিয়াছে, সেই আত্মা জ্ঞানদ্বারা দীপ্ত ব্রহ্মপুরে হৃদয়রূপ আকাশে

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ ৮॥
হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥৯॥

'তস্মিন্' 'পরাবরে' কারণাত্মনা পরং, কার্য্যাত্মনা অবরং, তস্মিন্ কারণ-কার্য্যাত্মকে ব্রহ্মণি 'দৃষ্টে' [সতি] 'হৃদয়-গ্রন্থিঃ' অবিদ্যাবাসনালক্ষণঃ 'ভিদ্যতে,' 'সর্ব্বসংশয়াঃ ছিদ্যন্তে,' 'অস্য' সাধকস্য 'কর্ম্মাণি' মোক্ষ প্রতিরোধকানি সকাম কর্ম্মাণি 'চ ক্ষীয়ন্তে' ॥ ৮॥

'হিরণ্ময়ে' জ্যোতির্ম্ময়ে, বিজ্ঞান-প্রকাশে 'পরে' শ্রেষ্ঠে 'কোষে' আত্মনি ইত্যর্থঃ, 'বিরজং' অবিদ্যাদি রজঃ মলম্, তদ্‌বর্জ্জিতম্, 'নিষ্কলং' কলা অংশঃ তদ্রহিতম্, অখণ্ডম্, নিরবয়বম্ ইত্যর্থঃ, 'ব্রহ্ম' [প্রকাশিতম্ অস্তি]। 'তৎ' 'শুভ্রং' শুদ্ধং 'জ্যোতিষাং' সর্ব্বপ্রকাশাত্মনাম্ আদিত্যাদীনাং 'জ্যোতিঃ' [অপিচ] 'তৎ' [এব বস্তু] 'যৎ' 'আত্মবিদঃ' আত্মজ্ঞাঃ 'বিদুঃ' জানন্তি ॥ ৯॥

প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি মনোময় এবং প্রাণ ও শরীরের নেতা, তিনি অন্নে অর্থাৎ হৃদয়মধ্যে বুদ্ধিকে স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যিনি আনন্দ ও অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহাকে জ্ঞানিগণ গভীর জ্ঞানদ্বারা বিশেষরূপে দর্শন করেন।

৮। সেই পরাবর অর্থাৎ কারণরূপে শ্রেষ্ঠ এবং কার্য্যরূপে অশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত বিষয়বাসনা ভেদ হয়, সমুদায় সংশয় ছিন্ন হয় এবং ইহার অর্থাৎ সাধকের কর্ম্মসমূহ (অর্থাৎ মোক্ষ-প্রতিরোধক সকাম কর্ম্ম সমূহ) ক্ষয় হয়।

৯। হিরণ্ময় অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়, জ্ঞানালোকিত শ্রেষ্ঠ আত্মারূপ কোষমধ্যে নির্ম্মল, অখণ্ড ব্রহ্ম প্রকাশিত আছেন। তিনি শুদ্ধ, সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মদ্-বস্তুসমূহের জ্যোতি। তিনি সেই বস্তু যাঁহাকে আত্মজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ ১০ ॥

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥ ১১ ॥

'তত্র' ব্রহ্মণি 'সূর্য্যঃ ন ভাতি' তৎ ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তি ইত্যর্থঃ, চন্দ্রতারকং' [ন ভাতি], 'ইমাঃ বিদ্যুতঃ ন ভান্তি', 'অয়ম্ অগ্নিঃ কুত ?' কথং অগ্নিঃ তং প্রকাশয়িষ্যতি ইত্যর্থঃ। 'তম্' 'ভান্তম্' দীপ্যমানম্ 'এব সর্ব্বং' [সূর্য্যাদিকম্] 'অনুভাতি' অনুদীপ্যতে, 'তস্য' ব্রহ্মণঃ 'ভাসা' দীপ্ত্যা 'সর্ব্বম্ ইদং' 'বিভাতি' দীপ্যতে॥ ১০ ॥

'ইদম্ অমৃতম্ ব্রহ্ম এব' 'পুরস্তাৎ' অগ্রে, 'ব্রহ্ম পশ্চাৎ, ব্রহ্ম দক্ষিণতঃ উত্তরেণ চ'। [তৎ] 'অধঃ চ ঊর্দ্ধং চ' 'প্রসৃতম্' প্রগতম্' বিস্তৃতম্, 'ইদং' 'বরিষ্ঠং' বরতমং, শ্রেষ্ঠম্ 'ব্রহ্ম এব ইদং' 'বিশ্বং' সমস্তম্॥ ১১ ॥

১০। সেখানে সূর্য্য কিরণ দেয় না অর্থাৎ সূর্য্য ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্রতারকা কিরণ দেয় না, এই বিদ্যুৎসমূহ প্রকাশ পায় না, এই অগ্নি কোথায় ? অর্থাৎ এই অগ্নি তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে ? সমুদায় বস্তু সেই দীপ্যমানেরই প্রকাশে অনুপ্রকাশিত, তাঁহারই দীপ্তিতে সকলে দীপ্তি পাইতেছে।

১১। এই অমৃত স্বরূপ ব্রহ্মই অগ্রে, ব্রহ্ম পশ্চাতে, ব্রহ্ম দক্ষিণে এবং উত্তরে। তিনি অধঃ এবং ঊর্দ্ধে বিস্তৃত হইয়া আছেন। এই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মই এই সমস্ত জগৎ।

ইতি দ্বিতীয়-মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ইতি দ্বিতীয়-মুণ্ডকং সমাপ্তম্।

তৃতীয়-মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ

——:*:——

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ১ ॥*

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো-
ঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ২ ॥

'দ্বা' দ্বৌ 'সযুজা' সযুজৌ, সর্ব্বদা সহযুক্তৌ, 'সখায়া' সখায়ৌ 'সুপর্ণা' সুপর্ণৌ, সুন্দরৌ পর্ণৌ পক্ষৌ যয়োঃ তৌ,—পক্ষিণৌ ইত্যর্থঃ, 'সমানম্' একং 'বৃক্ষং' শরীরম্ ইত্যর্থঃ, 'পরিষস্বজাতে' পরিস্বক্তবন্তৌ, আশ্রিতবন্তৌ। 'তয়োঃ' 'অন্যঃ' একঃ, জীবঃ ইত্যর্থঃ, 'স্বাদু' মিষ্টম্ 'পিপ্পলম্' ফলম্ 'অত্তি' ভক্ষয়তি, উপভুঙ্ক্তে, 'অন্যঃ' ঈশ্বরঃ ইত্যর্থঃ 'অনশ্নন্' অভুঞ্জানঃ [কেবলম্] 'অভিচাকশীতি' পশ্যতি ॥ ১ ॥

'পুরুষঃ' জীবঃ 'সমানে' একস্মিন্ এব 'বৃক্ষে' 'নিমগ্নঃ' দেহম্ আত্মানং মন্বানঃ, 'অনীশয়া' শক্তিহীনতয়া, দীনভাবেন, 'মুহ্যমানঃ শোচতি'। [পবন্তু সঃ] 'যদা' [সাধকৈঃ] 'জুষ্টং' সেবিতম্ 'অন্যং' দেহাদেঃ বিলক্ষণং 'ঈশং' [কিঞ্চ] আত্মানং চ বিশ্বং চ 'অস্য' 'মহিমানম্' বিভূতিম্ 'ইতি পশ্যতি' [তদা সঃ] 'বীতশোকঃ' বিগতদুঃখঃ [ভবতি] ॥ ২ ॥

১। দুই পরস্পর-সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন পক্ষী এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন মিষ্ট ফল ভক্ষণ করেন, আর এক জন অনশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।

২। পুরুষ অর্থাৎ জীব একই বৃক্ষে নিমগ্ন হইয়া অর্থাৎ দেহকে আত্মা মনে করিয়া শক্তিহীনতা বা দীনতাবশতঃ মুহ্যমান হইয়া শোকগ্রস্ত

---

* ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ১৬৪তম সূক্ত, ২১শ ঋক্।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং

কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়

নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩ ॥

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি

বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।

আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবা-

নেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৪ ॥

'যদা' 'পশ্যঃ' পশ্যতি ইতি, দ্রষ্টা, সাধকঃ ইত্যর্থঃ, 'রুক্মবর্ণং' স্বর্ণবর্ণং, জ্যোতির্ম্ময়ম্ ইত্যর্থঃ, 'কর্ত্তারম্ ঈশম্' ব্রহ্মযোনিম্' অপর-ব্রহ্ম-হিরণ্যগর্ভস্য উদ্ভবম্ 'পুরুষম্' 'পশ্যতে' পশ্যতি, 'তদা বিদ্বান্' পুণ্যপাপে' বন্ধনভূতে সকামকর্ম্মণী 'বিধূয়' দগ্ধ্বা, নিরস্য, 'নিরঞ্জনঃ' নির্ম্মলঃ সন্ 'পরমং' 'সাম্যং' সমতাম্ 'উপৈতি' লভতে ॥ ৩ ॥

'য.' 'সর্ব্বভূতৈঃ' সর্ব্বভূতাত্মতয়া 'বিভাতি, এষঃ হি প্রাণঃ' [তম্] 'বিদ্বান্ বিজানন্' 'অতিবাদী' পরব্রহ্ম অতীত্য বদিতুং শীলম্ অস্য ইতি, ন ভবতে' ন ভবতি। [সঃ ব্রহ্মজ্ঞঃ] 'আত্মক্রীড়ঃ' পরমাত্মনি এব ক্রীড়নং যস্য

হয়। কিন্তু সে যখন সাধকদিগের সেবিত অন্য অর্থাৎ দেহাদি হইতে ভিন্ন ঈশ্বরকে এবং [আত্মা ও জগৎ] তাঁহারই মহিমা ইহা দেখে, তখন বিগত-শোক হয়।

৩। যখন দ্রষ্টা অর্থাৎ জ্ঞানী স্বর্ণবর্ণ অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় কর্ত্তা এবং অপর ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তিস্থান পরম পুরুষ ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তখন তিনি পাপপুণ্য অর্থাৎ বন্ধনভূত সকাম উভয়বিধ কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নির্ম্মল হইয়া পরম সমতা লাভ করেন।

৪। যিনি সমুদায় ভূতের আত্মারূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই প্রাণস্বরূপ; তাঁহাকে যিনি জানেন সেই বিদ্বান্ অতিবাদী হন না

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥ ৫ ॥
সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥ ৬ ॥

ইতি, 'আত্মরতিঃ' পরমাত্মনি এব রতিঃ প্রীতিঃ যস্য ইতি, 'ক্রিয়াবান্' সৎকার্য্যশীলঃ [ভবতি], 'এষঃ' [সাধকঃ] 'ব্রহ্মবিদাং' ব্রহ্মজ্ঞানিনাং মধ্যে 'বরিষ্ঠঃ' শ্রেষ্ঠঃ ॥ ৪ ॥

[যঃ] 'জ্যোতির্ম্ময়ঃ', 'শুভ্রঃ' শুদ্ধঃ 'আত্মা' 'অন্তঃ-শরীরে' শরীরাভ্যন্তরে [বর্ত্ততে] 'যং' [চ] 'ক্ষীণদোষাঃ যতয়ঃ পশ্যন্তি, এষঃ সত্যেন, তপসা, সম্যক্-জ্ঞানেন, নিত্যম্ ব্রহ্মচর্য্যেণ [চ] লভ্যঃ' [ভবতি] ॥ ৫ ॥

'সত্যম্ এব' 'জয়তে' জয়তি, 'অনৃতং' মিথ্যা 'ন [জয়তি]', সত্যেন

অর্থাৎ ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না। তিনি আত্মক্রীড় ও আত্মরতি হন অর্থাৎ পরমাত্মাতেই ক্রীড়া করেন, পরমাত্মাতেই আনন্দিত হন, এবং ক্রিয়াবান্ অর্থাৎ সৎকার্য্যশীল হন। ইনিই ব্রহ্মবিৎ-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৫। যে জ্যোতির্ম্ময় শুদ্ধ আত্মা শরীরের মধ্যে বর্ত্তমান, এবং নির্ম্মল-চিত্ত যতিগণ যাঁহাকে দর্শন করেন, ইনি সত্য, তপস্যা, সম্যক্ জ্ঞান এবং নিত্য ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা লভ্য।

৬। সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় হয় না; সত্য দ্বারা দেবযান নামক

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং
সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ৭ ॥

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥ ৮ ॥

'দেবযানঃ' এতন্নামকঃ 'পন্থা' 'বিততঃ' বিস্তীর্ণঃ, অনাবৃতদ্বারঃ [ভবতি], 'যেন' [পথা] 'আপ্তকামাঃ' বিগততৃষ্ণাঃ 'ঋষয়ঃ' [তত্র] 'আক্রমন্তি' গচ্ছন্তি 'যত্র' 'সত্যস্য' ব্রহ্মণঃ 'তৎ পরমং' 'নিধানং' ধাম [অস্তি] ॥ ৬ ॥

'তৎ' ব্রহ্ম 'বৃহৎ' 'দিব্যং' স্বয়ম্প্রভম্, 'অচিন্ত্যরূপং চ', 'তৎ সূক্ষ্মাৎ' 'চ' অপি 'সূক্ষ্মতরম্ বিভাতি'। 'তৎ দূরাৎ সুদূরে' 'ইহ' দেহে 'অন্তিকে' সমীপে 'চ' 'ইহ এব' 'পশ্যৎসু' জ্ঞানবৎসু 'গুহায়াম্' হৃদয়ে 'নিহিতম্' ॥ ৭ ॥

[সঃ পরমাত্মা] 'ন চক্ষুষা, ন অপি বাচা, ন অন্যৈঃ' 'দেবৈঃ' ইন্দ্রিয়ৈঃ,

পথ বিস্তীর্ণ অর্থাৎ অনাবৃত-দ্বার হয়, যদ্দ্বারা আপ্তকাম অর্থাৎ কামনা-বর্জ্জিত ঋষিগণ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সেই পরম ধাম যে স্থানে আছে সে স্থানে গমন করেন।

৭। তিনি অর্থাৎ ব্রহ্ম বৃহৎ, দিব্য অর্থাৎ স্বয়ম্প্রভ এবং অচিন্ত্যরূপ, তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতররূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি দূর হইতে সুদূরে এবং এখানে নিকটেও আছেন, এবং এখানেই জ্ঞানবান্ পদার্থসমূহের বুদ্ধিরূপ গুহাতে নিহিত রহিয়াছেন।

৮। পরমাত্মা চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যেরও গ্রাহ্য নহেন, অন্যান্য

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং
যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥ ৯ ॥
যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।

'তপসা, কর্ম্মণা বা গৃহ্যতে'। [সাধকঃ] 'জ্ঞানস্য' 'প্রসাদেন' নির্ম্মলতয়া, বিশুদ্ধজ্ঞানেন ইত্যর্থঃ, 'বিশুদ্ধসত্ত্বঃ' বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ সন্ 'ততঃ' তদনন্তরং 'তু ধ্যায়মানঃ নিষ্কলং তম্' [পরমাত্মানং] 'পশ্যতে' পশ্যতি ॥ ৮ ॥

'এষঃ' 'অণুঃ' সূক্ষ্মঃ 'আত্মা' 'চেতসা' জ্ঞানেন [তস্মিন্ শরীরে] 'বেদিতব্যঃ, যস্মিন্ প্রাণঃ' 'পঞ্চধা' প্রাণাপানাদিভেদেন 'সংবিবেশ' সম্যক্ প্রবিষ্টঃ। 'প্রাণৈঃ' ইন্দ্রিয়ৈঃ 'প্রজানাং' প্রাণিনাং 'সর্ব্বং চিত্তম্' 'ওতং' ব্যাপ্তং, 'যস্মিন্' [চিত্তে] 'বিশুদ্ধে' [সতি] 'এষঃ আত্মা' 'বিভবতি' উদেতি, প্রকাশতে ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

'বিশুদ্ধসত্ত্বঃ' শুদ্ধান্তঃকরণঃ 'যং যং লোকং মনসা' 'সংবিভাতি' সঙ্কল্পয়তি,

ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা ও কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। জ্ঞানশুদ্ধিদ্বারা অর্থাৎ নির্ম্মল জ্ঞানদ্বারা বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া সাধক অতঃপর ধ্যানযোগে নিরবয়ব পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

৯। এই সূক্ষ্ম আত্মাকে জ্ঞানদ্বারা সেই শরীরমধ্যে জানিতে হইবে, যেখানে প্রাণবায়ু প্রাণ-অপানাদি ভেদে পঞ্চ প্রকারে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। প্রাণীদিগের সমগ্র চিত্ত ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই এই আত্মা প্রকাশিত হন।

১০। বিশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি যে যে লোক মনে মনে সঙ্কল্প করেন, এবং

তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-
স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকামঃ ॥ ১০ ॥

'যান্ চ' 'কামান্' ভোগান্ 'কাময়তে' প্রার্থয়তে, 'তং তং লোকং, তান্ চ কামান্' 'জয়তে' প্রাপ্নোতি, 'তস্মাৎ' 'ভূতিকামঃ' ঐশ্বর্য্যাকাঙ্ক্ষী 'আত্মজ্ঞম্ হি' 'অর্চ্চয়েৎ' পূজয়েৎ ॥ ১০ ॥

যে যে ভোগ্য বস্তু কামনা করেন, সেই সেই লোক এবং সেই সেই ভোগ্য বস্তুসমূহ প্রাপ্ত হন; অতএব ঐশ্বর্য্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি আত্মজ্ঞের পূজা করিবেন।

ইতি তৃতীয়-মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ।

তৃতীয়-মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

—ঃ*ঃ—

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্মধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা-
স্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ ॥ ১ ॥

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জ্জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥ ২ ॥

'সঃ' [আত্মজ্ঞঃ] 'এতৎ পরমং' 'ধাম' আশ্রয়ম্ 'ব্রহ্ম' 'বেদ' জানাতি, 'যত্র বিশ্বং' 'নিহিতং' সমর্পিতম্, [যৎ চ] 'শুভ্রং' শুদ্ধম্ 'ভাতি'। 'যে হি অকামাঃ ধীরাঃ [তম] পুরুষম্ উপাসতে, তে এতৎ শুক্রম্' 'অতিবর্ত্তন্তে' অতিক্রামন্তি,—ন পুনঃ জায়ন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

'যঃ কামান্' 'মন্যমানঃ' চিন্তয়ানঃ 'কাময়তে, সঃ' [তৈঃ] 'কামভিঃ' কামৈঃ [সহ] 'তত্র তত্র' তৎ-তৎ-কামভোগোপযোগিনি লোকে 'জায়তে'। 'তু'

১। তিনি অর্থাৎ আত্মজ্ঞ এই পরম আশ্রয় ব্রহ্মকে জানেন, যাহাতে সমস্ত আশ্রিত রহিয়াছে, এবং যিনি শুদ্ধরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। যে অকাম জ্ঞানিগণ সেই পুরুষের উপাসনা করেন, তাঁহারা এই শুক্র অতিক্রম করেন অর্থাৎ তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম হয় না।

২। যে ব্যক্তি কাম্য বস্তুসমূহের চিন্তা করিয়া সেই সেই বিষয় আকাঙ্ক্ষা করে, সে ব্যক্তি সেই সকল কামনা সহ সেই সেই কামভোগো-

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
 ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
 স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥ ৩ ॥
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
 ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।

কিন্তু 'পর্য্যাপ্তকামস্য' পরি সমন্তাৎ আপ্তাঃ ব্যাপ্তাঃ কামাঃ যস্য সঃ পর্য্যাপ্তকামঃ, বাসনাবৰ্জ্জিতঃ ইত্যর্থঃ, তস্য 'কৃতাত্মনঃ' কৃতঃ নিষ্পন্নঃ আত্মা স্বরূপেণ যস্য সঃ কৃতাত্মা, তস্য সিদ্ধাত্মনঃ প্রকাশিত-স্বরূপস্য ইত্যর্থঃ, 'সর্ব্বে কামাঃ ইহ এব' 'প্রবিলীয়ন্তি' প্রবিলীয়ন্তে ॥ ২ ॥

'অয়ম্ আত্মা' 'প্রবচনেন' বেদাধ্যাপনেন 'ন লভ্যঃ', 'মেধয়া' গ্রন্থার্থ-ধারণশক্ত্যা, 'বহুনা' শ্রুতেন' শাস্ত্রজ্ঞানেন [চ ন লভ্যঃ]। 'যং' [সাধকম্] 'এব' 'এষঃ' [আত্মা] 'বৃণুতে' আত্মদর্শনার্থং বরয়তি, 'তেন' [বৃতেন সাধকেন এব এষঃ] 'লভ্যঃ'; 'তস্য' [সমীপে] 'এষঃ আত্মা' 'স্বাং' স্বকীয়াং 'তনূম্' স্বরূপম্ 'বৃণুতে' প্রকাশয়তি ॥ ৩ ॥

'অয়ম্ আত্মা' 'বলহীনেন' আত্মনিষ্ঠাজনিত-বীর্য্য-হীনেন 'ন লভ্যঃ,' ন

পযোগী লোকে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু বাসনাবর্জ্জিত ও প্রকাশিত-স্বরূপ ব্যক্তির সমুদায় কামনা এখানেই বিলীন হয়।

৩। এই আত্মাকে বেদাধ্যাপন বা মেধা অর্থাৎ গ্রন্থার্থধারণশক্তি বা বহু শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা লাভ করা যায় না। যাঁহাকে ইনি অর্থাৎ আত্মা [আত্মদর্শনার্থ] বরণ করেন, তাঁহাদ্বারাই ইনি লভ্য, তাঁহার নিকটে ইনি স্বকীয়া তনূ অর্থাৎ স্বস্বরূপ প্রকাশ করেন।

৪। আত্ম-নিষ্ঠা-জনিত বীর্য্য যাহার নাই, সে এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। ঔদাস্যদ্বারা এবং সন্ন্যাসরহিত জ্ঞানদ্বারাও তাঁহাকে

এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-

স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥ ৪ ॥

সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ

কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।

তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা

যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি ॥ ৫ ॥

বেদান্তবিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ

সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।

চ' 'প্রমাদাৎ' বিষয়সঙ্গনিমিত্ত-প্রমাদাৎ 'বা' 'অপি' 'অলিঙ্গাৎ' সন্ন্যাসরহিতাৎ 'তপসঃ' জ্ঞানাৎ 'অপি' [সঃ লভ্যঃ]। 'যঃ তু বিদ্বান্ এতৈঃ' 'উপায়ৈঃ' বীর্য্য-অপ্রমাদ-সন্ন্যাসযুক্ত-জ্ঞানৈঃ 'যততে' 'তস্য এষঃ আত্মা' ব্রহ্মধাম' 'বিশতে' প্রবিশতি ॥ ৪ ॥

'এনম্' এতং 'সম্প্রাপ্য ঋষয়ঃ জ্ঞানতৃপ্তাঃ,' কৃতাত্মানঃ প্রকাশিত-স্বরূপাঃ 'বীতরাগাঃ' অনাসক্তাঃ, 'প্রশান্তাঃ' [চ ভবন্তি]। 'তে' 'যুক্তাত্মানঃ' সমাহিতচিত্তাঃ 'ধীরাঃ' 'সর্ব্বগং' সর্ব্বব্যাপিনম্ ব্রহ্ম 'সর্ব্বতঃ' সর্ব্বত্র 'প্রাপ্য' 'সর্ব্বং' সম্যক্ 'এব' [তম্] 'আবিশন্তি ॥ ৫ ॥

'বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ' বেদান্তবিজ্ঞানস্য অর্থঃ বিষয়ঃ ব্রহ্ম

লাভ করা যায় না। কিন্তু যে জ্ঞানী ব্যক্তি এই সমস্ত উপায়ে, অর্থাৎ বীর্য্য, অপ্রমাদ এবং সন্ন্যাসযুক্ত জ্ঞান, এই ত্রিবিধ উপায়ে যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবেশ করে।

৫। ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া ঋষিগণ জ্ঞানতৃপ্ত প্রকাশিত-স্বরূপ ও প্রশান্ত হন। সেই সমাহিতচিত্ত জ্ঞানীরা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহাতে প্রবেশ করেন।

৬। বেদান্ত বিজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্মকে যাঁহারা উত্তমরূপে জানিয়াছেন,

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥ ৬ ॥
গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা
দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু।
কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি ॥ ৭ ॥
যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে-
ঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।

ইত্যর্থঃ, সুনিশ্চিতং সুবিজ্ঞাতং যৈঃ তে, 'সন্ন্যাসযোগাৎ' 'শুদ্ধসত্ত্বাঃ' শুদ্ধ-স্বভাবাঃ, 'পরামৃতাঃ' পরম অমৃতত্বং প্রাপ্তাঃ, 'তে সর্ব্বে [যতয়ঃ] 'পরান্ত-কালে' সংসারাবসানে 'ব্রহ্মলোকেষু' ব্রহ্ম এব লোকঃ, তস্মিন্ সাধকানাং বহুত্বাৎ যৎ বহুবৎ দৃশ্যতে, 'পরিমুচ্যন্তে' সম্যক মুক্তাঃ ভবন্তি ॥ ৬ ॥

[তেষাং] 'পঞ্চদশ' পঞ্চদশ-সংখ্যকাঃ 'কলাঃ' প্রাণাদি-দেহভাগাঃ [তাসাং] 'প্রতিষ্ঠাঃ কারণান্ 'গতাঃ' [ভবন্তি], 'সর্ব্বে' 'দেবাঃ' ইন্দ্রিয়াণি 'চ' 'প্রতিদেবতাসু' স্ব-স্ব-দেবতাসু, আদিত্যাদিষু [গতাঃ ভবন্তি]। [তেষাং] 'কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়ঃ আত্মা চ সর্ব্বে পরে অব্যয়ে [ব্রহ্মণি] একীভবন্তি' ॥৭॥

'যথা' 'স্যন্দমানাঃ' গচ্ছন্ত্যঃ 'নদ্যঃ নামরূপে' 'বিহায়' হিত্বা 'সমুদ্রে'

সন্ন্যাস যোগদ্বারা যাঁহারা শুদ্ধস্বভাব হইয়াছেন, যাঁহারা পরম অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই যতিগণ মহৎ অন্তকালে অর্থাৎ সংসারদশা শেষ হইলে ব্রহ্মলোকসমূহে অর্থাৎ সাধকগণের বহুত্ববশতঃ যে ব্রহ্মরূপ লোক বহু বলিয়া বোধ হয় তাঁহাতে সম্যক্‌রূপে মুক্ত হন।

৭। তাঁহাদের পঞ্চদশ কলা অর্থাৎ প্রাণাদি দেহভাগ তাঁহাদের কারণসমূহে চলিয়া যায়, সমুদয় ইন্দ্রিয় আপন আপন দেবতায় অর্থাৎ আদিত্যাদিতে চলিয়া যায়। তাঁহাদের কর্ম্ম এবং বিজ্ঞানময় আত্মা সমুদয় শ্রেষ্ঠ অব্যয় ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয়।

তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ৮ ॥
স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।
নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি ॥ ৯ ॥
তদেতদৃচাভ্যুক্তম্—
ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
স্বয়ং জুহ্বতে একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।

'অস্তং' অদর্শনং 'গচ্ছন্তি' প্রাপ্নুবন্তি, 'তথা বিদ্বান্ নামরূপাৎ বিমুক্তঃ পরাৎপরং দিব্যং পুরুষম্' 'উপৈতি' উপগচ্ছতি ॥ ৮ ॥

'যঃ হ তৎ পরমং ব্রহ্ম' 'বেদ' জানাতি, 'সঃ বৈ ব্রহ্ম এব ভবতি। অস্য কুলে [কশ্চিদপি] অব্রহ্মবিৎ ন ভবতি। [সঃ] শোকং তরতি', 'পাপ্মানং' পাপং 'তরতি', 'গুহাগ্রন্থিভ্যঃ' অবিদ্যাবাসনাময়-হৃদয়-গ্রন্থিভ্যঃ 'বিমুক্তঃ [সন্] অমৃতঃ ভবতি' ॥ ৯ ॥

৮। যেমন প্রবহমাণ নদীসমূহ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অদৃষ্ট হয়, তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তি নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষে প্রবেশ করেন।

৯। যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হন। তাহার কুলে কেহ অব্রহ্মবিৎ হয় না। তিনি শোক ও পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন, এবং [অবিদ্যাবাসনাময়] হৃদয়-গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়া অমর হন।

তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত

শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্ ॥ ১০ ॥

তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে।

নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥ ১১ ॥

'তৎ এতৎ' [বিদ্যাসম্প্রদান-বিধানম্] 'ঋচা' মন্ত্রেণ 'অভ্যুক্তম্' অভিপ্রকাশিতম্,—

[যে ক্রিয়াবন্তঃ যথোক্তকর্ম্মানুষ্ঠানযুক্তাঃ, 'শ্রোত্রিয়াঃ' বেদজ্ঞাঃ 'ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ' 'শ্রদ্ধয়ন্তঃ' শ্রদ্দধানাঃ [সন্তঃ] 'একর্ষিম্' একর্ষিনামানম্ অগ্নিং 'জুহ্বতে' জুহ্বতি,—অগ্নয়ে আহুতিং দদতি, 'যৈঃ' 'তু' চ 'বিধিবৎ' 'শিরোব্রতং' শিরসি অগ্নিধারণাদিলক্ষণম ব্রতং 'চীর্ণম্' অনুষ্ঠিতম্, 'তেষাম এব এতাং ব্রহ্মবিদ্যাম্ বদেত' ॥ ১০ ॥

'ঋষিঃ অঙ্গিরাঃ পুরা তৎ এতৎ [সত্যম্ বিজ্ঞানম্] উবাচ'; 'অচীর্ণব্রতঃ' ন চীর্ণম্ অনুষ্ঠিতম্ ব্রতং যেন ইতি 'এতৎ ন অধীতে'। 'নমঃ' 'পরমঋষিভ্যঃ' যেভ্যঃ এষা ব্রহ্মবিদ্যা পারম্পর্য্যক্রমেণ সম্প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

১০। মন্ত্রদ্বারা এই [বিদ্যাসম্প্রদান-বিধি] প্রকাশিত হইয়াছে,—"যে ক্রিয়াবান্, বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া একর্ষি নামক অগ্নিতে আহুতি দান করেন, এবং যাঁহারা যথাবিধি শিরোব্রত অর্থাৎ যাহাতে মস্তকে অগ্নিধারণ প্রভৃতি করিতে হয় সেই ব্রত অনুষ্ঠান করেন, তাহাদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে"।

১১। ঋষি অঙ্গিরা পূর্ব্বে এই সত্য বিজ্ঞান কহিয়াছিলেন, যে ব্রত অনুষ্ঠান করে না, সে ইহা অধ্যয়ন করিবে না। [যাঁহাদিগের হইতে এই ব্রহ্মবিদ্যা পারম্পর্য্যক্রমে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে সেই] পরম ঋষিগণকে নমস্কার, পরম ঋষিগণকে নমস্কার।

ইতি তৃতীয়-মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ইতি তৃতীয়-মুণ্ডকং সমাপ্তম্ ॥

ইতি মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা।

অথর্ব্ববেদীয়া

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ

—:*:—

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্—
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব।
যচ্চান্যত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥ ১ ॥

সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥ ২ ॥

জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি-
মুখঃ স্থূলভুগ্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥

'ওঁ ইতি এতৎ অক্ষরম্ ইদং সর্ব্বম্', 'তস্য' 'উপব্যাখ্যানং' বিস্পষ্ট-প্রকথনম্—'ভূতম' অতীতম্, 'ভবৎ' বর্ত্তমানম্ 'ভবিষ্যৎ ইতি সর্ব্বম্ ওঁকার এব'। 'যৎ চ অন্যৎ' 'ত্রিকালাতীতং' প্রকৃত্যাদি 'তৎ অপি ওঁকারঃ এব ॥১॥

'সর্ব্বং হি এতৎ ব্রহ্ম, অয়ম্ আত্মা' ব্রহ্ম, সঃ অয়ম্ আত্মা 'চতুষ্পাৎ' বক্ষ্যমাণ-চতুর্ম্মাত্রাবিশিষ্টঃ ॥ ২ ॥

'জাগরিতস্থানঃ' জাগ্রদবস্থায়াঃ অধিষ্ঠাতা, 'বহিঃপ্রজ্ঞঃ' বহির্বিষয়ে প্রজ্ঞা যস্য ইতি বহির্বিষয়াবভাসকঃ ইত্যর্থঃ, 'সপ্তাঙ্গঃ' স্বর্গঃ মূর্দ্ধা, সূর্য্যঃ চক্ষুঃ, বায়ুঃ প্রাণঃ, অন্নজলে উদরম্, আকাশঃ মধ্যদেশঃ, পৃথিবী পাদৌ

১। ওঁ এই অক্ষরই অর্থাৎ এই অক্ষর-সূচিত ব্রহ্মই এই সমুদয়। ইহার অর্থাৎ ওঁকারের স্পষ্ট ব্যাখ্যা এই যে ভূত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই সমুদয়ই ওঁকার।

২। এই সমুদায়ই ব্রহ্ম। এই আত্মা ব্রহ্ম। সেই এই আত্মা চতুষ্পাৎ অর্থাৎ পশ্চাৎ বর্ণনীয় চারি-অবস্থা-বিশিষ্ট।

৩। জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা, বহিঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ বহির্বিষয়ের জ্ঞাতা, বহির্ব্বিষয়-অবভাসক, সপ্তাঙ্গ অর্থাৎ স্বর্গ মস্তক, সূর্য্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, অন্ন ও জল উদর, আকাশ মধ্যদেশ, পৃথিবী পাদ, এই সপ্তাঙ্গ

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি-
মুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪ ॥

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি

ইতি সপ্তাঙ্গানি যস্য সঃ, 'একোনবিংশতিমুখঃ' জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ দশ, বায়বশ্চ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ, মনঃ, বুদ্ধিঃ, অহঙ্কারঃ, চিত্তম্ ইতি একোনবিংশতিঃ উপলব্ধি-দ্বারাণি যস্য সঃ, স্থূলভুক্' শব্দাদীন্ স্থূলান্ বিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্তে ইতি, 'বৈশ্বানরঃ' বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বিশ্বানরঃ, বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ, বিশ্বরূপঃ পুরুষঃ ইত্যর্থঃ 'প্রথমঃ পাদঃ' ॥ ৩ ॥

'স্বপ্নস্থানঃ' স্বপ্নাবস্থায়াঃ অধিষ্ঠানঃ, 'অন্তঃপ্রজ্ঞঃ' বহিরিন্দ্রিয়নিরপেক্ষেষু মনোমাত্রগ্রাহ্যেষু বিষয়েষু প্রজ্ঞা যস্য ইতি, 'সপ্তাঙ্গঃ' 'একোনবিংশতিমুখঃ' স্থূলবিষয়াঃ মুখানি চ মনসি বিলীনাঃ সন্তঃ বর্ত্তন্তে, অতঃ বৈশ্বানরবৎ সপ্তাঙ্গঃ একোনবিংশতিমুখঃ ইতি, 'প্রবিবিক্তভুক্' প্রবিবিক্তান্ সূক্ষ্মান্ বিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্তে ইতি, 'তৈজসঃ' তেজঃ বিষয়শূন্যা বাসনাময়ী প্রজ্ঞা, তস্যাং বিষয়িত্বেন ভবতি ইতি তৈজসঃ 'দ্বিতীয়ঃ পাদঃ' ॥ ৪ ॥

'যত্র' যস্যাম্ অবস্থায়াং 'সুপ্তঃ' [লোকঃ] কং চন কামং ন কাময়তে,

যাহার, একোনবিংশতিমুখ অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণ-অপানাদি পঞ্চ বায়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এই ঊনবিংশতি উপলব্ধিদ্বার যাহার, স্থূলভুক্ অর্থাৎ শব্দাদি স্থূলবিষয়ভোগী বৈশ্বানর অর্থাৎ বিশ্বরূপ পুরুষ প্রথম পাদ।

৪। স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতা অন্তঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ মনোমাত্র গ্রাহ্য বিষয়ের জ্ঞাতা, সপ্তাঙ্গ, একোনবিংশতিমুখ অর্থাৎ মনে বিলীনাবস্থায় বর্ত্তমান সপ্তাঙ্গও ঊনবিংশতি মুখযুক্ত, সূক্ষ্মবিষয়ের ভোক্তা, তৈজস্ অর্থাৎ তেজ নামক বিষয়শূন্যা বাসনাময়ী প্রজ্ঞাতে যিনি বিষয়ীরূপে বর্ত্তমান থাকেন, তিনি দ্বিতীয় পাদ।

৫। যে অবস্থায় সুপ্ত হইয়া লোকে কোনও কাম্য বস্তু কামনা করে না

তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৫ ॥

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥ ৫ ॥

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপ-

'কং চ স্বপ্নং ন পশ্যতি, তৎ সুষুপ্তম্'। 'সুষুপ্তস্থানঃ' সুষুপ্তাধিষ্ঠাতা, 'একীভূতঃ' জাগরিতে স্বপ্নে চ পৃথক্ পৃথক্ অনুভূতং প্রপঞ্চং বিশ্বং যস্মিন্ একীভবতি সঃ 'প্রজ্ঞানঘনঃ' বিবিধ-বস্তূনাং বিবিধানি প্রজ্ঞানানি ঘনীভূতানি ইব যস্মিন্ বর্ত্তন্তে সঃ, 'এব আনন্দময়ঃ হি আনন্দভুক্' 'চেতোমুখঃ' চেতঃ বোধঃ মুখম অনুভবদ্বারং যস্য ইতি, 'প্রাজ্ঞঃ' বিশিষ্ট-প্রজ্ঞাযুক্তঃ 'তৃতীয়-পাদঃ' ॥ ৫ ॥

'এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ, এষঃ সর্ব্বজ্ঞঃ', এষঃ অন্তর্যামী, এষঃ সর্ব্বস্য' 'যোনিঃ' উৎপত্তিস্থানঃ, 'ভূতানাং' 'প্রভবঃ' উৎপত্তি-কারণম্, 'অপায়ঃ' প্রলয়-কারণং চ ॥ ৬ ॥

'ন অন্তঃপ্রজ্ঞম্, ন বহিঃপ্রজ্ঞম্' 'ন উভয়তঃপ্রজ্ঞম্' ন জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ

কোনও স্বপ্ন দেখে না, তাহা সুষুপ্তি। সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা, একীভূত অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্নাবস্থায় পৃথক পৃথক্ রূপে অনুভূত প্রপঞ্চ বিশ্ব যাঁহাতে একীভূত হয়, প্রজ্ঞানঘন অর্থাৎ বিবিধ বস্তুর বিবিধ জ্ঞান ঘনীভূতের ন্যায় হইয়া যাঁহাতে বর্ত্তমান থাকে, আনন্দময়, আনন্দভুক্ এবং চেতোমুখ অর্থাৎ জ্ঞানই যাঁহার মুখ বা অনুভবদ্বার, সেই প্রাজ্ঞ অর্থাৎ বিশিষ্ট প্রজ্ঞাযুক্ত যিনি, তিনিই তৃতীয় পাদ।

৬। ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী, ইনি সমুদায়ের উৎপত্তিস্থান, এবং ভূতসমূহের উদ্ভব ও প্রলয়ের কারণ ॥ ৬ ॥

দেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৭ ॥

সোঽয়মাত্মাঽধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার ইতি ॥ ৮ ॥

অন্তরালাবস্থাযুক্তম্, 'ন প্রজ্ঞানঘনম্' 'ন প্রজ্ঞং' ন দ্বৈতভাবাত্মকজ্ঞানযুক্তম্, 'ন অপ্রজ্ঞম্' ন অচেতনম্, 'অদৃষ্টম্' 'অব্যবহার্য্যম্' অবিষয়ত্বাৎ ব্যবহারাতীতম্, 'অগ্রাহ্যং' কর্ম্মেন্দ্রিয়স্য অবিষয়ম্, 'অলক্ষণং' দ্বৈতসম্বন্ধরাহিত্যাৎ বর্ণনাতীতম্, 'অচিন্ত্যম্', 'অব্যপদেশ্যম্', অনির্ব্বচনীযম্, 'একাত্ম-প্রত্যয-সারং জাগ্রদাদ্যবস্থাসু একঃ অয়ম্ আত্মা বর্ত্ততে ইতি প্রত্যয়বিষয়ম্, 'প্রপঞ্চোপশমং' রূপ-রসাদি পঞ্চবিধ-বিষয়াঃ উপশান্তাঃ যস্মিন্, বিষয়াতীতম্ ইত্যর্থঃ, 'শান্তম্' রাগদ্বেষাদিরহিতম্, 'শিবং' মঙ্গলম্, 'অদ্বৈতম্' [ইতি এবং রূপং পরমাত্মানং জ্ঞানিনঃ] 'চতুর্থং মন্যন্তে ; সঃ আত্মা, সঃ' 'বিজ্ঞেয়ঃ' বিশেষেণ জ্ঞাতব্যঃ ॥ ৭ ॥

'সঃ অয়ম্ আত্মা' 'অধ্যক্ষরম্' ওঁ ইতি অক্ষরম্ অধিকৃত্য বর্ত্ততে ইতি,

৭। যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন, উভয়প্রজ্ঞ অর্থাৎ জাগ্রৎস্বপ্নের অন্তরালাবস্থাযুক্ত নহেন, প্রজ্ঞানঘন নহেন, প্রজ্ঞ অর্থাৎ দ্বৈতভাবাত্মক জ্ঞানযুক্ত নহেন, অপ্রজ্ঞ অর্থাৎ অচেতন নহেন, যিনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য অর্থাৎ অবিষয়ত্ব-নিবন্ধন ব্যবহারাতীত, অগ্রাহ্য অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়, অলক্ষণ অর্থাৎ দ্বৈত সম্বন্ধ না থাকা হেতুক বর্ণনাতীত, অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয়, যিনি একাত্মপ্রত্যয়ের বিষয়, অর্থাৎ জাগ্রদাদি অবস্থায় এই এক আত্মাই আছেন এই প্রত্যয়-গম্য, রূপ-রসাদি পঞ্চ বিষয়ের অতীত, শান্ত অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদি রহিত, মঙ্গলস্বরূপ, এবং অদ্বৈত, তাঁহাকে জ্ঞানিগণ চতুর্থ বলিয়া জানেন। তিনি আত্মা, তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য।

৮। এই আত্মা ওঁ এই অক্ষর অধিকার করিয়া আছেন অর্থাৎ এই

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্ ব্যাপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ ॥৯॥

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বোৎ-

ওঁ ইতি অক্ষরস্বরূপেণ বর্ণ্যমানঃ ইত্যর্থঃ [সঃ] 'ওঁকারঃ', [সঃ] 'অধিমাত্রম্' পশ্চাৎ কথিতব্যং মাত্রাত্রয়ম্ অধিকৃত্য বর্ত্ততে ইতি, [আত্মনঃ যে] 'পাদাঃ' [তে এব ওঁকারস্য] 'মাত্রাঃ', [ওঁকারস্য] 'অকারঃ, উকারঃ মকারঃ ইতি মাত্রাঃ চ' [আত্মনঃ] 'পাদাঃ' ॥ ৮ ॥

জাগরিতস্থানঃ বৈশ্বানরঃ প্রথমা মাত্রা অকারঃ, 'আপ্তেঃ' আপ্তিঃ ব্যাপ্তিঃ, তস্য বশাৎ, যথা অকারেণ সর্ব্বা বাক্ ব্যাপ্তা তথা বৈশ্বানরেণ জগৎ ব্যাপ্তম, ইতি সাধারণত্বাৎ ইত্যর্থঃ, 'আদিমত্ত্বাৎ' যথা অকারঃ সর্ব্ববর্ণানাম্ আদিঃ, তথা বৈশ্বানরঃ পাদানাম্ আদিঃ, ইতি সামান্যাৎ 'বা'। 'যঃ এবম্ বেদ, সঃ হ বৈ সর্ব্বান্ কামান্ আপ্নোতি', [মহতাং] 'আদিঃ' প্রথমঃ 'চ ভবতি' ॥ ৯ ॥

অক্ষরস্বরূপে বর্ণ্যমান, তিনি ওঁকার, তিনি [পশ্চাৎ কথিতব্য] মাত্রাত্রয় অধিকার করিয়া আছেন। আত্মার যে সমস্ত পাদ তাহাই ওঁকারের মাত্রা, এবং ওঁকারের অকার, উকার, মকার এই মাত্রাসমূহই আত্মার পাদ। ৮।

৯। জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা বৈশ্বানর প্রথম মাত্রা অকার; তাঁহার কারণ ব্যাপ্তি ও আদিমত্ত্ব অর্থাৎ যেমন অকারদ্বারা সমুদায় বাক্য ব্যাপ্ত আছে, তেমনি বৈশ্বানর-কর্ত্তৃক সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত আছে, আর যেমন অকার সমুদায় বর্ণের আদি, তেমনি বৈশ্বানর পাদসমূহের আদি, এই সাধারণত্ব হেতুতেই অকার ও বৈশ্বানরের একত্ব। যিনি এরূপ জানেন, তিনি সমুদয় কাম্য বস্তু লাভ করেন এবং [মহৎদিগের] মধ্যে প্রথম হন।

কর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিঃ সমানশ্চ ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি য এবং বেদ ॥ ১০ ॥

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্বা মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ ॥ ১১ ॥

'স্বপ্নস্থানঃ তৈজসঃ দ্বিতীয়া মাত্রা উকারঃ', 'উৎকর্ষাৎ' অকারাৎ উৎকৃষ্টঃ ইব হি উকারঃ, তথা তৈজসঃ বৈশ্বানরাৎ ; 'উভয়ত্বাৎ' মধ্য-বর্ত্তিত্বাৎ—যথা অকার-মকারয়োঃ মধ্যস্থঃ উকারঃ, তথা বিশ্বপ্রাজ্ঞযোঃ মধ্যে তৈজসঃ 'বা', 'যঃ এবং বেদ সঃ' 'জ্ঞানসন্ততিঃ' বিজ্ঞান-সমূহান্ 'উৎকর্ষতি' বর্দ্ধয়তি, 'সমানঃ' শত্রুমিত্রয়োঃ তুল্যঃ চ ভবতি ; 'অস্য কুলে [কশ্চিৎ অপি] অব্রহ্মবিৎ ন ভবতি' ॥ ১০ ॥

'সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞঃ তৃতীয়া মাত্রা মকারঃ,' 'মিতেঃ' 'মিতিঃ' পরিমাণং, তস্মাৎ হেতোঃ,—সুষুপ্তৌ বৈশ্বানরঃ তৈজসঃ চ প্রাজ্ঞে প্রবিশতি, জাগ্রতি তু তস্মাৎ নির্গচ্ছতি, এবং প্রবেশনির্গমাভ্যাম্ প্রাজ্ঞঃ বৈশ্বানর-তৈজসৌ পরিমীয়তে ইব. তথা ওকারস্য উচ্চারণান্তে অকার-উকারৌ মকারে প্রবিশতঃ, উচ্চারণারম্ভে তু নির্গচ্ছতঃ, অত্র চ মিতি-সাদৃশ্যম্ ; এতৎ-সামান্যাৎ প্রাজ্ঞ-মকারয়োঃ একত্বম্ ইত্যর্থঃ। 'অপীতেঃ' 'অপীতিঃ' অপায়ঃ

১০। স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা তৈজস দ্বিতীয় মাত্রা উকার ; তাহার কারণ উৎকর্ষ বা মধ্যবর্ত্তিত্ব, অর্থাৎ যেমন অকার হইতে উকার উৎকৃষ্ট, এবং যেমন উকার অকার ও মকারের মধ্যস্থ, তেমনি তৈজস বৈশ্বানর ও প্রাজ্ঞের মধ্যস্থ ; এই সাধারণত্ব হেতুতে তৈজস ও উকারের একত্ব। যিনি এরূপ জানেন, তিনি স্বকীয় জ্ঞানসমূহ বৃদ্ধি করেন, শত্রু-মিত্রের সম্বন্ধে সমান হন এবং তাঁহার কুলে অব্রহ্মবিৎ জন্মে না।

১১। সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা প্রাজ্ঞ তৃতীয় মাত্রা মকার ; তাহার কারণ পরিমাণ বা একীভাব, অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে বৈশ্বানর ও তৈজস প্রাজ্ঞে

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ১২ ॥

একীভাবঃ, তস্মাৎ হেতোঃ—যথা সুষুপ্তৌ বৈশ্বানর-তৈজসৌ, প্রাজ্ঞে একীভবতঃ, তথা ওঁকারোচ্চারণান্তে অকার-উকারৌ মকারে একীভবতঃ ইব, 'বা' যঃ এবং বেদ, সঃ হ বৈ ইদং সর্ব্বং 'মিনোতি' যাথাত্ম্যং জানাতি 'অপীতিঃ' জগৎকারণাত্মা 'চ ভবতি' ॥ ১১ ॥

'অমাত্রঃ' মাত্রাশূন্যঃ 'চতুর্থঃ, অব্যবহার্য্যঃ, প্রপঞ্চোপশমঃ, শিবঃ, অদ্বৈতঃ এবম্ ওঁকারঃ এব আত্মা'। 'যঃ এবং বেদ, [সঃ] আত্মনা' 'আত্মানং' পরমাত্মানং 'সংবিশতি যঃ এবং বেদ, যঃ এবং বেদ' ॥ ১২ ॥

প্রবেশ করেন এবং জাগ্রদবস্থায় তাহা হইতে বহির্গত হন, এই প্রবেশ-নির্গমের দ্বারা প্রাজ্ঞ যেন বৈশ্বানর ও তৈজসকে পরিমাণ করেন, তেমনি, ওঁকারের উচ্চারণান্তে অকার ও উকার মকারে প্রবেশ করে, এবং উচ্চারণারম্ভে পুনরায় বহির্গত হয়, এস্থলেও পরিমাণক্রিয়ার সাদৃশ্য আছে ; আর যেমন সুষুপ্তিতে বৈশ্বানর ও তৈজস প্রাজ্ঞে একীভূত হন, তেমনি ওঁকারোচ্চারণান্তে অকার ও উকার যেন মকারে একীভূত হয়,—এই সাধারণত্ব বশতঃ প্রাজ্ঞ ও মকারের একত্ব। যিনি এরূপ জানেন, তিনি নিশ্চয়ই এই সমুদয় জগৎ যথার্থরূপে জানেন এবং জগৎকারণাত্মা হন, অর্থাৎ জগৎকারণের সহিত একীভূত হন।

১২। মাত্রাশূন্য, চতুর্থ, অব্যবহার্য্য, বিষয়াতীত, মঙ্গল-স্বরূপ ও অদ্বৈত, এরূপ ওঁকারই আত্মা। যিনি এরূপ জানেন, তিনি আত্মদ্বারা আত্মাতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে প্রবেশ করেন।

ইতি মাণ্ডূক্যোপনিষৎ সমাপ্তা।